বাল্মীকি

বৈরাগ্যপ্রকরণং প্রথমম্ ।
প্রথমঃ সর্গঃ

। শ্রীমহাগণপতিচরণারবিন্দাভ্যাং নমঃ ।
॥ শ্রীঃ ॥

যতঃ সর্বাণি ভূতানি প্রতিভান্তি স্থিতানি চ ।
যত্রৈবোপশমং যান্তি তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ ॥ ১॥

জ্ঞাতা জ্ঞানং তথা জ্ঞেয়ং দ্রষ্টা দর্শনদৃশ্যভূঃ ।
কর্তা হেতুঃ ক্রিয়া যস্মাত্তস্মৈ জ্ঞপ্ত্যাত্মনে নমঃ ॥ ২॥

স্ফুরন্তি সীকরা যস্মাদানন্দস্যাম্বরেঽবনৌ ।
সর্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ ॥ ৩॥

সুতীক্ষ্ণো ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎসংশয়াকৃষ্টমানসঃ ।
অগস্তেরাশ্রমং গত্বা মুনিং পপ্রচ্ছ সাদরম্ ॥ ৪॥

সুতীক্ষ্ণ উবাচ ।

ভগবন্ধর্মতত্ত্বজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিনিশ্চিত ।
সংশয়োঽস্তি মহানেকস্ত্বমেতং কৃপয়া বদ ॥ ৫॥

মোক্ষস্য কারণং কর্ম জ্ঞানং বা মোক্ষসাধনম্ ।
উভয়ং বা বিনিশ্চিত্য একং কথয় কারণম্ ॥ ৬॥

অগস্তি উবাচ ।

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ ।
তথৈব জ্ঞানকর্মভ্যাং জায়তে পরমং পদম্ ॥ ৭॥

কেবলাৎকর্মণো জ্ঞানান্নহি মোক্ষোঽভিজায়তে ।
কিন্তূভাভ্যাং ভবেন্মোক্ষঃ সাধনং তূভয়ং বিদুঃ ॥ ৮॥

অস্মিন্নর্থে পুরাবৃত্তমিতিহাসং বদামি তে ।
কারুণ্যাখ্যঃ পুরা কশ্চিদ্ব্রাহ্মণোঽধীতবেদকঃ ॥ ৯॥

অগ্নিবেশ্যস্য পুত্রোঽভূদ্বেদবেদাঙ্গপারগঃ ।
গুরোরধীতবিদ্যঃ সন্নাজগাম গৃহং প্রতি ॥ ১০॥

তস্থাবকর্মকৃতূষ্ণীং সংশয়ানো গৃহে তদা ।
অগ্নিবেশ্যো বিলোক্যাথ পুত্রং কর্মবিবর্জিতম্ ॥ ১১॥

প্রাহ এতদ্বচো নিন্দ্যং গুরুঃ পুত্রং হিতায় চ ।

অগ্নিবেশ্য উবাচ ।

কিমেতৎপুত্র কুরুষে পালনং ন স্বকর্মণঃ ॥ ১২॥

অকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং কথং প্রাপ্স্যসি তদ্বদ ।
কর্মণোঽস্মান্নিবৃত্তেঃ কিং কারণং তন্নিবেদ্যতাম্ ॥ ১৩॥

কারুণ্য উবাচ ।

যাবজ্জিবমগ্নিহোত্রং নিত্যং সন্ধ্যামুপাসয়েৎ ।
প্রবৃত্তিরূপো ধর্মোঽয়ং শ্রুত্যা স্মৃত্যা চ চোদিতঃ ॥ ১৪॥

ন ধনেন ভবেন্মোক্ষঃ কর্মণা প্রজয়া ন বা ।
ত্যাগমাত্রেণ কিন্ত্বেতে যতয়োঽশ্নন্তি চামৃতম্ ॥ ১৫॥

ইতি শ্রুত্যার্দ্বয়োর্মধ্যে কিং কর্তব্যং ময়া গুরো ।
ইতি সন্দিগ্ধতাং গত্বা তূষ্ণীং ভূতোঽস্মি কর্মণি ॥ ১৬॥

অগস্তি উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তাত বিপ্রোঽসৌ কারুণ্যো মৌনমাগতঃ ।
তথাবিধং সুতং দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রাহ গুরুঃ সুতম্ ॥ ১৭॥

অগ্নিবেশ্য উবাচ ।

শৃণু পুত্র কথামেকাং তদর্থং হৃদয়েঽখিলম্ ।
মত্তোঽবধার্য পুত্র ত্বং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ১৮॥

সুরুচির্নাম কাচিৎস্ত্রী অপ্সরোগণৌত্তমা ।
উপবিষ্টা হিমবতঃ শিখরে শিখিসংবৃতে ॥ ১৯॥

রমন্তে কামসন্তপ্তাঃ কিন্নর্যো যত্র কিন্নরৈঃ ।
স্বর্ধুন্যোঘেন সংসৃষ্টে মহাঘৌঘবিনাশিনা ॥ ২০॥

দূতমিন্দ্রস্য গচ্ছন্তমন্তরিক্ষে দদর্শ সা ।
তমুবাচ মহাভাগা সুরুচিশ্চাপ্সরোবরা ॥ ২১॥

সুরুচিরুবাচ ।

দেবদূত মহাভাগ কুত আগম্যতে ত্বয়া ।
অধুনা কুত্র গন্তাসি তৎসর্বং কৃপয়া বদ ॥ ২২॥

দেবদূত উবাচ ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া সুভ্রু যথাবৎকথয়ামি তে ।
অরিষ্টনেমী রাজর্ষির্দত্ত্বা রাজ্যং সুতায় বৈ ॥ ২৩॥

বীতরাগঃ স ধর্মাত্মা নির্যযৌ তপসে বনম্ ।
তপশ্চরত্যসৌ রাজা পর্বতে গন্ধমাদনে ॥ ২৪॥

কার্যং কৃত্বা ময়া তত্র তত আগম্যতেঽধুনা ।

গন্তাস্মি পার্শ্বে শক্রস্য তং বৃত্তান্তং নিবেদিতুম্ ॥ ২৫॥

অপ্সরা উবাচ ।

বৃত্তান্তঃ কোঽঽভবত্তত্র কথয়স্ব মম প্রভো ।
প্রষ্টুকামা বিনীতাস্মি নোদ্বেগং কর্তুমর্হসি ॥ ২৬॥

দেবদূত উবাচ ।

শৃণু ভদ্রে যথাবৃত্তং বিস্তরেণ বদামি তে ।
তস্মিন্রাজ্ঞি বনে তত্র তপশ্চরতি দুস্তরম্ ॥ ২৭॥

ইত্যহং দেবরাজেন সুক্রুরাজ্ঞাপিতস্তদা ।
দূত ত্বং তত্র গচ্ছাশু গৃহীত্বেদং বিমানকম্ ॥ ২৮॥

অপ্সরোগণসংয়ুক্তং নানাবাদিত্রশোভিতম্ ।
গন্ধর্বসিদ্ধয়ক্ষৈশ্চ কিন্নরাদ্যৈশ্চ শোভিতম্ ॥ ২৯॥

তালবেণুমৃদঙ্গাদি পর্বতে গন্ধমাদনে ।
নানাবৃক্ষসমাকীর্ণে গত্বা তস্মিন্গিরৌ শুভে ॥ ৩০॥

অরিষ্টনেমিং রাজানং দূতারোপ্য বিমানকে ।
আনয় স্বর্গভোগায় নগরীমমরাবতীম্ ॥ ৩১॥

দূত উবাচ ।

ইত্যাজ্ঞাং প্রাপ্য শক্রস্য গৃহিত্বা তদ্বিমানকম্ ।
সর্বোপস্করসংয়ুক্তং তস্মিন্নদ্রাবহং য়যৌ ॥ ৩২॥

আগত্য পর্বতে তস্মিন্রাজ্ঞো গত্বাঽঽশ্রমং ময়া ।
নিবেদিতা মহেন্দ্রস্য সর্বাজ্ঞাঽরিষ্টনেময়ে ॥ ৩৩॥

ইতি মদ্বচনং শ্রুত্বা সংশয়ানোঽবদচ্ছুভে ।

রাজোবাচ ।

প্রষ্টুমিচ্ছামি দূত ত্বাং তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৩৪॥

গুণা দোষাশ্চ কে তত্র স্বর্গে বদ মমাগ্রতঃ ।
জ্ঞাত্বা স্থিতিং তু তত্রত্যাং করিষ্যেঽহং যথারুচি ॥ ৩৫॥

দূত উবাচ ।

স্বর্গে পুণ্যস্য সামগ্র্যা ভুজ্যতে পরমং সুখম্ ।
উত্তমেন তু পুণ্যেন প্রাপ্নোতি স্বর্গমুত্তমম্ ॥ ৩৬॥

মধ্যমেন তথা মধ্যঃ স্বর্গো ভবতি নান্যথা ।
কনিষ্ঠেন তো পুণ্যেন স্বর্গো ভবতি তাদৃশঃ ॥ ৩৭॥

পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুত্বং স্পর্ধা চৈব সমৈশ্চ তৈঃ ।
কনিষ্ঠেষু চ সন্তোষো যাবৎপুণ্যক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৩৮॥

ক্ষীণে পুণ্যে বিশন্ত্যেতং মর্ত্যলোকং চ মানবাঃ ।
ইত্যাদিগুণদোষাশ্চ স্বর্গে রাজন্নবস্থিতাঃ ॥ ৩৯॥

ইতি শ্রুত্বা বচো ভদ্রে স রাজা প্রত্যভাষত ।

রাজোবাচ ।

নেচ্ছামি দেবদূতাহং স্বর্গমীদৃগ্বিধং ফলম্ ॥ ৪০॥

অতঃ পরং মহোগ্রং চ তপঃ কৃত্বা কলেবরম্ ।
ত্যক্ষ্যাম্যহমশুদ্ধং হি জীর্ণাং ত্বচমিবোরগঃ ॥ ৪১॥

দেবদূত বিমানেদং গৃহীত্বা ত্বং যথাগতঃ ।
তথা গচ্ছ মহেন্দ্রস্য সন্নিধৌ ত্বং নমোঽস্তু তে ॥ ৪২॥

দেব্দূত উবাচ ।

ইত্যুক্তোঽহং গতো ভদ্রে শক্রস্যাগ্রে নিবেদিতুম্ ।
যথাবৃত্তং নিবেদ্যাথ মহদাশ্চর্যতাং গতঃ ॥ ৪৩॥

পুনঃ প্রাহ মহেন্দ্রো মাং শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা ।

ইন্দ্র উবাচ ।

দূত গচ্ছ পুনস্তত্র তং রাজানং নয়াশ্রমম্ । । ৪৪॥

বাল্মীকের্জ্ঞাততত্ত্বস্য স্বভোধার্থং বিরাগিণম্ ।
সন্দেশং মম বাল্মীকের্মহর্ষেস্ত্বং নিবেদয় ॥ ৪৫॥

মহর্ষে ত্বং বিনীতায় রাজ্ঞেঽস্মৈ বীতরাগিণে ।
নস্বর্গমিচ্ছতে তত্ত্বং প্রবোধায় মহামুনে ॥ ৪৬॥

তেন সংসারদুঃখার্তো মোক্ষমেষ্যতি চ ক্রমাৎ ।
ইত্যুক্ত্বা দেবরাজেন প্রেষিতোঽহং তদন্তিকে ॥ ৪৭॥

ময়াগত্য পুনস্তত্র রাজা বল্মীকজন্মনে ।
নিবেদিতা মহেন্দ্রস্য রাজ্ঞা মোক্ষ্যস্য সাধনম্ ॥ ৪৮॥

ততো বল্মীকজন্মাসৌ রাজানং সমপৃচ্ছত ।
অনাময়মতিপ্রীত্যা কুশলপ্রশ্নবার্তয়া ॥ ৪৯॥

রাজোবাচ ।

ভগবন্ধর্মতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞাতজ্ঞেয় বিদাংবর ।

কৃতার্থোঽহং ভবদৃষ্ট্যা তদেব কুশলং মম ॥ ৫০॥

ভগবনপ্রষ্টুমিচ্ছামি তদবিঘ্নেন মে বদ ।
সংসারবন্ধদুঃখার্তে কথং মুঞ্চামি তদ্বদ ॥ ৫১॥

বাল্মীকিরুবাচ ।

শৃণু রাজনপ্রবক্ষ্যামি রামায়ণমখণ্ডিতম্ ।
শ্রুত্বাবধার্য যত্নেন জীবন্মুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৫২॥

বসিষ্টরামসংবাদং মোক্ষোপায়কথাং শুভাম্ ।
জ্ঞাতস্বভাবো রাজেন্দ্র বদামি শ্রূয়তাং বুধ ॥ ৫৩॥

রাজোবচ ।

কো রামঃ কীদৃশঃ কস্য বদ্ধো বা মুক্ত এব বা ।
এতন্মে নিশ্চিতং ব্রুহি জ্ঞানং তত্ত্ববিদাং বর ॥ ৫৪॥

বাল্মীকিরুবাচ ।

শাপব্যাজবশাদেব রাজবেষধরো হরিঃ ।
আহৃতাজ্ঞানসম্পন্নঃ কিঞ্চিজ্জ্ঞোঽসৌ ভবৎপ্রভুঃ ॥ ৫৫॥

রাজোবচ ।

চিদানন্দস্বরূপে হি রামে চৈতন্যবিগ্রহে ।
শাপস্য কারণং ব্রুহি কঃ শপ্তা চেতি মে বদ ॥ ৫৬॥

বাল্মীকিরুবাচ ।

সনৎকুমারো নিষ্কাম অবসদ্ব্রহ্মসদ্মনি ।
বৈকুণ্ঠাদাগতো বিষ্ণুস্ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ প্রভুঃ ॥ ৫৭॥

ব্রহ্মণা পূজিতস্ত্র সত্যলোকনিবাসিভিঃ ।
বিনা কুমারং তং দৃষ্ট্বা হ্যুবাচ প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৫৮॥

সনৎকুমার স্তব্ধোঽসি নিষ্কামো গর্বচেষ্টয়া ।
অতস্ত্বং ভব কামার্তঃ শরজন্মেতি নামতঃ ॥ ৫৯॥

তেনাপি শাপিতো বিষ্ণুঃ সর্বজ্ঞত্বং তবাস্তি যৎ ।
কিঞ্চিৎকালং হি তত্ত্যক্ত্বা ত্বমজ্ঞানী ভবিষ্যসি ॥ ৬০॥

ভৃগুর্ভার্যাং হতাং দৃষ্ট্বা হ্যুবাচ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
বিষ্ণো তবাপি ভার্যায়া বিয়োগো হি ভবিষ্যতি ॥ ৬১॥

বৃন্দয়া শাপিতো বিষ্ণুশ্ছলনং যত্ত্বয়া কৃতম্ ।
অতস্ত্বং স্ত্রীবিয়োগং তু বচনান্মম যাস্যসি ॥ ৬২॥

ভার্যা হি দেবদত্তস্য পয়োষ্ণীতীরসংস্থিতা ।
নৃসিংহবেষধৃগ্বিষ্ণুং দৃষ্ট্বা পঞ্চত্বমাগতা ॥ ৬৩॥

তেন শপ্তো হি নৃহরির্দুঃখার্তঃ স্ত্রীবিয়োগতঃ ।
তবপি ভার্যযা সার্ধং বিয়োগো হি ভবিষ্যতি ॥ ৬৪॥

ভৃগুণৈবং কুমারেণ শাপিতো দেবশর্মণা ।
বৃন্দয়া শাপিতো বিষ্ণুস্তেন মানুষ্যতাং গতঃ ॥ ৬৫॥

এতত্তে কথিতং সর্বং শাপব্যাজস্য কারণম্ ।
ইদানীং বচ্মি তৎসর্বং সাবধানমতিঃ শৃণু ॥ ৬৬॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদবাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে
মোক্ষোপায়ে দ্বাত্রিংশৎসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈরাগ্যপ্রকরণে
সূত্রপাতনকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

দিবি ভূমৌ তথাকাশে বহিরন্তশ্চ মে বিভুঃ ।
যো বিভাত্যবভাসাত্মা তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ ॥ ১॥

বাল্মীকিরুবাচ ।

অহং বদ্ধো বিমুক্তঃ স্যামিতি যস্যাস্তি নিশ্চয়ঃ ।
নাত্যন্তমজ্ঞো নোত জ্ঞঃ সোঽস্মিঞ্শাস্ত্রেঽধিকারবান্ ॥ ২॥

কথোপায়ান্বিচার্যাদৌ মোক্ষোপায়ানিমানথ ।
যো বিচারয়তি প্রজ্ঞো ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ৩॥

অস্মিন্রামায়ণে রামকথোপায়ান্মহাবলান্ ।
এতাংস্তু প্রথমং কৃত্বা পুরাহমরিমর্দন ॥ ৪॥

শিষ্যাসাস্মি বিনীতায় ভরদ্বাজায় ধীমতে ।
একাগ্রো দত্তবাংস্তস্মৈ মণিমব্ধিরিবার্থিনে ॥ ৫॥

তত এতে কথোপায়া ভরদ্বাজেন ধীমতা ।
কস্মিংশ্চিন্মেরুগহনে ব্রহ্মণোঽগ্র উদাহৃতাঃ ॥ ৬॥

অথাস্য তুষ্টো ভগবান্ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
বরং পুত্র গৃহাণেতি তমুবাচ মহাশয়ঃ ॥ ৭॥

ভরদ্বাজ উবাচ ।

ভগবন্ভূতভব্যেশ বরোঅয়ং মে/ঽদ্য রোচতে ।
যেনেয়ং জনতা দুঃখান্মুচ্যতে তদুদাহর ॥ ৮॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

গুরুং বাল্মীকিমত্রাশু প্রার্থয়স্ব প্রয়ত্নতঃ ।
তেনেদং যৎসমারব্ধং রামায়ণমনিন্দিতম্ ॥ ৯॥

তস্মিঞ্শ্রুতে নরো মোহাৎসমগ্রাৎসন্তরিষ্যতি ।
সেতুনেবাম্বুধেঃ পারমপারগুণশালিনা ॥ ১০॥

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা স ভরদ্বাজং পরমেষ্ঠী মদাশ্রমম্ ।
অভ্যাসগচ্ছৎসমং তেন ভরদ্বাজেন ভূতকৃৎ ॥ ১১॥

তূর্ণং সম্পূজিতো দেবঃ সোঽর্ঘ্যপাদ্যাদিনা ময়া ।
অবোচন্মাং মহাসত্ত্বঃ সর্বভূতহিতে রতঃ ॥ ১২॥

রামস্বভাবকথনাদস্মাদ্বরমুনে ত্বয়া ।
নোদ্বেগাৎস পরিত্যাজ্য আসমাপ্তেরনিন্দিতাৎ ॥ ১৩॥

গ্রন্থেনানেন লোকোঽয়মস্মাৎসংসারসঙ্কটাৎ ।
সমুত্তরিষ্যতি ক্ষিপ্রং পোতেনেবাশু সাগরাৎ ॥ ১৪॥

বক্তুং তদেবমেবার্থমহমাগতবানয়ম্ ।
কুরু লোকহিতার্থং ত্বং শাস্ত্রমিত্যুক্তবানজঃ ॥ ১৫॥

মম পুণ্যাশ্রমাত্তস্মাৎক্ষণাদন্তর্দ্ধিমাগতঃ ।
মুহূর্তাভ্যুত্থিতঃ প্রোচ্চৈস্তরঙ্গ ইব বারিণঃ ॥ ১৬॥

তস্মিন্প্রয়াতে ভবত্যহং বিস্ময়মাগতঃ ।
পুনস্তত্র ভরদ্বাজংঅপৃচ্ছং স্বস্থয়া ধিয়া ॥ ১৭॥

কিমতেদ্ব্রহ্মণা প্রোক্তং ভরদ্বাজ বদাশু মে ।
ইত্যুক্তেন পুনঃ প্রোক্তং ভরদ্বাজেন তেন মে ॥ ১৮॥

ভরদ্বাজ উবাচ ।

এতদুক্তং ভগবতা যথা রামায়ণং কুরু ।
সর্বলোকহিতার্থায় সংসারার্ণবতারকম্ ॥ ১৯॥

মহ্যং চ ভগবন্ব্রূহি কথং সংসারসঙ্কটে ।
রামো ব্যবহৃতো হ্যস্মিন্ভরতশ্চ মহামনাঃ ॥ ২০॥

শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণশ্চাপি সীতা চাপি যশস্বিনী ।
রামানুয়ায়িনস্তে বা মন্ত্রিপুত্রা মহাধিয়ঃ ॥ ২১॥

নির্দুঃখিতাং যথৈতে নু প্রাপ্তাস্তদ্ব্রূহি মে স্ফুটম্ ।
তথৈবাহং ভবিষ্যামি ততো জনতয়া সহ ॥ ২২॥

ভরদ্বাজেন রাজেন্দ্র বদেত্যুক্তোঽস্মি সাদরম্ ।
তদা কর্তুং বিভোরাজ্ঞামহং বক্তুং প্রবৃত্তবান্ ॥ ২৩॥

শৃণু বৎস ভরদ্বাজ যথাপৃষ্টং বদামি তে ।
শ্রুতেন যেন সংমোহমলং দূরে করিষ্যসি ॥ ২৪॥

তথা ব্যবহর প্রাজ্ঞ যথা ব্যবহৃতঃ সুখী ।
সর্বাসংসক্তয়া বুদ্ধ্যা রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ২৫॥

লক্ষ্মণো ভরতশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চ মহামনাঃ ।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ সীতা দশরথস্তথা ॥ ২৬॥

কৃতাস্ত্রশ্চাঽবিরোধশ্চ বোধপারমুপাগতাঃ ।
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ মন্ত্রিণোঽষ্টৌ তথেতরে ॥ ২৭॥

ধৃষ্টির্জয়ন্তো ভাসশ্চ সত্যো বিজয় এব হি ।
বিভীষণঃ সুষেণশ্চ হনুমানিন্দ্রজিত্তথা ॥ ২৮॥

এতেঽষ্টৌ মন্ত্রিণ প্রোক্তাঃ সমনীরাগচেতসঃ ।
জীবন্মুক্তা মহাত্মানো যথাপ্রাপ্তানুবর্তিনঃ ॥ ২৯॥

এতৈর্যথা হুতং দত্তং গৃহীতমুষিতং স্মৃতম্ ।
তথা চেদ্বর্তসে পুত্র মুক্ত এবাসি সঙ্কটাৎ ॥ ৩০॥

অপারসংসারসমুদ্রপাতী
        লব্ধ্বা পরাং যুক্তিমুদারসত্ত্বঃ ।
নশোকমায়াতি ন দৈন্যমেতি
        গতজ্বরস্তিষ্ঠতি নিত্যতৃপ্তঃ ॥ ৩১॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদবাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে
বৈরাগ্যপ্রকরণে সূত্রপাতনকো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

ভরদ্বাজ উবাচ ।

জীবন্মুক্তস্থিতিং ব্রহ্মন্‌কৃত্বা রাঘবমাদিতঃ ।
ক্রমাৎকথয় মে নিত্যং ভবিষ্যামি সুখী যথা ॥ ১॥

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ ।

ভ্রমস্য জাগতস্যাস্য জাতস্যাকাশবর্ণবৎ ।
অপুনঃস্মরণং মন্যে সাধো বিস্মরণং বরম্ ॥ ২॥

দৃশ্যাত্যন্তাভাববোধং বিনা তন্নানুভূয়তে ।
কদাচিৎকেনচিন্নাম স্ববোধোঽন্বিষ্যতামতঃ ॥ ৩॥

স চেহ সম্ভবত্যেব তদর্থমিদমাততম্ ।
শাস্ত্রমাকর্ণয়সি চেত্তত্বমাপ্স্যসি নান্যথা ॥ ৪॥

জগদ্ভ্রমোঽয়ং দৃশ্যোঽপি নাস্ত্যেবেত্যনুভূয়তে ।
বর্ণো ব্যোম্ন ইবাখেদাদ্বিচারণামুনাঽনঘ ॥ ৫॥

দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জনম্ ।
সম্পন্নং দেত্তদুৎপন্না পরা নির্বাণনির্বৃতিঃ ॥ ৬॥

অন্যথা শাস্ত্রগর্তেষু লুঠতাং ভবতামিহ ।
ভবত্যকৃত্রিমাজ্ঞানাং কল্পৈরপি ন নির্বৃতিঃ ॥ ৭॥

অশেষেণ পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ ।
মোক্ষ ইত্যুচ্যতে ব্রহ্মন্স এব বিমলক্রমঃ ॥ ৮॥

ক্ষীণায়াং বাসনায়াং তু চেতো গলতি সত্বরম্ ।
ক্ষীণায়াং শীতসন্তত্যাং ব্রহ্মন্হিমকণো যথা ॥ ৯॥

অয়ং বাসনয়া দেহো ধ্রিয়তে ভূতপঞ্জরঃ ।
তনুনান্তর্নিবিষ্টেন মুক্তৌঘস্তন্তুনা যথা ॥ ১০॥

বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা তথা ।
মলিনা জন্মনো হেতুঃ শুদ্ধা জন্মবিনাশিনী ॥ ১১॥

অজ্ঞানসুঘনাকারা ঘনাহঙ্কারশালিনী ।
পুনর্জন্মকরী প্রোক্তা মলিনা বাসনা বুধৈঃ ॥ ১২॥

পুনর্জন্মাঙ্কুরং ত্যক্ত্বাস্থিতা সম্ভৃষ্টবীজবৎ ।
দেহার্থং ধ্রিয়তে জ্ঞাতজ্ঞেয়া শুদ্ধেতি চোচ্যতে ॥ ১৩॥

অপুনর্জন্মকরণী জীবন্মুক্তেষু দেহিষু ।

বাসনা বিদ্যতে শুদ্ধা দেহে চক্র এব ভ্রমঃ ॥ ১৪॥

যে শুদ্ধবাসনা ভূয়ো ন জন্মানর্থভাজনম্ ।
জ্ঞাতজ্ঞেয়াস্ত উচ্যন্তে জীবন্মুক্তা মহাধিয়ঃ ॥ ১৫॥

জীবন্মুক্তিপদং প্রাপ্তো যথা রামো মহামতিঃ ।
তত্তেঽহং শৃণু বক্ষ্যামি জরামরণশান্তয়ে ॥ ১৬॥

ভরদ্বাজ মহাবুদ্ধে রামক্রমমিমং শুভম্ ।
শৃণু বক্ষ্যামি তেনৈব সর্বং জ্ঞাস্যসি সর্বদা ॥ ১৭॥

বিদ্যাগৃহাদ্বিনিষ্ক্রম্য রামো রাজীবলোচনঃ ।
দিবসান্যনয়দ্গেহে লীলাভিরকুতোভয়ঃ ॥ ১৮॥

অথ গচ্ছতি কালে তু পালয়ত্যবনিং নৃপে ।
প্রজাসু বীতশোকাসু স্থিতাসু বিগতজ্বরম্ ॥ ১৯॥

তীর্থপুণ্যাশ্রমশ্রেণীর্দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠিতং মনঃ ।
রামস্যাভূদ্ভৃশং তত্র কদাচিৎগুণশালিনঃ ॥ ২০॥

রাঘবচিন্তয়িত্বৈবমুপেত্য চরণৌ পিতুঃ ।
হংসঃ পদ্মাবিব নবৌ জগ্রাহ নখকেসরৌ ॥ ২১॥

শ্রীরাম উবাচ ।

তীর্থানি দেবসদ্মানি বনান্যায়তনানি চ ।
দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠিতং তাত মমেদং নাথ মানসম্ ॥ ২২॥

তদেতামর্থিতাং পূর্বাং সফলাং কর্তুমর্হসি ।
ন সোঽস্তি ভুবনে নাথ ত্বয়া যোঽর্থী ন মানিতঃ ॥ ২৩॥

ইতি সং প্রার্থিতো রাজা বসিষ্ঠেন সমং তদা ।
বিচার্যামুঞ্চদেবৈনং রামং প্রথমমর্থিনম্ ॥ ২৪॥

শুভে নক্ষত্রদিবসে ভ্রাতৃভ্যাং সহ রাঘবঃ ।
মঙ্গলালঙ্কৃতবপুঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো দ্বিজৈঃ ॥ ২৫॥

বসিষ্ঠপ্রহিতৈর্বিপ্রৈঃ শাস্ত্রজ্ঞৈশ্চ সমন্বিতঃ ।
স্নিগ্ধৈঃ কতিপয়ৈরেব রাজপুত্রবরৈঃ সহ ॥ ২৬॥

অম্বাভির্বিহিতাশীর্ভিরালিঙ্গ্যালিঙ্গ্য ভূষিতঃ ।
নিরগাৎস্বগৃহাত্তস্মাত্তীর্থয়াত্রার্থমুদ্যতঃ ॥ ২৭॥

নির্গতঃ স্বপুরাৎপৌরৈস্তূর্যঘোষেণ বাদিতঃ ।
পীয়মানঃ পুরস্ত্রীণাং নেত্রৈর্ভৃঙ্গৌঘভঙ্গুরৈঃ ॥ ২৮॥

গ্রামীণললনালোলহস্তপদ্মাপনোদিতৈঃ ।
লাজবর্ষৈর্বিকীর্ণাত্মা হিমৈরিব হিমাচলঃ ॥ ২৯॥

আবর্জয়ন্বিপ্রগণানপরিশৃণ্বনপ্রজাশিষঃ ।
আলোকয়ন্দিগন্তাংশ্চ পরিচক্রাম জাঙ্গলান্ ॥ ৩০॥

অথারভ্য স্বকাত্তস্মাৎক্রমাৎকোশলমণ্ডলাৎ ।
স্নানদানতপোধ্যানপূর্বকং স দদর্শ হ ॥ ৩১॥

নদীতীরাণি পুণ্যানি বনান্যায়তনানি চ
জঙ্গলানি জনান্তেষু তটান্যব্ধিমহীভৃতাম্ ॥ ৩২॥

মন্দাকিনীমিন্দুনিভাং কালিন্দীং চোৎপলামলাম্ ।
সরস্বতীং শতদ্রুং চ চন্দ্রাভাগামিরাবতীম্ ॥ ৩৩॥

বেণীং চ কৃষ্ণবেণীং চ নির্বিন্ধ্যাং সরয়ূং তথা ।
চর্মণ্বতীং বিতস্তাং চ বিপাশাং বাহুদামপি ॥ ৩৪॥

প্রয়াগং নৈমিষং চৈব ধর্মারণ্যং গয়াং তথা ।
বারাণসীং শ্রীগিরিং চ কেদারং পুষ্করং তথা ॥ ৩৫॥

মানসং চ ক্রমসরস্তথৈবোত্তরমানসম্ ।
বডবাবদনং চৈব তীর্থবৃন্দং স সাদরম্ ॥ ৩৬॥

অগ্নিতীর্থং মহাতীর্থমিন্দ্রদ্যুম্নসরস্তথা ।
সরাংসি সরিতশ্চৈব তথা নদহ্রদাবলীম্ ॥ ৩৭॥

স্বামিনং কার্তিকেয়ং চ শালগ্রামং হরিং তথা ।
স্থানানি চ চতুঃষষ্টিং হরেরথ হরস্য চ ॥ ৩৮॥

নানাশ্চর্যবিচিত্রাণি চতুরব্ধিতটানি চ ।
বিন্ধ্যমন্দরকুঞ্জাংশ্চ কুলশৈলাস্থলানি চ ॥ ৩৯॥

রাজর্ষীণাং চ মহতাং ব্রহ্মর্ষীণাং তথৈব চ ।
দেবানাং ব্রাহ্মণানাং চ পাবনানাশ্রমাঞ্শুভান্ ॥ ৪০॥

ভূয়োভূয়ঃ স বভ্রাম ভ্রাতৃভ্যাং সহ মানদঃ ।
চতুর্ষ্বপি দিগন্তেষু সর্বানেব মহীতটান্ ॥ ৪১॥

অমরকিন্নরমানবমানিতঃ
সমবলোক্য মহীমখিলামিমাম্ ।
উপয়যৌ স্বগৃহং রঘুনন্দনো
বিহৃতদিক্ শিবলোকমিবেশ্বরঃ ॥ ৪২॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদবাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে
বৈরাগ্যপ্রকরণে তীর্থয়াত্রাপ্রকরণং নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩॥

চতুর্থঃ সর্গঃ

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ ।

রামঃ পুষ্পাঞ্জলিব্রাতৈর্বিকীর্ণঃ পুরবাসিভিঃ ।
প্রবিবেশ গৃহং শ্রীমাঞ্জয়ন্তো বিষ্টপং যথা ॥ ১॥

প্রণনামাথ পিতরং বসিষ্ঠং ভ্রাতৃবান্ধবান্ ।
ব্রাহ্মণানকুলবৃদ্ধাংশ্চ রাঘবঃ প্রথমাগতঃ ॥ ২॥

সুহৃদ্ভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈব পিত্রা দ্বিজগণেন চ ।
মুহুরালিঙ্গিতাচারো রাঘবো ন মমৌ মুদা ॥ ৩॥

তস্মিন্গৃহে দাশরথেঃ প্রিয়প্রকথনৈর্মিথঃ ।
জুঘুর্ণুর্মধুরৈরাশা মৃদুবংশস্বনৈরিব ॥ ৪॥

বভূবাথ দিনান্যষ্টৌ রামাগমন উৎসবঃ ।
সুখং মত্তজনোন্মুক্তকলকোলাহলাকুলঃ ॥ ৫॥

উবাস স সুখং গেহে ততঃ প্রভৃতি রাঘবঃ ।
বর্ণয়ন্বিবিধাকারান্দেশাচারানিতস্ততঃ ॥ ৬॥

প্রাতরুত্থায় রামোঽসৌ কৃত্বা সন্ধ্যাং যথাবিধি ।
সভাসংস্থং দদর্শেন্দ্রসমং স্বপিতরং তথা ॥ ৭॥

কথাভিঃ সুবিচিত্রাভিঃ স বসিষ্ঠাদিভিঃ সহ ।
স্থিত্বা দিনচতুর্ভাগং জ্ঞানগর্ভাভিরাদৃতঃ ॥ ৮॥

জগাম পিত্রানুজ্ঞাতো মহত্যা সেনয়া বৃতঃ ।
বরাহমহিষাকীর্ণং বনমাখেটকেচ্ছয়া ॥ ৯॥

তত আগত্য সদনে কৃত্বা স্নানাদিকং ক্রমম্ ।
সমিত্রবান্ধবো ভুক্ত্বা নিনায় সসুহৃন্নিশাম্ ॥ ১০॥

এবম্প্রায়দিনাচারো ভ্রাতৃভ্যাং সহ রাঘব ।
আগত্য তীর্থযাত্রায়াঃ সমুবাস পিতুর্গৃহে ॥ ১১॥

নৃপতিসংব্যবহারমনোজ্ঞয়া
সুজনচেতসি চন্দ্রিকয়ানয়া ।
পরিনিনায় দিনানি স চেষ্টয়া
স্তুতসুধারসপেশলয়াঽনঘ ॥ ১২॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদবাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে
বৈরাগ্যপ্রকরণে দিবসব্যবহারনিরূপণং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪॥

পনঞ্চম সর্গঃ

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ ।

অথোনুষোডশে বর্ষে বর্তমানে রঘূদ্বহে ।
রামানুয়ায়িনি তথা শত্রুঘ্নে লক্ষ্মণেঽপি চ ॥ ১॥

ভরতে সংস্থিতে নিত্যং মাতামহগৃহে সুখম্ ।
পালয়ত্যবনিং রাজ্ঞি যথাবদখিলামিমাম্ ॥ ২॥

জন্যত্রার্থং চ পুত্রাণাং প্রত্যহং সহ মন্ত্রিভিঃ ।
কৃতমন্ত্রে মহাপ্রাজ্ঞে তজ্জ্ঞে দশরথে নৃপে ॥ ৩॥

কৃতায়াং তীর্থয়াত্রায়াং রামো নিজগৃহে স্থিতম্ ।
জগামানুদিনং কার্শ্যং শরদীবামলং সরঃ ॥ ৪॥

কুমারস্য বিশালাক্ষং পাণ্ডুতাং মুখমাদদে ।
পাকফুল্লদলং শুক্লং সালিমালমিবাম্বুজম্ ॥ ৫॥

কপোলতলসংলীনপাণিঃ পদ্মাসনস্থিতঃ ।
চিন্তাপরবশস্তূষ্ণীমব্যাপারো বভূব হ ॥ ৬॥

কৃশাঙ্গশ্চিন্তয়া যুক্তঃ খেদী পরমদুর্মনাঃ ।
নোবাচ কস্যচিৎকিঞ্চিল্লিপিকর্মার্পিতোপমঃ ॥ ৭॥

খেদাৎপরিজনেনাসৌ প্রার্থ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ।
চকারাহ্নিকমাচারং পরিম্লানমুখাম্বুজঃ ॥ ৮॥

এবঙ্গুণবিশিষ্টং তং রামং গুণগণাকরম্ ।
আলোক্য ভ্রাতরাবস্য তামেবায়যতুর্দশাম্ ॥ ৯॥

তথা তেষু তনুজেষুখেদবৎসু কৃশেষু চ ।
সপত্নিকো মহীপালশ্চিন্তাবিবশতাং যযৌ ॥ ১০॥

কা তে পুত্র ঘনা চিন্তেত্যেবং রামং পুনঃ পুনঃ ।
অপৃচ্ছৎস্নিগ্ধয়া বাচা নৈবাকথয়দস্য সঃ ॥ ১১॥

ন কিঞ্চিত্তাত মে দুঃখমিত্যুক্ত্বা পিতুরঙ্কগঃ ।
রামো রাজীবপত্রাক্ষস্তূষ্ণীমেব স্ম তিষ্ঠতি ॥ ১২॥

ততো দশরথো রাজা রামঃ কিং খেদবানিতি ।
অপৃচ্ছৎসর্বকার্যজ্ঞং বসিষ্ঠং বদতাং বরম্ ॥ ১৩॥

ইত্যুক্তশ্চিন্তয়িত্বা স বসিষ্ঠমুনিনা নৃপঃ ।
অস্ত্যত্র কারণং শ্রীমন্মা রাজন্দুঃখমস্তু তে ॥ ১৪॥

কোপং বিষাদকলনাং বিততং চ হর্ষং
        নাল্পেন কারণবশেন বহন্তি সন্তঃ ।
সর্গেণ সংহৃতিজবেন বিনা জগত্যাং
        ভূতানি ভূপ ন মহান্তি বিকারবন্তি ॥ ১৫॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদবাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে
বৈরাগ্যপ্রকরণে কার্শ্যনিবেদনং নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ ।

ইত্যুক্তে মুনিনাথেন সন্দেহবতি পার্থিবে ।
খেদবত্যাস্থিতে মৌনং কিঞ্চিৎকালপ্রতীক্ষণে ॥ ১॥

পরিখিন্নাসু সর্বাসু রাজ্ঞীষু নৃপসদ্মসু ।
স্থিতাসু সাবধানাসু রামচেষ্টাসু সর্বতঃ ॥ ২॥

এতস্মিন্নেব কালে তু বিশ্বামিত্র ইতি শ্রুতঃ ।
মহর্ষিরভ্যগাদ্দ্রষ্টুং তমযোধ্যানরাধিপম্ ॥ ৩॥

তস্য যজ্ঞোঽথ রক্ষোভিস্তথা বিলুলুপে কিল ।
মায়াবীর্যবলোন্মত্তৈর্ধর্মকার্যস্য ধীমতঃ ॥ ৪॥

রক্ষার্থং তস্য যজ্ঞস্য দ্রষ্টুমৈচ্ছৎস পার্থিবম্ ।
নহি শক্তোত্যবিঘ্নেন সমাপ্তুং স মুনিঃ ক্রতুম্ ॥ ৫॥

ততস্তেষাং বিনাশার্থমুদ্যতস্তপসাং নিধিঃ ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা অয়োধ্যামভ্যগাৎপুরীম্ ॥ ৬॥

স রাজ্ঞো দর্শনাকাঙ্ক্ষী দ্বারাধ্যক্ষানুবাচ হ ।
শীঘ্রমাখ্যাত মাং প্রাপ্তং কৌশিকং গাধিনঃ সুতম্ ॥ ৭॥

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দ্বাস্থা রাজগৃহং যয়ুঃ ।
সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্বে তেন বাক্যেন চোদিতাঃ ॥ ৮॥

তে গত্বা রাজসদনং বিশ্বামিত্রমৃষিং ততঃ ।
প্রাপ্তমাবেদয়ামাসুঃ প্রতীহারাঃ পতেস্তদা ॥ ৯॥

অথাস্থানগতং ভূপং রাজমণ্ডলমালিনম্ ।
সমুপেত্য ত্বরাযুক্তো যাষ্টীকোঽসৌ ব্যজিজ্ঞপৎ ॥ ১০॥

দেব দ্বারি মহাতেজা বালভাস্করভাসুরঃ ।
জ্বালারুণজটাজূটঃ পুমাঞ্শ্রীমানবস্থিতঃ ॥ ১১॥

সভাসুরাপতাকান্তং সাশ্বেভপুরুষায়ুধম্ ।
কৃতবাংস্তং প্রদেশং যস্তেজোভিঃ কীর্ণকাঞ্চনম্ ॥ ১২॥

বীক্ষ্যমাণে তু যাষ্টিকে নিবেদয়তি রাজনি ।
বিশ্বামিত্রো মুনিঃ প্রাপ্ত ইত্যনুদ্ধতয়া গিরা ॥ ১৩॥

ইতি যাষ্টীকবচনমাকর্ণ্য নৃপসত্তমঃ ।
স সমন্ত্রী সসামন্তঃ প্রোত্তস্থৌ হেমবিষ্টরাৎ ॥ ১৪॥

পদাতিরেব সহসা রাজ্ঞাং বৃন্দেন মালিতঃ ।
বসিষ্ঠবামদেবাভ্যাং সহ সামন্তসংস্তুতঃ ॥ ১৫॥

জগাম তত্র যত্রাসৌ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
দদর্শ মুনিশার্দূলং দ্বারভূমাববস্থিতম্ ॥ ১৬॥

কেনাপি কারণেনোর্বীতলমর্কমুপাগতম্ ।
ব্রাহ্মেণ তেজসাক্রান্তং ক্ষাত্রেণ চ মহৌজসা ॥ ১৭॥

জরাজরঠয়া নিত্যং তপঃপ্রসররূক্ষয়া ।
জটাবল্যা বৃতস্কন্ধং সসন্ধ্যাভ্রমিবাচলম্ ॥ ১৮॥

উপশান্তং চ কান্তং চ দীপ্তমপ্রতিঘাতি চ ।
নিভৃতং চোর্জিতাকারং দধানং ভাস্বরং বপুঃ ॥ ১৯॥

পেশলেনাতিভীমেন প্রসন্নেনাকুলেন চ ।
গম্ভীরেণাতিপুর্ণেন তেজসা রঞ্জিতপ্রভম্ ॥ ২০॥

অনন্তজীবিতদশাসখীমেকামনিন্দিতাম্ ।
ধারয়ন্তং করে শ্লক্ষ্ণাং কুণ্ডীমম্লানমানসম্ ॥ ২১॥

করুণাক্রান্তচেতস্ত্বাৎপ্রসন্নৈর্মধুরাক্ষরৈঃ ।
বীক্ষণৈরমৃতেনেব সংসিঽচন্তমিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২২॥

যুক্তোয়জ্ঞোপবীতাঙ্গং ধবলপ্রোন্নতভ্রুবম্ ।
অনন্তং বিস্ময়ং চান্তঃ প্রয়চ্ছন্তমিবেক্ষিতুঃ ॥ ২৩॥

মুনিমালোক্য ভূপালো দূরাদেবানতাকৃতিঃ ।
প্রণনাম গলন্মৌলিমণিমানিতভূতলম্ ॥ ২৪॥

মুনিরপ্যবনীনাথং ভাস্বানিব শতক্রতুম্ ।
তত্রাভিবাদয়াঞ্চক্রে মধুরোদারয়া গিরা ॥ ২৫॥

ততো বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর এব দ্বিজাতয়ঃ ।
স্বাগতাদিক্রমেণৈনং পূজয়ামাসুরাদৃতাঃ ॥ ২৬॥

দশরথ উবাচ ।

অশঙ্কিতোপনীতেন ভাস্বতা দর্শনেন তে ।
সাধো স্বনুগৃহীতাঃ স্মো রবিণেবাম্বুজাকরাঃ ॥ ২৭॥

যদনাদি যদক্ষুণ্ণং যদপায়বিবর্জিতম্ ।
তদানন্দসুখং প্রাপ্তং ময়া ত্বদ্দর্শমাত্মনে ॥ ২৮॥

অদ্য বর্তামহে নূনং ধন্যানাং ধুরি ধর্মতঃ ।
ভবদাগমনস্যেমে যদ্বয়ং লক্ষ্যমাগতাঃ ॥ ২৯॥

এবং প্রকথয়ন্তোঽত্র রাজানোঽথ মহর্ষয়ঃ ।

আসনেষু সভাস্থানমাসাদ্য সমুপাবিশন্ ॥ ৩০॥

স দৃষ্ট্বা মালিতং লক্ষ্ম্যাভীতস্তমৃষিসত্তমম্ ।
প্রহৃষ্টবদনো রাজা স্বয়মর্ঘ্যং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩১॥

স রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্যার্ঘ্যং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা ।
প্রদক্ষিণং প্রকুর্বন্তং রাজানং পর্যপূজয়ৎ ॥ ৩২॥

স রাজা পূজিতস্তেন প্রহৃষ্টবদনস্তদা ।
কুশলং চাব্যযং চৈব পর্যপৃচ্ছন্নরাধিপম্ ॥ ৩৩॥

বসিষ্ঠেন সমাগম্য প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ ।
যথার্হং চার্চয়িত্বৈনং পপ্রচ্ছানাময়ং ততঃ ॥ ৩৪॥

ক্ষণং যথার্হমন্যোন্যং পূজয়িত্বা সমেত্য চ ।
তে সর্বে হৃষ্টমনসো মহারাজনিবেশনে ॥ ৩৫॥

যতোচিতাসনগতা মিথঃ সংবৃদ্ধতেজসঃ ।
পরস্পরেণ পপ্রচ্ছুঃ সর্বেঽনাময়মাদরাৎ ॥ ৩৬॥

উপবিষ্টায় তস্মৈ স বিশ্বামিত্রায় ধীমতে ।
পাদ্যমর্ঘ্যং চ গাং চৈব ভূয়োভূয়ো ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩৭॥

অর্চয়িত্বা তু বিধিবদ্বিশ্বামিত্রমভাষত ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রয়তো বাক্যমিদং প্রীতমানা নৃপঃ ॥ ৩৮॥

যথাঽমৃতস্য সম্প্রাপ্তির্যথা বর্ষমবর্ষকে ।
যথান্ধস্যেক্ষণপ্রাপ্তির্ভবদাগমনং তথা ॥ ৩৯॥

যথেষ্টদারসম্পর্কাৎপুত্রজন্মাঽপ্রজাবতঃ ।
স্বপ্নদৃষ্টার্থলাভশ্চ ভবদাগমনং তথা ॥ ৪০॥

যথেপ্সিতেন সংয়োগ ইষ্টস্যাগমনং যথা ।
প্রণষ্টস্য যথা লাভো ভবদাগমনং তথা ॥ ৪১॥

যথা হর্ষো নভোগত্যা মৃতস্য পুনরাগমাৎ ।
থথা ত্বদাগমাদ্ব্রহ্মন্স্বাগতং তে মহামুনে ॥ ৪২॥

ব্রহ্মলোকনিবাসো হি কস্য ন প্রীতিমাবহেৎ ।
মুনে তবাগমস্তদ্বৎসত্যমেব ব্রবীমি তে ॥ ৪৩॥

কশ্চ তে পরমঃ কামঃ কিং চ তে করবাণ্যহম্ ।
পাত্রভূতোঽসি মে বিপ্র প্রাপ্তঃ পরমধার্মিকঃ ॥ ৪৪॥

পূর্বং রাজর্ষিশব্দেন তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ।
ব্রহ্মর্ষিত্বমনুপ্রাপ্তঃ পূজ্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ৪৫॥

গঙ্গাজলভিষেকেণ যথা প্রীতির্ভবেন্মম ।

তথা ত্বদ্দর্শনাৎপ্রীতিরন্তঃ শীতয়তীব মাম্ ॥ ৪৬॥

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো বীতরাগো নিরাময়ঃ ।
ইদমত্যদ্ভুতং ব্রহ্মন্যদ্বান্মামুপাগতঃ । । ৪৭॥

শুভক্ষেত্রগতং চাহমাত্মানমপকল্মষম্ ।
চন্দ্রমিম্ব ইবোন্মগ্নং বেদবেদ্য বিদাংবর ॥ ৪৮॥

সাক্ষাদিব ব্রহ্মণো মে তবাভাগমনং মতম্ ।
পূতোঽস্ম্যনুগৃহীতশ্চ তবাভ্যাগমনাং মুনে ॥ ৪৯॥

ত্বদাগমনপুণ্যেন সাধো যদনুরঞ্জিতম্ ।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতং তৎসুজীবিতম্ ॥ ৫০॥

ত্বামিহাভ্যাগতং দৃষ্ট্বা প্রতিপূজ্য প্রণম্য চ ।
আত্মন্যেব নমাম্যন্তর্দৃষ্ট্বেন্দুং জলধির্যথা ॥ ৫১॥

যৎকার্যং যেন বার্থেন প্রাপ্তোঽসি মুনিপুঙ্গব ।
কৃতমিত্যেব তদ্বিদ্ধি মান্যোঽসীতি সদা মম ॥ ৫২॥

স্বকার্যে ন বিমর্শং ত্বং কর্তুমর্হসি কৌশিক ।
ভগবন্নাস্ত্যদেয়ং মে ত্বয়ি যৎপ্রতিপদ্যতে ॥ ৫৩॥

কার্যস্য ন বিচারং ত্বং কর্তুমর্হসি ধর্মতঃ ।
কর্তা চাহমশেষং তে দৈবতং পরমং ভবান্ ॥ ৫৪॥

ইদমতিমধুরং নিশম্য বাক্যং
শ্রুতিসুখমাত্মবিদা বিনীতমুক্তম্ ।
প্রথিতগুণয়শা গুণৈর্বিশিষ্টং
মুনিবৃষভঃ পরমং জগাম হর্ষম্ ॥ ৫৫॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদবাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে
বৈরাগ্যপ্রকরণে বিশ্বামিত্রাভ্যাগমনং নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬

সপ্তমঃ সর্গঃ

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা রাজসিংহস্য বাক্যমদ্ভুতবিস্তরম্ ।
হৃষ্টমানো মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত ॥ ১॥

সদৃশং রাজশার্দূল তবৈবৈতন্মহীতলে ।
মহাবংশপ্রসূতস্য বসিষ্ঠবশবর্তিনঃ ॥ ২॥

যত্তু মে হৃদ্গতং বাক্যং তস্য কার্যবিনির্ণয়ম্ ।
কুরু ত্বং রাজশার্দূল ধর্মং সমনুপালয় ॥ ৩॥

অহং ধর্মং সমাতিষ্ঠে সিদ্ধ্যর্থং পুরুষর্ষভ ।
তস্য বিঘ্নকরা ঘোরা রাক্ষসা মম সংস্থিতাঃ ॥ ৪॥

যদা যদা তু যজ্ঞেন যজেঽহং বিবুধব্রজান্ ।
তদা তদা তু মে যজ্ঞং বিনিঘ্নন্তি নিশাচরাঃ ॥ ৫॥

বহুশো বিহিতে তস্মিন্ময়া রাক্ষসনায়কাঃ ।
অকিরস্তে মহীং যাগে মাংসেন রুধিরেণ চ ॥ ৬॥

অবধূতে তথাভূতে তস্মিন্যাগকদম্বকে ।
কৃতশ্রমো নিরুৎসাহস্তস্মাদ্দেশাদুপাগতঃ ॥ ৭॥

ন চ মে ক্রোধমুৎস্রষ্টুং বুদ্ধির্ভবতি পার্থিব ।
তথাভূতং হি তৎকর্ম ন শাপস্তস্য বিদ্যতে ॥ ৮॥

ঈদৃশী যজ্ঞদীক্ষা সা মম তস্মিন্মহাক্রতৌ ।
ত্বৎপ্রসাদাদবিঘ্নেনপ্রাপয়েয়ং মহাফলম্ ॥ ৯॥

ত্রাতুমর্হসি মামার্তং শরণার্থিনমাগতম্ ।
অর্থিনাং যন্নিরাশত্বং সত্তমেঽভিভবো হি সঃ ॥ ১০॥

তবাস্তি তনয়ঃ শ্রীমান্দৃপ্তশার্দূলবিক্রমঃ ।
মহেন্দ্রসদৃশো বীর্যে রামো রক্ষোবিদারণঃ ॥ ১১॥

তং পুত্রং রাজশার্দূল রামং সত্যপরাক্রমম্ ।
কাকপক্ষধরং শূরং জ্যেষ্ঠং মে দাতুমর্হসি ॥ ১২॥

শক্তো হ্যেষ ময়া গুপ্তো দিব্যেন স্বেন তজসা ।
রাক্ষসা যেঽপকর্তারস্তেষাং মূর্ধবিনিগ্রহে ॥ ১৩॥

শ্রেয়শ্চাস্য করিষ্যামি বহুরূপমনন্তকম্ ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং যেন পূজ্যো ভবিষ্যতি ॥ ১৪॥

ন চ তে রামমাসাদ্য স্থাতুং শক্তা নিশাচরাঃ ।
ক্রুদ্ধং কেসরিণং দৃষ্ট্বা বনরেণ ইবৈণকাঃ ॥ ১৫॥

তেষাং ন চান্যঃ কাকুস্থাদ্যোদ্ধুমুৎসহতে পুমান্ ।
ঋতে কেসরিণঃ ক্রুদ্ধান্মত্তানাং করিণামিব ॥ ১৬॥

বীর্যোৎসিক্তা হি তে পাপাঃ কালকূটোপমা রণে ।
খর্দূষণয়োর্ভৃত্যাঃ কৃতান্তাঃ কুপিতা ইব ॥ ১৭॥

রামস্য রাজশার্দূল সহিষ্যন্তে ন সায়কান্ ।
অনারতগতা ধারা জলদস্যেব পাংসবঃ ॥ ১৮॥

ন চ পুত্রকৃতং স্নেহং কর্তুমর্হসি পার্থিব ।
ন তদস্তি জগত্যস্মিন্যন্ন দেয়ং মহাত্মনাম্ ॥ ১৯॥

হন্ত নূনং বিজানামি হতাংস্তান্বিদ্ধি রাক্ষসান্ ।
নহ্যস্মদাদয়ঃ প্রাজ্ঞাঃ সন্দিগ্ধে সম্প্রবৃত্তয়ঃ ॥ ২০॥

অহং বেদ্মি মহাত্মানং রামং রাজীবলোচনম্ ।
বসিষ্ঠশ্চ মহাতেজা যে চান্যে দীর্ঘদর্শিনঃ ॥ ২১॥

যদি ধর্মো মহত্ত্বং চ যশস্তে মনসি স্থিতম্ ।
তন্মহ্যং সমভিপ্রেতমাত্মজং দাতুমর্হসি ॥ ২২॥

দশরাত্রশ্চ মে যজ্ঞো যস্মিন্রামেণ রাক্ষসাঃ ।
হন্তব্যা বিঘ্নকর্তারো মম যজ্ঞস্য বৈরিণঃ ॥ ২৩॥

অত্রাপ্যনুজ্ঞাং কাকুৎস্থ দদতাং তব মন্ত্রিণঃ ।
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে তেন রামং বিসর্জয় ॥ ২৪॥

নাত্যেতি কালঃ কালজ্ঞ যথায়ং মম রাঘব ।
তথা কুরুষ্ব ভদ্রং তে মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ২৫॥

কার্যমণ্বপি কালে তু কৃতমেত্যুপকারতাম্ ।
মহদপ্যুপকারোঽপি রিক্ততামেত্যকালতঃ ॥ ২৬॥

ইত্যেবমুক্ত্বা ধর্মাত্মা ধর্মার্থসহিতং বচঃ ।
বিররাম মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মুনিশ্বরঃ ॥ ২৭॥

শ্রুত্বা বচো মুনিবরস্য মহানুভাব-
স্তূষ্ণীমতিষ্ঠদুপপন্নপদং স বক্তুম্ ।
নো যুক্তিযুক্তকথনেন বিনৈতি তোষং
ধীমানপূরিতমনোঽভিমতশ্চ লোকঃ ॥ ২৮॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে
বৈরাগ্যপ্রকরণে বিশ্বামিত্রবাক্যং নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭

অষ্টমঃ সর্গঃ

বাল্মীকিরুবাচ

তচ্ছ্রুত্বা রাজশার্দূলো বিশ্বামিত্রস্য ভাষিতম্ ।
মুহূর্তমাসীন্নিশ্চেষ্টঃ সদেন্য চেতমব্রবীৎ ॥ ১॥

ঊনষোডশবর্ষোঽয়ং রামো রাজীবলোচনঃ ।
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ ॥ ২॥

ইয়মক্ষৌহিণী পূর্ণা যস্যাঃ পতিরহং প্রভো ।
তয়া পরিবৃতো যুদ্ধং দাস্যামি পিশিতাশিনাম্ ॥ ৩॥

ইমে হি শূরা বিক্রান্তা ভৃত্যা মন্ত্রবিশারদাঃ ।
অহং চৈষাং ধনুষ্পাণির্গোপ্তা সমরমূর্ধনি ॥ ৪॥

এভিঃ সহৈব বীরাণাং মহেন্দ্রমহতামপি ।
দদামি যুদ্ধং মত্তানাং করিণামিব কেসরী ॥ ৫॥

বালো রামস্ত্বনীকেষু ন জানাতি বলাবলম্ ।
অন্তঃপুরাদৃতে দৃষ্টা নানেনান্যা রণাবনিঃ ॥ ৬॥

ন শস্ত্রৈঃ পরমৈর্যুক্তো ন চ যুদ্ধবিশারদঃ ।
নবাস্ত্রৈঃ শূতকোটিনাং তজ্জ্ঞঃ সমরভূমিষু ॥ ৭॥

কেবলং পুষ্পখণ্ডেষু নগরোপবনেষু চ ।
উদ্যানবনকুঞ্জেষু সদৈব পরিশীলনম্ ॥ ৮॥

বিবর্তুমেষ জানাতি সহ রাজকুমারকৈঃ ।
কীর্ণপুষ্পোপহারাসু স্বকাস্বজিরভূমিষু ॥ ৯॥

অদ্য ত্বতিতরাং ব্রহ্মন্মম ভাগ্যবিপর্যযাৎ ।
হিমেনেব হি পদ্মাভঃ সম্পন্নো হরিণঃ কৃশঃ ॥ ১০॥

নাত্তুমন্নানি শক্নোতি ন বিহর্তুং গৃহাবনিম্ ।
অন্তঃখেদপরীতাত্মা তূষ্ণীং তিষ্ঠতি কেবলম্ ॥ ১১॥

সদারঃ সহভৃত্যোঽহং তৎকৃতে মুনিনায়ক ।
শরদীব পয়োবাহো নূনং নিঃসারতাং গতঃ ॥ ১২॥

ঈদৃশোঽসৌ সুতো বাল আধিনাঽথ বশীকৃতঃ ।
কথং দদামি তং তুভ্যং যোদ্ধুং সহ নিশাচরৈঃ ॥ ১৩॥

অপি বালাঙ্গনাসঙ্গাদপি সাধো সুধারসাৎ ।
রাজ্যাদপি সুখায়ৈব পুত্রস্নেহো মহামতে ॥ ১৪॥

যে দুরন্তা মহারম্ভাস্ত্রিষু লোকেষু খেদদাঃ ।
পুত্রস্নেহেন সন্তোঽপি কুর্বতে তানসংশয়ম্ ॥ ১৫॥

অসবোঽথ ধনং দারাস্ত্যজ্যন্তে মানবৈঃ সুখম্ ।
ন পুত্রো মুনিশার্দূল স্বভাবো হ্যেষ জন্তুষু ॥ ১৬॥

রাক্ষসাঃ ক্রূরকর্মাণঃ কূটযুদ্ধবিশারদাঃ ।
রামস্তান্যোধয়ত্বিত্থং যুক্তিরেবাতিদুঃসহা ॥ ১৭॥

বিপ্রযুক্তো হি রামেণ মুহূর্তমপি নোৎসহে ।
জীবিতুং জীবিতাকাঙ্ক্ষী ন রামং নেতুমর্হসি ॥ ১৮॥

নববর্ষসহস্রাণি মম জাতস্য কৌশিক ।
দুঃখেনোৎপাদিতাস্ত্যেতে চত্বারঃ পুত্রকা ময়া ॥ ১৯॥

প্রধানভূতস্তেষ্বেব রামঃ কমললোচনঃ ।
তং বিনেহ ত্রয়োঽপ্যন্যে ধারয়ন্তি ন জীবিতম্ ॥ ২০॥

স এব রামো ভবতা নীয়তে রাক্ষসান্প্রতি ।
যদি তৎপুত্রহীনং ত্বং মৃতমেবাশু বিদ্ধি মাম্ ॥ ২১॥

চতুর্ণামাত্মজানাং হি প্রীতিরত্রৈব মে পরা ।
জ্যেষ্ঠং ধর্মময়ং তস্মান্ন রামং নেতুমর্হসি ॥ ২২॥

নিশাচরবলং হন্তুং মুনে যদি তবেপ্সিতম্ ।
চতুরঙ্গসমাযুক্তং ময়া সহ বলং নয় ॥ ২৩॥

কিংবীর্যা রাক্ষসাস্তে তু কস্য পুত্রাঃ কথং চ তে ।
কিয়ৎপ্রমাণাঃ কে চৈব ইতি বর্ণয় মে স্ফুটম্ ॥ ২৪॥

কথং তেন প্রকর্তব্যং তেষাং রামেণ রক্ষসাম্ ।
মামকৈর্বালকৈর্ব্রহ্মন্ময়া বা কূটযোধিনাম্ ॥ ২৫॥

সর্বং মে শংস ভগবন্যথা তেষাং মহারণে ।
স্থাতব্যং দুষ্টভাগ্যানাং বীর্যোৎসিক্তা হি রাক্ষসাঃ ॥ ২৬॥

শ্রূয়তে হি মহাবীর্যো রাবণো নাম রাক্ষসঃ ।
সাক্ষাদ্বৈশ্রবণভ্রাতা পুত্রো বিশ্রবসো মুনেঃ ॥ ২৭॥

স চেত্তব মখে বিঘ্নং করোতি কিল দুর্মতিঃ ।
তৎসঙ্গ্রামে ন শক্তাঃ স্মো বয়ং তস্য দুরাত্মনঃ ॥ ২৮॥

কালে কালে পৃথগ্ব্রহ্মন্ভূরিবীর্যবিভূতয়ঃ ।
ভূতেষ্বভ্যুদয়ং যান্তি প্রলীয়তে চ কালতঃ ॥ ২৯॥

অদ্যাস্মিংস্তু বয়ং কাল রাবণাদিষু শত্রুষু ।
ন সমর্থাঃ পুরঃ স্থাতুং নিয়তেরেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ৩০॥

তস্মাৎপ্রসাদং ধর্মজ্ঞ কুরু ত্বং মম পুত্রকে ।
মম চৈবাল্পভাগ্যস্য ভবানিহ পরদৈবতম্ ॥ ৩১॥

দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষাঃ পতগপন্নগাঃ ।
নশক্তা রাবণং যোদ্ধুং কিং পুনঃ পুরুষা যুধি ॥ ৩২॥

মহাবীর্যবতাং বীর্যমাদত্তে যুধি রাক্ষসঃ ।
তেন সার্ধং ন শক্তাঃ স্ম সংযুগে তস্য বালকৈঃ ॥ ৩৩॥

অয়মন্যতমঃ কালঃ পেলবীকৃতসজ্জনঃ ।
রাঘবোঽপি গতো দৈন্যং যতো বার্ধকজর্জরঃ ॥ ৩৪॥

অথবা লবণং ব্রহ্মন্যজ্ঞঘ্নং তং মধোঃ সুতম্ ।
কথয়ত্বসুরপ্রখ্যং নৈব মোক্ষ্যামি পুত্রকম্ ॥ ৩৫॥

সুন্দোপসুন্দয়োশ্চৈব পুত্রৌ বৈবস্বতোপমৌ ।
যজ্ঞবিঘ্নকরৌ ব্রূহি ন তে দাস্যামি পুত্রকম্ ॥ ৩৬॥

অথ নেষ্যসি চেত্ত্বস্মাংস্তদ্ধতোঽস্ম্যহমেব তে ।
অন্যথা তু ন পশ্যামি শাশ্বতং জয়মাত্মনঃ ॥ ৩৭॥

ইত্যুক্ত্বা মৃদু বচনং রঘূদ্বহোঽসৌ
        কল্লোলে মুনিমতসংশয়ে নিমগ্নঃ ।
নাজ্ঞাসীৎক্ষণমপি নিশ্চয়ং মহাত্মা
        প্রোদ্বীচাবিব জলধৌ স মুহ্যমানঃ ॥ ৩৮॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে
বৈরাগ্যপ্রকরণে দশরথবাক্যং নাম অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮॥

নবমঃ সর্গঃ

বাল্মীকিরুবাচ

তচ্ছুত্বা বচনং তস্য স্নেহপর্যাকুলেক্ষণম্ ।
সমন্যুঃ কৌশিকো বাক্যং প্রত্যুবাচ মহীপতিম্ ॥ ১॥

করিষ্যামিতি সংশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হাতুমর্হসি ।
স ভবান্কেসরী ভূত্বা মৃগতামিব বাঞ্ছসি ॥ ২॥

রাঘবাণাময়ুক্তোঽয়ং কুলস্যাস্য বিপর্যযঃ ।
ন কদাচন জায়ন্তে শীতাংশোরুষ্ণরশ্ময়ঃ ॥ ৩॥

যদি ত্বং ন ক্ষমো রাজন্গমিষ্যামি যথাগতম্ ।
হীনপ্রতিজ্ঞ কাকুৎস্থ সুখী ভব সবান্ধবঃ ॥ ৪॥

বাল্মীকিরুবাচ

তস্মিন্কোপপরীতেঽথ বিশ্বামিত্রে মহাত্মনি ।
চচাল বসুধা কৃৎস্না সুরাংশ্চ ভয়মাবিশৎ ॥ ৫॥

ক্রোধাভিভূতং বিজ্ঞায় জগন্মিত্রং মহামুনিম্ ।
ধৃতিমান্সুব্রতো ধীমান্বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬॥

বসিষ্ঠ উবাচ ।

ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্ধর্ম ইবাপরঃ ।
ভবান্দশরথঃ শ্রীমাংস্ত্রৈলোক্যগুণভূষিতঃ ॥ ৭॥

ধৃতিমান্সুব্রতো ভূত্বা ন ধর্মং হাতুমর্হসি ।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো ধর্মেণ যশসা যুতঃ ॥ ৮॥

স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব ন ধর্মং হাতুমর্হসি ।
মুনেস্ত্রিভুবনেশস্য বচনং কর্তুমর্হসি ॥ ৯॥

করিষ্যামীতি সংশ্রুত্য তত্তে রাজন্নকুর্বতঃ ।
ইষ্টাপূর্তং হরেদ্ধর্মং তস্মাদ্রামং বিসর্জয় ॥ ১০॥

ইক্ষ্বাকুবংশজাতোঽপি স্বয়ং দশরথোঽপি সন্ ।
ন পালয়সি দেদ্বাক্যং কোঽপরঃ পালয়িষ্যতি ॥ ১১॥

যুষ্মদাদিপ্রণীতেন ব্যবহারেণ জন্তবঃ ।
মর্যাদাং ন বিমুঞ্চন্তি তাং ন হাতুং ত্বমর্হসি ॥ ১২॥

গুপ্তং পুরুষসিংহেন জ্বলনেনামৃতং যথা ।
কৃতাস্ত্রমকৃতাস্ত্রং বা নৈনং শক্ষ্যন্তি রাক্ষসাঃ ॥ ১৩॥

এষ বিগ্রহবান্ধর্ম এষ বীর্যবতাং বরঃ ।
এষ বুদ্ধ্যাঽধিকো লোকে তপসাং চ পরায়ণম্ ॥ ১৪॥

এষোঽস্ত্রং বিবিধং বেত্তি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।
নৈতদন্যঃ পুমান্বেত্তি ন চ বেৎস্যতি কশ্চন ॥ ১৫॥

ন দেবা নর্ষয়ঃ কেচিন্নাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ ।
ন নাগা যক্ষগন্ধর্বাঃ সমেতাঃ সদৃশা মুনেঃ ॥ ১৬॥

অস্ত্রমস্মৈ কৃশাশ্বেন পরৈঃ পরমদুর্জয়ম্ ।
কৌশিকায় পুরা দত্তং যদা রাজ্যং সমন্বগাৎ ॥ ১৭॥

তে হি পুত্রাঃ কৃশাশ্বস্য প্রজাপতিসুতোপমাঃ ।
এনমন্বচরন্বীরা দীপ্তিমন্তো মহৌজসঃ ॥ ১৮॥

জয়া চ সুপ্রভ চৈব দাক্ষায়ণ্যৌ সুমধ্যমে ।
তথোস্তু যান্যপত্যানি শতং পরমদুর্জয়ম্ ॥ ১৯॥

পঞ্চাশতং সুতাঞ্জজ্ঞে জয়া লব্ধবরা পুরা ।
বধার্থং সুরসৈন্যানাং তে ক্ষমাঃ কামচারিণঃ ॥ ২০॥

সুপ্রভা জনয়ামাস পুত্রান্পঞ্চাশতং পরান্ ।
সঙ্ঘর্ষান্নাম দুর্ধর্বান্দুরাকারান্বলীয়সঃ ॥ ২১॥

এবংবীর্যো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো জগন্মুনিঃ ।
ন রামগমনে বুদ্ধিং বিক্লবাং কর্তুমর্হসি ॥ ২২॥

অস্মিন্মহাসত্ত্বতমে মুনীন্দ্রে
　　স্থিতে সমীপে পুরুষস্য সাধো ।
প্রাপ্তেঽপি মৃত্যাবমরত্বমেতি
　　মা দীনতাং গচ্ছ যথা বিমূঢঃ ॥ ২৩॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে
বৈরাগ্যপ্রকরণে বসিষ্ঠসমাশ্বাসনং নাম নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯॥

দশমঃ সর্গঃ

বাল্মীকিরুবাচ

তথা বসিষ্ঠে ব্রুবতি রাজা দশরথঃ সুতম্ ।
সম্প্রহৃষ্টমনা রামমাজুহাব সলক্ষ্মণম্ ॥ ১॥

দশরথ উবাচ ।

প্রতিহার মহাবাহুং রামং সত্যপরাক্রমম্ ।
সলক্ষ্মণমবিঘ্নেন পুণ্যার্থং শীঘ্রমানয় ॥ ২॥

ইতি রাজ্ঞা বিসৃষ্টোঽসৌ গত্বান্তঃপুরমন্দিরম্ ।
মুহূর্তমাত্রেণাগত্য সমুবাচ মহীপতিম্ ॥ ৩॥

দেব দোর্দলিতাশেষরিপো রামঃ স্বমন্দিরে ।
বিমনাঃ সংস্থিতো রাত্রৌ ষট্পদঃ কমলে যথা ॥ ৪॥

আগচ্ছামি ক্ষণেনেতি বক্তি ধ্যায়তি চৈকতঃ ।
ন কস্যচিচ্ছ নিকটে স্থাতুমিচ্ছতি খিন্নধীঃ ॥ ৫॥

ইত্যুক্তস্তেন ভূপালস্তং রামানুচরং জনম্ ।
সর্বমাশ্বাসয়ামাস পপ্রচ্ছ চ যথাক্রমম্ ॥ ৬॥

কথং কীদৃগ্বিধো রাম ইতি পৃষ্টো মহীভৃতা ।
রামভৃত্যজনঃ খিন্নো বাক্যমাহ পহীপতিম্ ॥ ৭॥

দেহয়ষ্টিমিমাং দেব ধারয়ন্ত ইমে বয়ম্ ।
খিন্নাঃ খেদে পরিম্লানতনৌ রামে সুতে তব ॥ ৮॥

রামো রাজীবপত্রাক্ষো যতঃপ্রভৃতি চাগতঃ ।
সবিপ্রস্তীর্থযাত্রায়াস্ততঃপ্রভৃতি দুর্মনাঃ ॥ ৯॥

যত্নপ্রার্থনয়াস্মাকং নিজব্যাপারমাহ্নিকম্ ।
সোঽয়মাম্লানবদনঃ করোতি ন করোতি বা ॥ ১০॥

স্নানদেবার্চনাদানভোজনাদিষু দুর্মনাঃ ।
প্রার্থিতোঽপি হি নাতৃপ্তেরশ্রাত্যশনমীশ্বরঃ ॥ ১১॥

লোলান্তঃপুরনারীভিঃ কৃতদোলাভিরঙ্গণে ।
নচ ক্রীডতি লীলাভির্ধারাভিরিব চাতকঃ ॥ ১২॥

মাণিক্যমুকুলপ্রোতা কেয়ূরকটকাবলিঃ ।
নানন্দয়তিউ তং রাজন্দ্যৌঃ পাতবিষয়ং যথা ॥ ১৩॥

ক্রীডদ্বধূবিলোকেষু বহৎকুসুমবায়ুষু ।
লতাবলয়গেহেষু ভবত্যতি বিষাদবান্ ॥ ১৪॥

যদ্দ্রব্যমুচিতং স্বাদু পেশলং চিত্তহারি চ ।
বাষ্পপূর্ণেক্ষণ এব তেনৈব পরিখিদ্যতে ॥ ১৫॥

কিমিমা দুঃখদায়িন্যং প্রস্ফুরন্তীঃ পুরাঙ্গনাঃ ।
ইতি নৃত্তবিলাসেষু কামিনীঃ পরিনিন্দতি । ১৬॥

ভোজনং শয়নং যানং বিলাসং স্নানমাসনম্ ।
উন্মাত্তচেষ্টিত ইব নাভিনন্দত্যনিন্দিতম্ ॥ ১৭॥

কিং সম্পদা কিং বিপদা কিং গেহেন কিমিঙ্গিতৈঃ ।
সর্বমেবাসদিত্যুক্ত্বা তূষ্ণীমেকোঽবতিষ্ঠতে ॥ ১৮॥

নোদেতি পরিহাসেষু ন ভোগেষু নিমজ্জতি ।
ন চ তিষ্ঠতি কার্যেষু মৌনমেবাবলম্বতে ॥ ১৯॥

বিলোলালকবল্লর্যো হেলাবলিতলোচনাঃ ।
নানন্দয়ন্তি তং নার্যো মৃগ্যো বনতরুং যথা ॥ ২০॥

একান্তেষু দিগন্তেষু তীরেষু বিপিনেষু চ ।
রতিমায়াত্যরণ্যেষু বিক্রীত ইব জন্তুষু ॥ ২১॥

বস্ত্রপানাশনাদানপরাঙ্মুখতয়া তয়া ।
পরিব্রাড্ধর্মিণং ভূপ সোঽনুযাতি তপস্বিনম্ ॥ ২২॥

এক এব বসন্দেশে জনশূন্যে জনেশ্বর ।
ন হসত্যেকয়া বুদ্ধ্যা ন গায়তি ন রোদিতি ॥ ২৩॥

বদ্ধপদ্মাসনঃ শূন্যমনা বামকরস্থলে ।
কপোলতলমাধায় কেবলং পরিতিষ্ঠতি ॥ ২৪॥

নাভিমানমুপাদত্তে নচ বাঞ্ছতি রাজতাম্ ।
নোদেতি নাস্তমায়াতি সুখদুঃখানুবৃত্তিষু ॥ ২৫॥

ন বিদ্মঃ কিমসৌ যাতি কিং করোতি কিমীহতে ।
কিং ধ্যায়তি কিমায়াতি কথং কিমনুধাবতি ॥ ২৬॥

প্রত্যহং কৃশতামেতি প্রত্যহং যাতি পাণ্ডুতাম্ ।
বিরাগং প্রত্যহং যাতি শরদন্ত এব দ্রুমঃ ॥ ২৭॥

অনুযাতৌ তথৈবৈতৌ রাজচ্ছত্রুঘ্নলক্ষ্মণৌ ।
তাদৃশাবেব তস্যৈব প্রতিবিম্বাবিব স্থিতৌ ॥ ২৮॥

ভৃত্যৈ রাজভিরম্বাভিঃ সম্পৃষ্টোঽপি পুনঃ পুনঃ ।
উক্ত্বা ন কিঞ্চিদেবেতি তূষ্ণীমাস্তে নিরীহিতঃ ॥ ২৯॥

আপাতমাত্রহৃদ্যেষু মা ভোগেষু মনঃ কৃথাঃ ।
ইতি পার্শ্বগতং ভব্যামনুশাস্তি সুহৃজ্জনম্ ॥ ৩০॥

নানাবিভবরম্যাসু স্ত্রীষু গোষ্ঠীগতাসু চ ।
পুরস্থিতমিবাস্নেহো নাশমেবানুপশ্যতি ॥ ৩১॥

নীতমায়ুরনায়াসপদপ্রাপ্তিবিবর্জিতৈঃ ।
চেষ্টিতৈরিতি কাকল্যা ভূয়োভূয়ঃ প্রগায়তি ॥ ৩২॥

সম্রাড্ভবেতি পার্শ্বস্থং বদন্তমনুজীবিনম্ ।
প্রলপন্তমিবোন্মত্তং হসত্যন্যমনা মুনিঃ ॥ ৩৩॥

ন প্রোক্তমাকর্ণয়তি ঈক্ষতে ন পুরোগতম্ ।
করোত্যবজ্ঞাং সর্বত্র সুসমেত্যাপি বস্তুনি ॥ ৩৪॥

অপ্যাকাশসরোজিন্যা অপ্যাকাশমহাবনে ।
ইত্থমেতন্মন ইতি বিস্ময়োঽস্য ন জায়তে ॥ ৩৫॥

কান্তামধ্যগতস্যাপি মনোঽস্য মদনেষবঃ ।
ন ভেদয়ন্তি দুর্ভেদ্যং ধারা ইব মহোপলম্ ॥ ৩৬॥

আপদামেকমাবাসমভিবাঞ্ছসি কিং ধনম্ ।
অনুশিষ্যেতি সর্বস্বমর্থিনে সম্প্রয়চ্ছতি ॥ ৩৭॥

ইয়ামাপদিয়ং সম্পদিত্যেবং কল্পনাময়ঃ ।
মনসোঽভুদিতো মোহ ইতি শ্লোকান্প্রগায়তি ॥ ৩৮॥

হা হতোঽহমনাথোঽহমিত্যাক্রন্দপরোঽপি সন্ ।
ন্ জনো যাতি বৈরাগ্যং চিত্রমিত্যেব বক্ত্যসৌ ॥ ৩৯॥

রঘুকাননশালেন রামেণ রিপুঘাতিনা ।
ভৃশমিত্থং স্থিতেনৈব বয়ং খেদমুপাগতাঃ ॥ ৪০॥

ন বিদ্মঃ কিং মহাবাহো তস্য তাদৃশচেতসঃ ।
কুর্মঃ কমলপত্রাক্ষ গতিরত্র হি নো ভবান্ ॥ ৪১॥

রাজানমথবা বিপ্রমুপদেষ্টারমগ্রতঃ ।
হসত্যজ্ঞমিবাব্যগ্রঃ সোঽবধীরয়তি প্রভো ॥ ৪২॥

যদেবেদমিদং স্ফারং জগন্নাম যদুত্থিতম্ ।
নৈতদ্বস্তু নচৈবাহমিতি নির্ণীয় সংস্থিতঃ ॥ ৪৩॥

নারৌ নাত্মনি নো মিত্রে ন রাজ্যে ন চ মাতরি ।
ন সম্পদা ন বিপদা তস্যাস্থা ন বিভো বহিঃ ॥ ৪৪॥

নিরস্তাস্থো নিরাশোঽসৌ নিরীহোঽসৌ নিরাস্পদঃ ।
ন মূঢো ন চ মুক্তোঽসৌ তেন তপ্যামহে ভৃশম্ ॥ ৪৫॥

কিং ধনেন কিমম্বাভিঃ কিং রাজ্যেন কিমীহয়া ।
ইতি নিশ্চয়বানন্তঃ প্রাণত্যাগপরঃ স্থিতঃ । ॥ ৪৬॥

ভোগেঽপ্যায়ুষি রাজ্যেষু মিত্রে পিতরি মাতরি ।
পরমুদ্বেগমায়াতশ্চাতকোঽবগ্রহে যথা ॥ ৪৭॥

ইতি তোকে সমায়াতাং শাখাপ্রসরশালিনীম্ ।
আপত্তামলমুদ্ধর্তুং সমুদেতু দয়াপরঃ ॥ ৪৮॥

তস্য তাদৃক্স্বভাবস্য সমগ্রবিভবান্বিতম্ ।
সংসারজালমাভোগি প্রভো প্রতিবিষায়তে ॥ ৪৯॥

ঈদৃশঃ স্যান্মহাসত্বঃ ক ইবস্মিন্মহীতলে ।
প্রকৃতে ব্যবহারে তং যো নিবেশয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৫০॥

মনসি মোহমপাস্য মহামনাঃ
        সকলমার্তিতমঃ কিল সাধুতাম্ ।
সফলতাং নয়তীহ তমো হরন্
        দিনকরো ভুবি ভাস্করতামিব ॥ ৫১॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে
বৈরাগ্যপ্রকরণে রাঘববিষাদো নাম দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০॥

একাদশঃ সর্গঃ

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

এবং চেত্তন্মহাপ্রাজ্ঞা ভবন্তো রঘুনন্দনম্ ।
ইহানয়ন্তু ত্বরিতা হরিণং হরিণা ইব ॥ ১॥

এষ মোহো রঘুপতের্নাপদ্ভ্যো ন চ রাগতঃ ।
বিবেকবৈরাগ্যবতো বোধ এব মহোদয়ঃ ॥ ২॥

ইহয়াতু ক্ষণদ্রাম ইহ চৈব বয়ং ক্ষণাৎ ।
মোহং তস্যাপনেষ্যামো মারুতোঽদ্রের্ঘনং যথা ॥ ৩॥

এতস্মিন্মার্জিতে যুক্ত্যা মোহে স রঘুনন্দনঃ ।
বিশ্রান্তিমেষ্যতি পদে তস্মিন্বয়মিবোত্তমে ॥ ৪॥

সত্যতাং মুদিতাং প্রজ্ঞাং বিশ্রান্তিমপতাপতাম্ ।
পীনতাং বরবর্ণত্ব পীতামৃত ইবৈষ্যতি ॥ ৫॥

নিজাং চ প্রকৃতামেব ব্যবহারপরম্পরাম্ ।
পরিপূর্ণমনা মান্য আচরিষ্যত্যখণ্ডিতম্ ॥ ৬॥

ভবিষ্যতি মহাসত্ত্বো জ্ঞাতলোকপরাবরঃ ।
সুখদুঃখদশাহীনঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৭॥

ইত্যুক্তে মুনিনাথেন রাজা সম্পূর্ণমানসঃ ।
প্রাহিণোদ্রামমানেতুং ভূয়ো দূতপরম্পরাম্ ॥ ৮॥

এতাবতাথ কালেন রামো নিজগৃহাসনাৎ ।
পিতুঃ সকাশমাগন্তুমুত্থিতোঽর্ক ইবাচলাৎ ॥ ৯॥

বৃতঃ কতিপয়ৈর্ভৃত্যৈর্ভ্রাতৃভ্যাং চ জগাম হ ।
তৎপুণ্যং স্বপিতুঃ স্থানং স্বর্গং সুরপতেরিব ॥ ১০॥

দূরাদেব দদর্শাসৌ রামো দশরথং তদা ।
বৃতং রাজসমূহেন দেবৌঘেনেব বাসবম্ ॥ ১১॥

বসিষ্ঠবিশ্বমিত্রাভ্যাং সেবিতং পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ ।
সবশাস্ত্রার্থতজ্জ্ঞেন মন্ত্রিবৃন্দেন মালিতম্ ॥ ১২॥

চারুচামরহস্তাভিঃ কান্তাভিঃ সমুপাসিতম্ ।
ককুব্ভিরিব মূর্তাভিঃ সংস্থিতাভির্যথোচিতম্ ॥ ১৩॥

বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রাদ্যাস্তথা দশরথাদয়ঃ ।
দদৃশূ রাঘবং দুরাদুপায়ান্তং গুহোপমম্ ॥ ১৪॥

সত্ত্বাবষ্টব্ধগর্ভেণ শৈত্যেনেব হিমাচলম্ ।
শ্রিতং সকলসেব্যেন গম্ভীরেণ স্ফুটেন চ । ॥ ১৫॥

সৌম্যং সমং শুভাকারং বিনয়োদারমানসম্ ।
কান্তোপশান্তবপুষং পরস্যার্থস্য ভাজনম্ ॥ ১৬॥

সমুদ্যদ্যৌবনারম্ভং বৃদ্ধোপশমশোভনম্ ।
অনুদ্বিগ্নমনানন্দং পূর্ণপ্রায়মনোরথম্ ॥ ১৭॥

বিচারিতজগদ্যাত্রং পবিত্রগুণগোচরম্ ।
মহাসত্ত্বৈকলোভেন গুণৈরিব সমাশ্রিতম্ ॥ ১৮॥

উদারমার্যমাপূর্ণমন্তঃ করণকোটরম্ ।
অবিক্ষুভিতয়া বৃত্ত্যা দর্শয়ন্তমনুত্তমম্ ॥ ১৯॥

এবঙ্গুণগণাকীর্ণো দূরাদেব রঘূদ্বহঃ ।
পরিমেয়স্মিতাচ্ছাচ্ছস্বহারাম্বরপল্লবঃ ॥ ২০॥

প্রণনাম চলচ্চারুচূড়ামণিমরীচিনা ।
শিরসা বসুধাকম্পলোলদেবাচলশ্রিয়া ॥ ২১॥

এবং মুনীন্দ্রে ব্রুবতি পিতুঃ পাদাভিবন্দনম্ ।
কর্তুমভ্যুআজগামাথ রামঃ কমললোচনঃ ॥ ২২॥

প্রথমং পিতরং পশ্চান্মুনী মান্যৈকমানিতৌ ।
ততো বিপ্রাংস্ততো বন্ধুংস্ততো গুরুগণান্সুহৃৎ ॥ ২৩॥

জগ্রাহ চ ততো দৃষ্ট্যা মনাঙ্মূর্ধ্না তথা গিরা ।
রাজলোকেন বিহিতাং তাং প্রণামপরম্পরাম্ ॥ ২৪॥

বিহিতাশীর্মুনিভ্যাং তু রামঃ সুসমমানসঃ ।
আসসাদ পিতুঃ পুণ্যং সমীপং সুরসুন্দরঃ ॥ ২৫॥

পাদাভিবন্দনপরং তমথাসৌ মহীপতিঃ ।
শিরস্যভ্যালিলিঙ্গাশু চুচুম্ব চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৬॥

শত্রুঘ্নং লক্ষ্মণং চৈব তথৈব পরবীরহা ।
আলিলিঙ্গ ঘনস্নেহো রাজহংসোঽম্বুজে যথা ॥ ২৭॥

উৎসঙ্গে পুত্র তিষ্ঠেতি বদত্যথ মহীপতৌ ।
ভূমৌ পরিজনাস্তীর্ণে সোংঽশুকেঽথ ন্যবিক্ষত ॥ ২৮॥

রাজোবাচ ।

পুত্র প্রাপ্তবিবেকস্ত্বং কল্যাণানাং চ ভাজনম্ ।
জডবজ্জির্ণয়া বুদ্ধ্যা খেদায়াত্মা ন দীয়তাম্ ॥ ২৯॥

বৃদ্ধবিপ্রগুরুপ্রোক্তং ত্বাদৃশেনানুতিষ্ঠতা ।

পদমাসাদ্যতে পুণ্যং ন মোহমনুধাবতা ॥ ৩০॥

তাবদেবাঽঽপদো দূরে তিষ্ঠন্তি পরিপেলবাঃ ।
যাবদেব ন মোহস্য প্রসরঃ পুত্র দীয়তে ॥ ৩১॥

শ্রীবসিষ্ঠ উবাচ ।

রাজপুত্র মহাবাহো শূরস্ত্বং বিজিতাস্ত্বয়া ।
দুরুচ্ছেদা দুরারম্ভা অপ্যমী বিষয়ারয়ঃ ॥ ৩২॥

কিমতজ্ঞ ইবাজ্ঞানাং যোগ্যে ব্যামোহসাগরে ।
বিনিমজ্জসি কল্লোলবহুলে জাড্যশালিনি ॥ ৩৩॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

চলন্নীলোৎপলাব্যূহসমলোচনলোলতাম্ ।
ব্রূহি চেতঃকৃতাং ত্যক্বা হেতুনা কেন মুহ্যসি ॥ ৩৪॥

কিংনিষ্ঠাঃ কে চ তে কেন কিয়ন্তঃ কারণেন তে ।
আধয়ঃ প্রবিলুম্পন্তি মনো গেহমিবাখবঃ ॥ ৩৫॥

মন্যে নানুচিতানাং ত্বমাধীনাং পদমুত্তমম্ ।
আপৎসু চাঽপ্রয়োজ্যং তে নিহীনা অপি চাধয়ঃ ॥ ৩৬॥

যথাভিমতমাশু ত্বং ব্রূহি প্রাপ্স্যসি চানঘ ।
সর্বমেব পুনর্যেন ভেৎস্যন্তে ত্বাং তু নাধয়ঃ ॥ ৩৭॥

ইত্যুক্তমস্য সুমতে রঘুবংশকেতু-
রাকণ্যং বাক্যমুচিতার্থবিলাসগর্ভম্ ।
তত্যাজ খেদমভিগর্জতি বারিবাহে
বর্হী যথা ত্বনুমিতাভিমতার্থসিদ্ধিঃ ॥ ৩৮॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে
বৈরাগ্যপ্রকরণে রাঘবসমাশ্বাসনং নামৈকাদশঃ সর্গঃ॥

১১॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ

বাল্মীকিরুবাচ।

ইতি পৃষ্টো মুনীন্দ্রেণ সমাশ্বস্য চ রাঘবঃ।
উবাচ বচনং চারু পরিপূর্ণার্থমন্থরম্ ॥ ১॥

শ্রীরাম উবাচ।

ভগবন্ভবতা পৃষ্টো যথাবদধুনাঽখিলম্।
কথয়াম্যহমজ্ঞোঽপি কো লঙ্ঘয়তি সদ্বচঃ ॥ ২॥

অহং তাবদয়ং জাতো নিজেঽস্মিন্পিতৃসদ্মনি।
ক্রমেণ বৃদ্ধিং সম্প্রাপ্তঃ প্রাপ্তবিদ্যশ্চ সংস্থিতঃ ॥ ৩॥

ততঃ সদাচারপরো ভূত্বাহং মুনিনায়ক।
বিহৃতস্তীর্থয়াত্রার্থমুর্বীমম্বুধিমেখলাম্ ॥ ৪॥

এতাবতাথ কালেন সংসারাস্থামিমাং হরন্।
সমুদ্ভূতো মনসি মে বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ ॥ ৫॥

বিবেকেন পরীতাত্মা তেনাহং তদনু স্বয়ম্।
ভোগনীরসয়া বুদ্ধ্যা প্রবিচারিতবাদিনম্ ॥ ৬॥

কিংনামেদং বত সুখং যেয়ং সংসারসন্ততিঃ।
জায়তে মৃতয়ে লোকো ম্রিয়তে জননায় চ। ॥ ৭॥

অস্থিরাঃ সর্ব এবেমে সচরাচরচেষ্টিতাঃ।
আপদাং পতয়ঃ পাপা ভাবা বিভবভূময়ঃ ॥ ৮॥

অয়ঃশলাকাসদৃশাঃ পরস্পরমসঙ্গিনঃ।
শ্লিষ্যন্তে কেবলং ভাবা মনঃকল্পনয়া স্বয়া ॥ ৯॥

মনঃসমায়ত্তমিদং জগদাভোগি দৃশ্যতে।
মনশ্চাসদিবাভাতি কেন স্ম পরিমোহিতাঃ ॥ ১০॥

অসতৈব বয়ং কষ্টং বিকৃষ্টা মূঢবুদ্ধয়ঃ।
মৃগতৃষ্ণাম্ভসা দূরে বনে মুগ্ধমৃগা ইব ॥ ১১॥

ন কেনচিচ্চ বিক্রীতা বিক্রীতা এব সংস্থিতাঃ।
বত মূঢা বয়ং সর্বে জানানা অপি শাম্বরম্ ॥ ১২॥

কিমেতেষু প্রপঞ্চেষু ভোগা নাম সুদুর্ভগাঃ।
মুধৈব হি বয়ং মোহাৎসংস্থিতা বদ্ধভাবনাঃ ॥ ১৩॥

আ জ্ঞাতং বহুকালেন ব্যর্থমেব বয়ং বনে।

মোহে নিপতিতা মুগ্ধাঃ শ্বভ্রে মুগ্ধা মৃগা ইব ॥ ১৪॥

কিং মে রাজ্যেন কিং ভোগৈঃ কোঽহং কিমিদমাগতম্ ।
যন্মিথ্যৈবাস্তু তন্মিথ্যা কস্য নাম কিমাগতম্ ॥ ১৫॥

এবং বিমৃশতো ব্রহ্মন্সর্বেষ্বেব ততো মম ।
ভাবেষ্বরতিরায়াতা পথিকস্য মরুষ্বিব ॥ ১৬॥

তদেতদ্ভগবন্ব্রূহি কিমিদং পরিণশ্যতি ।
কিমিদং জায়তে ভূয়ঃ কিমিদং পরিবর্ধতে ॥ ১৭॥

জরামরণমাপচ্চ জননং সম্পদস্তথা ।
আবির্ভাবতিরোভাবৈর্বিবর্ধন্তে পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮॥

ভোগৈস্তৈরেব তৈরেব তুচ্ছাইর্বয়মমী কিল ।
পশ্য জর্জরতাং নীতা বাতৈরিব গিরিদ্রুমাঃ ॥ ১৯॥

অচেতনা ইব জনাঃ পবনৈঃ প্রাণনামভিঃ ।
ধ্বনন্তঃ সংস্থিতা ব্যর্থং যথা কীচকবেণবঃ ॥ ২০॥

শাম্যতীদং কথং দুঃখমিতি তপ্তোঽস্মি চিন্তয়া ।
জরদ্দ্রুম ইবোগ্রেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা ॥ ২১॥

সংসারদুঃখপাষাণনীরন্ধ্রহৃদয়োঽপ্যহম্ ।
নিজলোকভয়াদেব গলদ্বাষ্পং ন রোদিমি ॥ ২২॥

শূন্যা মন্মুখবৃত্তীস্তাং শুষ্করোদননীরসাঃ ।
বিবেক এব হৃৎসংস্থো মমৈকান্তেষু পশ্যতি ॥ ২৩॥

ভৃশং মুহ্যামি সংস্মৃত্য ভাবাভাবময়ীং স্থিতিম্ ।
দারিদ্র্যেণেব সুভগো দূরে সংসারচেষ্টয়া ॥ ২৪॥

মোহয়ন্তি মনোবৃত্তিং খণ্ডয়ন্তি গুণাবলিম্ ।
দুঃখজাল প্রয়চ্ছন্তি বিপ্রলম্ভপরাঃ শ্রিয়ঃ ॥ ২৫॥

চিন্তানিচয়চক্রাণি নানন্দায় ধনানি মে ।
সম্প্রসূতকলত্রাণি গৃহাণ্যুগ্রাপদামিব ॥ ২৬॥

বিবিধদোষদশাপরিচিন্তনৈ-
র্বিততভঙ্গুরকারণকল্পিতৈঃ ।
মম ন নির্বৃতিমেতি মনো মুনে
নিগডিতস্য যথা বনদন্তিনঃ ॥ ২৭॥

খলাঃ কালেকালে নিশি নিশিতমোহৈকমিহিকা -
গতালোকে লোকে বিষয়শতচৌরাঃ সুচতুরাঃ ।
প্রবৃত্তাঃ প্রোদ্যুক্তা দিশিদিশি বিবেকৈকহরণে
রণে শক্তাস্তেষাং ক ইব বিদুষঃ প্রোজ্ঝ্যসুভটাঃ ॥ ২৮॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে
বৈরাগ্যপ্রকরণে প্রথমপরিতাপো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

শ্রীরাম উবাচ ।

ইয়মস্মিন্‌স্থিতোদারা সংসারে পরিকল্পিতা ।
শ্রীর্মুনে পরিমোহায় সাপি নূনং কদর্থদা ॥ ১॥

উল্লাসবহুলানন্তকল্লোলানলমাকুলান্ ।
জডান্প্রবহতি স্ফারান্প্রাবৃষীব তরঙ্গিণী ॥ ২॥

চিন্তাদুহিতরো বহ্ব্যো ভূরিদুর্ললিতৈর্ধিতাঃ ।
চঞ্চলাঃ প্রভবন্ত্যস্যাস্তরঙ্গাঃ সরিতো যথা ॥ ৩॥

এষা হি পদমেকত্র ন নিবধ্নাতি দুর্ভগা ।
দগ্ধেবানিয়তাচারমিতশ্চেতশ্চ ধাবতি ॥ ৪॥

জনয়ন্তী পরং দাহং পরামৃষ্টাঙ্গিকা সতী ।
বিনাশমেব ধত্তেঽন্তর্দীপলেখেব কজ্জলম্ ॥ ৫॥

গুণাগুণবিচারেণ বিনৈব কিল পার্শ্বগম্ ।
রাজপ্রকৃতিবন্মূঢা দুরারূঢাঽবলম্বতে ॥ ৬॥

কর্মণা তেনতেনৈষা বিস্তারমনুগচ্ছতি ।
দোষাশীবিষবেগস্য যৎক্ষীরং বিস্তরায়তে ॥ ৭॥

তাবচ্ছীতমৃদুস্পর্শাঃ পরে স্বে চ জনে জনাঃ ।
বাত্যযেব হিমং যাবচ্ছ্রিয়া ন পরুষীকৃতাঃ ॥ ৮॥

প্রাজ্ঞাঃ শূরাঃ কৃতজ্ঞাশ্চ পেশলা মৃদবশ্চ যে ।
পাংসুমুষ্ট্যেব মণয়ঃ শ্রিয়া তে মলিনীকৃতাঃ ॥ ৯॥

ন শ্রীঃ সুখায় ভগবন্দুঃখায়ৈব হি বর্ধতে ।
গুপ্তা বিম্=নাশনং ধত্তে মৃতিং বিষলতা যথা ॥ ১০॥

শ্রীমানজননিন্দ্যশ্চ শূরশ্চাপ্যবিকত্থনঃ ।
সমদৃষ্টিঃ প্রভুশ্চৈব দুর্লভাঃ পুরুষাস্ত্রয়ঃ ॥ ১১॥

এষা হি বিষমা দুঃখভোগিনাং গহনা গুহা ।
ঘনমোহগজেন্দ্রাণাং বিন্ধ্যশৈলমহাতটী ॥ ১২॥

সৎকার্যপদ্মরজনী দুঃখকৈরবচন্দ্রিকা ।
সুদৃষ্টিদীপিকাবাত্যা কল্লোলৌঘতরঙ্গিণী ॥ ১৩॥

সম্ভ্রমাভ্রাদিপদবী বিষাদবিষবর্ধিনী ।
কেদারিকা বিকল্পানাং খেদায়ভয়ভোগিনী ॥ ১৪॥

হিমং বৈরাগ্যবল্লীনাং বিকারোলূকয়ামিনী ।
রাহুদংষ্ট্রা বিবেকেন্দোঃ সৌজন্যাম্ভোজচন্দ্রিকা ॥ ১৫॥

ইন্দ্রায়ুধবদালোলনানারাগমনোহরা ।
লোলা তডিদিবোৎপন্নধ্বংসিনী চ জডাশ্রয়া ॥ ১৬॥

চাপলাবজিতারণ্যনকুলী নকুলীনজা ।
বিপ্রলম্ভনতাৎপর্যজিতোগ্রমৃগতৃষ্ণিকা ॥ ১৭॥

লহরীবৈকরূপেণ পদং ক্ষণমকুর্বতী ।
চলা দীপশিখেবাতিদুর্জ্ঞেয়গতিগোচরা ॥ ১৮॥

সিংহীব বিগ্রহব্যগ্রকরীন্দ্রকুলপোথিনী ।
খড্গাধারেব শিশিরা তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণাশয়াশ্রয়া ॥ ১৯॥

নানয়াপহৃতার্থিন্যা দুরাধিপরিলীনয়া ।
পশ্যাম্যভব্যয়া লক্ষ্ম্যা কিঞ্চিদ্দুঃখাদৃতে সুখম্ ॥ ২০॥

দূরেণোৎসারিতাঽলক্ষ্ম্যা পুনরেব তমাদরাৎ ।
অহো বতাশ্লিষ্যতীব নির্লজ্জ দুর্জনা সদা ॥ ২১॥

মনোরমা কর্ষতি চিত্তবৃত্তিং
কদর্থসাধ্যা ক্ষণভঙ্গুরা চ ।
ব্যালাবলীগাত্রবিবৃত্তদেহা
শ্বভ্রোত্থিতা পুষ্পলতেব লক্ষ্মীঃ ॥ ২২॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে
বৈরাগ্যপ্রকরণে লক্ষ্মীনিরাকরণং নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩॥

চতুর্দশঃ সর্গঃ

শ্রীরাম উবাচ ।

আয়ুঃ পল্লবকোণাগ্রলম্বাম্বুকণভঙ্গুরম্ ।
উন্মত্তমিব সন্ত্যজ্য যাত্যকাণ্ডে শরীরকম্ ॥ ১॥

বিষয়াশীবিষাসঙ্গপরিজর্জরচেতসাম্ ।
অপ্রৌঢাত্মবিবেকানামায়ুরায়াসকারণম্ ॥ ২॥

যে তু বিজ্ঞাতবিজ্ঞেয়া বিশ্রান্তা বিততে পদে ।
ভাবাভাবসমাশ্বাসমায়ুস্তেষাং সুখায়তে ॥ ৩॥

বয়ং পরিমিতাকারপরিনির্ষ্ঠিতনিশ্চয়াঃ ।
সংসারভ্রতডিৎপুঞ্জে মুনে নায়ুষি নির্বৃতাঃ ॥ ৪॥

যুজ্যতে বেষ্টনং বায়োরাকাশস্য চ খণ্ডনম্ ।
গ্রথনং চ তরঙ্গাণামাস্থা নায়ুষি যুজ্যতে ॥ ৫॥

পেলবং শরদীবাভ্রমস্নেহ ইব দীপকঃ ।
তরঙ্গক ইবালোলং গতমেবোপলক্ষ্যতে ॥ ৬॥

তরঙ্গং প্রতিবিম্বেন্দুং তডিৎপুঞ্জং নভোম্বুজম্ ।
গ্রহীতুমাস্থাং বধ্নামি ন ত্বায়ুষি হতস্থিতৌ ॥ ৭॥

অবিশ্রান্তমনাঃ শূন্যমায়ুরাততমীহতে ।
দুঃখায়ৈব বিমূঢাঽন্তর্গর্ভমশ্বতরী যথা ॥ ৮॥

সংসারসংসৃতাবস্যাং ফেনোঽস্মিন্সর্গসাগরে ।
কায়বল্ল্যাম্ভসো ব্রহ্মঞ্জীবিতং মে ন রোচতে ॥ ৯॥

প্রাপ্যং সম্প্রাপ্যতে যেন ভূয়ো যেন ন শোচ্যতে ।
পরায়া নির্বৃতেঃ স্থানং যত্তজ্জীবিতমুচ্যতে ॥ ১০॥

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন ন জীবতি ॥ ১১॥

জাতাস্ত এব জগতি জন্তবঃ সাধুজীবিতাঃ ।
যে পুনর্নেহ জায়ন্তে শেষা জরঠগর্দভাঃ ॥ ১২॥

ভারোঽবিবেকিনঃ শাস্ত্রং ভারো জ্ঞানং চ রাগিণঃ ।
অশান্তস্য মনো ভারো ভারোঽনাত্মবিদো বপুঃ ॥ ১৩॥

রূপমায়ুর্মনো বুদ্ধিরহঙ্কারস্তথেহিতম্ ।
ভারো ভারধরস্যেব সর্বং দুঃখায় দুর্ধিয়ঃ ॥ ১৪॥

অবিশ্রান্তমনাপূর্ণমাপদাং পরমাস্পদম্ ।
নীড়ং রোগবিহঙ্গানামায়ুরায়াসনং দৃঢ়ম্ ॥ ১৫॥

প্রত্যহং খেদমুৎসৃজ্য শনৈরলমনারতম্ ।
আখুনেব জরচ্ছভ্রং কালেন বিনিহন্যতে ॥ ১৬॥

শরীরবিলবিশ্রান্তৈর্বিষদাহপ্রদায়িভিঃ ।
রোগৈরাপীয়তে রৌদ্রৈর্ব্যালৈরিব বনানিলঃ ॥ ১৭॥

প্রস্নুবানৈরবিচ্ছেদং তুচ্ছৈরন্তরবাশিভিঃ ।
দুঃখৈরাবৃশ্চ্যতে ক্রূরৈর্ঘুণৈরিব জরদ্দ্রুমঃ ॥ ১৮॥

নূনং নিগরণায়াশু ঘনগর্ধমনারতম্ ।
আখুর্মার্জারকেণেব মরণেনাবলোক্যতে ॥ ১৯॥

গন্ধাদিগুণগর্ভিণ্যা শূন্যযাঽশক্তিবেশ্যযা ।
অন্নং মহাশনেনেব জরয়া পরিজীর্যতে ॥ ২০॥

দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব পরিজ্ঞায় গতাদরম্ ।
দুর্জনঃ সুজনেনেব যৌবনেনাবমুচ্যতে ॥ ২১॥

বিনাশসুহৃদা নিত্যং জরামরণবন্ধুনা ।
রূপং খিঙ্গবরেণেব কৃতান্তেনাভিলষ্যতে ॥ ২২॥

স্থিরতয়া সুখভাসিতয়া তয়া
সততমুজ্ঝিতমুত্তমফল্গু চ ।
জগতি নাস্তি তথা গুণবর্জিতং
মরণভাজনমায়ুরিদং যথা ॥ ২৩॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে
বৈরাগ্যপ্রকরণে জীবিতগর্হা নাম চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

শ্রীরাম উবাচ ।

মুধৈবাভ্যুত্থিতো মোহান্মুধৈব পরিবর্ধতে ।
মিথ্যাময়েন ভীতোঽস্মি দুরহঙ্কারশত্রুণা ॥ ১॥

অহঙ্কারবশাদেব দোষকোশকদর্থতাম্ ।
দদাতি দীনদীনানাং সংসারো বিবিধাকৃতিঃ ॥ ২॥

অহঙ্কারবশাদাপদহঙ্কারাদ্দুরাধয়ঃ ।
অহঙ্কারবশাদীহা ত্বহঙ্কারো মমাময়ঃ ॥ ৩॥

তমহঙ্কারমাশ্রিত্য পরমং চিরবৈরিণম্ ।
ন ভুজে ন পিবাম্যম্ভঃ কিমু ভোগান্ভুজে মুনে ॥ ৪॥

সংসাররজনী দীর্ঘা মায়া মনসি মোহিনী ।
ততোঽহঙ্কারদোষেণ কিরাতেনেব বাগুরা ॥ ৫॥

যানি দুঃখানি দীর্ঘাণি বিষমাণি মহান্তি চ ।
অহঙ্কারাৎপ্রসূতানি তান্যগাৎখদিরা ইব ॥ ৬॥

শমেন্দুসৈংহিকেয়াস্যং গুণপদ্মহিমাশনিম্ ।
সাম্যমেঘশরৎকালমহঙ্কারং ত্যজাম্যহম্ ॥ ৭॥

নাহং রামো ন মে বাঞ্ছা ভাবেষু ন চ মে মনঃ ।
শান্ত আসিতুমিচ্ছামি স্বাত্মনীব জিনো যথা ॥ ৮॥

অহঙ্কারবশাদ্যদ্যন্ময়া ভুক্তং হুতং কৃতম্ ।
সর্বং তত্তদবস্ত্বেব বস্ত্বহঙ্কাররিক্ততা ॥ ৯॥

অহমিত্যস্তি দেদ্ব্রহ্মন্নহমাপদি দুঃখিতঃ ।
নাস্তি দেৎসুখিতস্তস্মাদনহঙ্কারিতা বরম্ ॥ ১০॥

অহঙ্কারপরিত্যজ্য মুনে শান্তমনস্তয়া ।
অবতিষ্ঠে গতোদ্বেগো ভোগৌঘো ভঙ্গুরাস্পদঃ ॥ ১১॥

ব্রহ্মন্যাবদহঙ্কারবারিদঃ পরিজৃম্ভতে ।
তাবদ্বিকাসমায়াতি তৃষ্ণাকুটজমঞ্জরী ॥ ১২॥

অহঙ্কারঘনে শান্তে তৃষ্ণা নবতডিল্লতা ।
শান্তদীপশিখাবৃত্ত্যা ক্বাপি যাত্যতিসত্বরম্ ॥ ১৩॥

অহঙ্কারমহাবিন্ধ্যে মনোমত্তমহাগজঃ ।
বিস্ফূর্জতি ঘনাস্ফোটৈঃ স্তনিতৈরিব বারিদঃ ॥ ১৪॥

ইহ দেহমহারণ্যে ঘনাহঙ্কারকেসরী ।
যোঽয়মুল্লসতি স্ফারস্তেনেদং জগদাততম্ ॥ ১৫॥

তৃষ্ণাতন্তুলবপ্রোতা বহুজন্মপরম্পরা ।
অহঙ্কারোগ্রখিঙ্গেন কণ্ঠে মুক্তাবলী কৃতা ॥ ১৬॥

পুত্রমিত্রকলত্রাদিতন্ত্রমন্ত্রবিবর্জিতম্ ।
প্রসারিতমনেনেহ মুনেঽহঙ্কারবৈরিণা ॥ ১৭॥

প্রমার্জিতেঽহমিত্যস্মিন্পদে স্বয়মপি দ্রুতম্ ।
প্রমার্জিতা ভবন্ত্যেতে সর্ব এব দুরাধয়ঃ ॥ ১৮॥

অহমিত্যম্বুদে শান্তে শনৈশ্চ শমশাতিনী ।
মনোগগনসংমোহমিহিকা ক্বাপি গচ্ছতি ॥ ১৯॥

নিরহঙ্কারবৃত্তের্মে মৌর্খ্যাচ্ছোকেন সীদতঃ ।
যৎকিঞ্চিদুচিতং ব্রহ্মংস্তদাখ্যাতুমিহার্হসি ॥ ২০॥

সর্বাপদাং নিলয়মধ্রুবমন্তরস্থ-
মুন্মুক্তমুত্তমগুণেন ন সংশ্রয়ামি ।
যত্নাদহঙ্কৃতিপদং পরিতোঽতিদুঃখং
শেষেণ মাং সমনুশাধি মহানুভাব ॥ ২১॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে
বৈরাগ্যপ্রকরণে অহঙ্কারজুগুপ্সা নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫॥

ষোডশঃ সর্গঃ

শ্রীরাম উবাচ ।

দোষৈর্জর্জরতাং যাতি সৎকার্যাদার্যসেবনাৎ ।
বাতান্তঃপিচ্ছলববচ্চেতশ্চলতি চঞ্চলম্ ॥ ১॥

ইতশ্চেতশ্চ সুব্যগ্রং ব্যর্থমেবাভিধাবতি
দূরাদ্দূরতরং দীনং গ্রামে কৌলেয়কো যথা ॥ ২॥

ন প্রাপ্নোতি ক্বচিৎকিঞ্চিতপ্রপ্তৈরপি মহাধনৈঃ ।
নান্তঃ সম্পূর্ণতামেতি করণ্ডক ইবাম্বুভিঃ ॥ ৩॥

নিত্যমেব মুনে শূন্যং কদাশাবাগুরাবৃতম্ ।
ন মনো নির্বৃতিং যাতি মৃগো যূথাদিব চ্যুতঃ ॥ ৪॥

তরঙ্গতরলাং বৃত্তিং দধদালূনশীর্ণতাম্ ।
পরিত্যজ্য ক্ষণমপি হৃদয়ে যাতি ন স্থিতিম্ ॥ ৫॥

মনো শ্চননবিক্ষুব্ধং দিশো দশ বিধাবতি ।
মন্দরাহননোদ্ধূতং ক্ষীরার্ণবপয়ো যথা ॥ ৬॥

কল্লোলকলিতাবর্তং মায়ামকরমালিতম্ ।
ন নিরোদ্ধুং সমর্থোঽস্মি মনোময়মহার্ণবম্ ॥ ৭॥

ভোগদূর্বাঙ্কুরাকাঙ্ক্ষী শ্বভ্রপাতমচিন্তয়ন্ ।
মনোহরিণকো ব্রহ্মন্দূরং বিপরিধাবতি ॥ ৮॥

ন কদাচন মে চেতঃ স্বামালূনবিশির্ণতাম্ ।
ত্যজত্যাকুলয়া বৃত্ত্যা চঞ্চলত্বমিবার্ণবঃ ॥ ৯॥

চেতশ্চঞ্চলয়া বৃত্ত্যা চিন্তানিচয়চঞ্চুরম্ ।
ধৃতিং বধ্নাতি নৈকত্র পঞ্জরে কেসরী যথা ॥ ১০॥

মনো মোহরথারূঢং শরীরাৎসমতাসুখম্ ।
হরত্যপহতোদ্বেগং হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ ॥ ১১॥

অনল্পকল্পনাতল্পে বিলীনাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ ।
মুনীন্দ্র ন প্রবুধ্যন্তে তেন তপ্যেঽহমাকুলঃ ॥ ১২॥

ক্রোডীকৃতদৃঢগ্রন্থিতৃষ্ণাসূত্রে স্থিতাত্মনা ।
বিহগো জালকেনেব ব্রহ্মন্বদ্ধোঽস্মি চেতসা ॥ ১৩॥

সন্ততামর্ষধূমেন চিন্তাজ্বালাকুলেন চ ।
বহ্নিনেব তৃণং শুষ্কং মুনে দগ্ধোঽস্মি চেতসা ॥ ১৪॥

ক্রূরেণ জড়তাং যাতস্তৃষ্ণাভার্যানুগামিনা ।
শবং কৌলেয়কেনেব ব্রহ্মন্ভুক্তোঽস্মি চেতসা ॥ ১৫॥

তরঙ্গতরলাস্ফালবৃত্তিনা জডরূপিণা ।
তটবৃক্ষ ইবৌঘেন ব্রহ্মন্নীতোঽস্মি চেতসা ॥ ১৬॥

অবান্তরনিপাতায় শূন্যে বা ভ্রমণায় চ ।
তৃণং দণ্ডনিলেনেব দূরে নীতোঽস্মি চেতসা ॥ ১৭॥

সংসারজলধেরস্মান্নিত্যমুত্তরণোন্মুখঃ ।
সেতুনেব পয়ঃপূরো রোধিতোঽস্মি কুচেতসা ॥ ১৮॥

পাতালাদ্গচ্ছতাং পৃথ্বীং পৃথ্ব্যাঃ পাতালগামিনা ।
কূপকাষ্ঠং কুদাম্নেব বেষ্টিতোঽস্মি কুচেতসা ॥ ৯॥

মিথ্যৈব স্ফাররূপেণ বিচারাদ্বিশরারুণা ।
বালো বেতালকেনেব গৃহীতোঽস্মি কুচেতসা ॥ ২০॥

বহ্নেরুষ্ণতরঃ শৈলাদপি কষ্টতরক্রমঃ ।
বজ্রাদপি দৃঢো ব্রহ্মন্দুর্নিগ্রহমনোগ্রহঃ ॥ ২১॥

চেতঃ পততি কার্যেষু বিহগঃ স্বামিষেষ্বিব ।
ক্ষণেন বিরতিং যাতি বালঃ ক্রীডনকাদিব ॥ ২২॥

জডপ্রকৃতিরালোলো বিততাবর্তবৃত্তিমান্ ।
মনোঽব্ধিরহিতব্যালো দূরং নয়তি তাত মাম্ ॥ ২৩॥

অপ্যব্ধিপানান্মহতঃ সুমেরুন্মূলনাদপি ।
অপি বহ্ন্যশনাৎসাধো বিষমশ্চিত্তনিগ্রহঃ ॥ ২৪॥

চিত্তং মারণমর্থানাং তস্মিন্সতি জগত্রয়ম্ ।
তস্মিন্ক্ষীণে জগৎক্ষীণং তচ্চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ ॥ ২৫॥

চিতাদিমানি সুখদুঃখশতানি নূন-
মভ্যাগতান্যগবরাদিব কাননানি ।
তস্মিন্বিবেকবশস্তনুতাং প্রয়াতে
মন্যে মুনে নিপুণমেব গলন্তি তানি ॥ ২৬॥

সকলগুণজয়াশা যত্র বদ্ধা মহদ্ভি-
স্তমরিমিহ বিজেতুং চিত্তমভ্যুত্থিতোঽহম্ ।
বিগতরতিতয়ান্তর্নাভিনন্দামি লক্ষ্মীং
জডমলিনবিলাসাং মেঘলেখামিবেন্দুঃ ॥ ২৭॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে
বৈরাগ্যপ্রকরণে বৈরাগ্যচিত্তদৌরাত্ম্যং নাম ষোডশঃ সর্গঃ ॥ ১৬॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ

শ্রীরাম উবাচ ।

হার্দান্ধকারশর্বর্যা তৃষ্ণয়েহ দুরন্ত্যযা ।
স্ফুরন্তি চেতনাকাশে দোষকৌশিকপঙ্ক্তয়ঃ ॥ ১॥

অন্তর্দাহপ্রদায়িন্যা সমূঢ়রসমার্দবঃ ।
পঙ্ক আদিত্যদীপ্ত্যেব শোষং নীতোঽস্মি চিন্তয়া ॥ ২॥

মম চিত্তমহারণ্যে ব্যামোহতিমিরাকুলে ।
শূন্যে তাণ্ডবিনী জাতা ভৃশমাশাপিশাচিকা ॥ ৩॥

বচোরচিতনীহারা কঞ্চনোপবনোজ্জ্বলা ।
নূনং বিকাসমায়াতি চিন্তাকণকমঞ্জরী ॥ ৪॥

অলমন্তর্ভ্রমায়ৈব তৃষ্ণাতরলিতাশয়া ।
আয়াতা বিষমোল্লাসমূর্মিরম্বুনিধাবিব ॥ ৫॥

উদ্দামকল্লোলরবা দেহাদ্রৌ বহতীহ মে ।
তরঙ্গতরলাকারা তরতৃষ্ণাতরঙ্গিণী ॥ ৬॥

বেগং সংরোদ্ধুমুদিতো বাত্যযেব জরতৃণম্ ।
নীতঃ কলুষয়া ক্বাপি তৃষ্ণয়া চিত্তচাতকঃ ॥ ৭॥

যাং যামহমতীবাস্থাং সংশ্রয়ামি গুণশ্রিয়াম্ ।
তাং তাং কৃন্ততি মে তৃষ্ণা তন্ত্রীমিব কুমূষিকা ॥ ৮॥

পয়সীব জরৎপর্ণং বায়াবিব জরতৃণং।
নভসীব শরন্মেঘশ্চিন্তাচক্রে ভ্রমাম্যহম্ ॥ ৯॥

গন্তুমাস্পদমাত্মীয়মসমর্থধিয়ো বয়ম্ ।
চিন্তাজালে বিমুহ্যামো জালে শকুনয়ো যথা ॥ ১০॥

তৃষ্ণাভিধানয়া তাত দগ্ধোঽস্মি জ্বালয়া তথা ।
যথা দাহোপশমনমাশঙ্কে নামৃতৈরপি ॥ ১১॥

দূরং দূরমিতো গত্বা সমেত্য চ পুনঃ পুনঃ ।
ভ্রমত্যাশু দিগন্তেষু তৃষ্ণোন্মত্ত তুরঙ্গমী ॥ ১২॥

জড়সংসর্গিণী তৃষ্ণা কৃতোর্ধ্বাধোগমাগমা ।
ক্ষুব্ধা গ্রন্থিমতী নিত্যমারঘট্টাগ্ররজ্জুবৎ ॥ ১৩॥

অন্তর্গ্রথিতয়া দেহে সর্বদুশ্ছেদয়াঽনয়া ।
রজ্জ্বেবাশু বলীবর্দস্তৃষ্ণয়া বাহ্যতে জনঃ ॥ ১৪॥

পুত্রমিত্রকলত্রাদিতৃষ্ণয়া নিত্যকৃষ্টয়া ।
খগেষ্বিব কিরাত্যেদং জালং লোকেষু রচ্যতে ॥ ১৫॥

ভীষয়ত্যপি ধীরং মামন্ধয়ত্যপি সেক্ষণম্ ।
খেদয়ত্যপি সানন্দং তৃষ্ণা কৃষ্ণেব শর্বরী ॥ ১৬॥

কুটিলা কোমলস্পর্শা বিষবৈষম্যশংসিনী ।
দশত্যপি মনাক্স্পৃষ্টা তৃষ্ণা কৃষ্ণেব ভোগিনী ॥ ১৭॥

ভিন্দতী হৃদয়ং পুংসাং মায়াময়বিধায়িনী ।
দৌর্ভাগ্যদায়িনী দীনা তৃষ্ণা কৃষ্ণেব রাক্ষসী ॥ ১৮॥

তন্দ্রীতন্ত্রীগণৈঃ কোশং দধানা পরিবেষ্টিতম্ ।
নানন্দে রাজতে ব্রহ্মংস্তৃষ্ণা জর্জরবল্লকী ॥ ১৯॥

নিত্যমেবাতিমলিনা কটুকোন্মাদদায়িনী ।
দীর্ঘতন্ত্রী ঘনস্নেহা তৃষ্ণাগহ্বরবল্লরী ॥ ২০॥

অনানন্দকরী শূন্যা নিষ্ফলা ব্যর্থমুন্নতা ।
অমঙ্গলকরী ক্রূরা তৃষ্ণা ক্ষীণেব মঞ্জরী ॥ ২১॥

অনাবর্জিতচিত্তাপি সর্বমেবানুধাবতি ।
ন চাপ্নোতি ফলং কিঞ্চিত্তৃষ্ণা জীর্ণেব কামিনী ॥ ২২॥

সংসারবৃন্দে মহতি নানারসসমাকুলে ।
ভুবনাভোগরঙ্গেষু তৃষ্ণা জরঠনর্তকী ॥ ২৩॥

জরাকুসুমিতারূঢা পাতোৎপাতফলাবলিঃ ।
সংসারজঙ্গলে দীর্ঘে তৃষ্ণা বিষলতা ততা ॥ ২৪॥

যন্ন শক্নোতি তত্রাপি ধত্তে তাণ্ডবিতাং গতিম্ ।
নৃত্যত্যানন্দরহিতং তৃষ্ণা জীর্ণেব নর্তকী ॥ ২৫॥

ভৃশং স্ফুরতি নীহারে শাম্যত্যালোক আগতে ।
দুর্লঙ্ঘ্যেষু পদং ধত্তে চিন্তা চপলবর্হিণী ॥ ২৬॥

জডকল্লোলবহুলা চিরং শূন্যান্তরান্তরা ।
ক্ষণমুল্লাসমায়াতি তৃষ্ণা প্রাবৃট্তরঙ্গিণী ॥ ২৭॥

নষ্টমুৎসৃজ্য তিষ্ঠন্তং তৃষ্ণা বৃক্ষমিবাপরম্ ।
পুরুষাৎপুরুষং যাতি তৃষ্ণা লোলেব পক্ষিণী ॥ ২৮॥

পদং করোত্যলঙ্ঘ্যেঽপি তৃপ্তাপি ফলমীহতে ।
চিরং তিষ্ঠতি নৈকত্র তৃষ্ণা চপলমর্কটী॥

ইদং কৃত্বেদমায়াতি সর্বমেবাসমঞ্জসম্ ।
অনারতং চ যততে তৃষ্ণা চেষ্টেব চৈবিকী ॥ ৩০॥

ক্ষণমায়াতি পাতালং ক্ষণং যাতি নভস্থলম্ ।
ক্ষণং ভ্রমতি দিক্কুঞ্জে তৃষ্ণা হৃৎপদ্মষট্পদী ॥ ৩১॥

সর্বসংসারদোষাণাং তৃষ্ণৈকা দীর্ঘদুঃখদা ।
অন্তঃপুরস্থমপি যা যোজয়ত্যতিসঙ্কটে ॥ ৩২॥

প্রয়চ্ছতি পরং জাড্যং পরমালোকরোধিনী ।
মোহনীহারগহনা তৃষ্ণা জলদমালিকা ॥ ৩৩॥

সর্বেষাং জন্তুজাতানাং সংসারব্যবহারিণাম্ ।
পরিপ্রোতমনোমালা তৃষ্ণা বন্ধনরজ্জুবৎ ॥ ৩৪॥

বিচিত্রবর্ণা বিগুণা দীর্ঘা মলিনসংস্থিতিঃ ।
শূন্যা শূন্যপদা তৃষ্ণা শক্রকার্মুকধর্মিণী ॥ ৩৫॥

অশনির্গুণসস্যানাং ফলিতা শরদাপদাম্ ।
হিমং সংবিৎসরোজানাং তমসাং দীর্ঘয়ামিনী ॥ ৩৬॥

সংসারনাটকনটী কার্যালয়বিহঙ্গমী ।
মানসারণ্যহরিণী স্মরসঙ্গীতবল্লকী ॥ ৩৭॥

ব্যবহারাব্ধিলহরী মোহমাতঙ্গশৃঙ্খলা ।
সর্গন্যগ্রোধসুলভা দুঃখকৈরবচন্দ্রিকা ॥ ৩৮॥

জরামরণদুঃখানামেকা রত্নসমুদ্রিকা ।
আধিব্যাধিবিলাসানাং নিত্যং মত্তা বিলাসিনী ॥ ৩৯॥

ক্ষণমালোকবিমলা সান্ধকারলবা ক্ষণম্ ।
ব্যোমবীথ্যুপমা তৃষ্ণা নীহারগহনা ক্ষণম্ ॥ ৪০॥

গচ্ছত্যুপশমং তৃষ্ণা কায়ব্যায়ামশান্তয়ে ।
তমী ঘনতমঃকৃষ্ণা যথা রক্ষোনিবৃত্তয়ে ॥ ৪১॥

তাবন্মুহ্যত্যযং মূকো লোকো বিলুলিতাশয়ঃ ।
যাবদেবানুসন্ধত্তে তৃষ্ণা বিষবিষূচিকা ॥ ৪২॥

লোকোঽয়মখিলং দুঃখং চিন্তয়োজ্ঝিতয়োজ্ঝতি ।
তৃষ্ণাবিষূচিকামন্ত্রচিন্তাত্যাগো হি কথ্যতে ॥ ৪৩॥

তৃণপাষাণকাষ্ঠাদিসর্বমামিষশঙ্কয়া ।
আদদানা স্ফুরত্যন্তে তৃষ্ণা মৎস্যী হ্রদে যথা ॥ ৪৪॥

রোগার্তিরঙ্গনাতৃষ্ণা গম্ভীরমপি মানবম্ ।
উত্তানতাং নয়ন্ত্যাশু সূর্যাংশব ইবাম্বুজম্ ॥ ৪৫॥

অন্তঃশূন্যা গ্রন্থিমত্যো দীর্ঘস্বাঙ্কুরকণ্টকাঃ ।
মুক্তামণিপ্রিয়া নিত্যং তৃষ্ণা বেণুলতা ইব ॥ ৪৬॥

অহো বত মহচ্চিত্রং তৃষ্ণামপি মহাধিয়ঃ ।
দুশ্ছেদামপি কৃন্তন্তি বিবেকেনামলাসিনা ॥ ৪৭॥

নাসিধারা ন বজ্রার্চির্ন তপ্তায়ঃকণার্চিষঃ ।
তথা তীক্ষ্ণা যথা ব্রহ্মংস্তৃষ্ণেয়ং হৃদি সংস্থিতা ॥ ৪৮॥

উজ্জ্বলাঽসিততীক্ষ্ণাগ্রা স্নেহদীর্ঘদশা পরা ।
প্রকাশা দাহদুঃস্পর্শা তৃষ্ণা দীপশিখা ইব ॥ ৪৯॥

অপি মেরুসমং প্রাজ্ঞমপি শূরমপি স্থিরম্ ।
তৃণীকরোতি তৃষ্ণৈকা নিমেষেণ নরোত্তমম্ ॥ ৫০॥

সংস্তীর্ণগহনা ভীমা ঘনজালরজোময়ী ।
সান্ধকারোগ্রনীহারা তৃষ্ণা বিন্ধ্যমহাতটী ॥ ৫১॥

একৈক সর্বভুবনান্তরলব্ধলক্ষ্যা
দুর্লক্ষ্যতামুপগতৈব বপুঃস্থিতৈব ।
তৃষ্ণা স্থিতা জগতি চঞ্চলবীচিমলে
ক্ষীরোদকাম্বুতরলে মধুরেব শক্তিঃ ॥ ৫২॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে
বৈরাগ্যপ্রকরণে তৃষ্ণাভঙ্গো নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

শ্রীরাম উবাচ ।

আর্দ্রান্ত্রতন্ত্রীগহনো বিকারী পরিপাতবান্ ।
দেহঃ স্ফুরতি সংসারে সোঽপি দুঃখায় কেবলম্ ॥ ১॥

অজ্ঞোঽপি তজ্জ্ঞসদৃশো বলিতাত্মচমৎকৃতিঃ ।
যুক্ত্যা ভব্যোঽপ্যভব্যোঽপি ন জডো নাপি চেতনঃ ॥ ২॥

জডাজডদৃশোর্মধ্যে দোলায়িতদুরাশয়ঃ ।
অবিবেকী বিমূঢাত্মা মোহমেব প্রয়চ্ছতি ॥ ৩॥

স্তোকেনানন্দমায়াতি স্তোকেনায়াতি খেদিতাম্ ।
নাস্তি দেহসমঃ শোচ্যো নীচো গুণবহিষ্কৃতঃ ॥ ৪॥

আগমাপায়িনা নিত্যং দন্তকেসরশালিনা ।
বিকাসস্মিতপুষ্পেণ প্রতিক্ষণমলঙ্কৃতঃ ॥ ৫॥

ভুজশাখো ঘনস্কন্ধো দ্বিজস্তম্ভশুভস্থিতিঃ ।
লোচনালিবিলাক্রান্তঃ শিরঃপীঠবৃহৎফলঃ ॥ ৬॥

শ্রবদন্তরসগ্রস্তো হস্তপাদসুপল্লবঃ ।
গুল্মবানকার্যসঙ্ঘাতো বিহঙ্গমকৃতাস্পদঃ ॥ ৭॥

সচ্ছায়ো দেহবৃক্ষোঽয়ং জীবপান্থগণাস্পদঃ ।
কস্যাত্মীয়ঃ কস্য পর আস্থানাস্থে কিলাত্র কে ॥ ৮॥

তাত সন্তরণার্থেন গৃহীতায়াং পুনঃ পুনঃ ।
নাবি দেহলতায়াং চ কস্য স্যাদাত্মভাবনা ॥ ৯॥

দেহনাম্নি বনে শূন্যে বহুগর্তসমাকুলে ।
তনূরুহাসঙ্খ্যতরৌ বিশ্বাসং কোঽধিগচ্ছতি ॥ ১০॥

মাংসস্নায্বস্থিবলিতে শরীরপটহেঽদৃঢে ।
মার্জারবদহং তাত তিষ্ঠাম্যত্র গতধ্বনৌ ॥ ১১॥

সংসারারণ্যসংরূঢো বিলসচ্চিত্তমর্কটঃ ।
চিন্তামঞ্জরিতাকারো দীর্ঘদুঃখঘুণক্ষতঃ ॥ ১২॥

তৃষ্ণাভুজঙ্গমীগেহং কোপকাককৃতালয়ঃ ।
স্মিতপুণ্যোদ্গমঃ শ্রীমাঞ্শুভাশুভমহাফলঃ ॥ ১৩॥

সুস্কন্ধৌঘলতাজালো হস্তস্তবকসুন্দরঃ ।
পবনস্পন্দিতাশেষস্বাঙ্গাবয়বপল্লবঃ ॥ ১৪॥

সর্বেন্দ্রিয়খগধারঃ সুজানুস্তম্ভ উন্নতঃ ।
সরসচ্ছায়য়া যুক্তঃ কামপান্থনিষেবিতঃ ॥ ১৫॥

মূর্ধসঞ্জনিতাঽঽদীর্ঘশিরোরুহতৃণাবলিঃ ।
অহঙ্কারগৃধ্রকৃতকুলায়ঃ সুষিরোদরঃ ॥ ১৬॥

বিচ্ছিন্নবাসনাজালমূলত্বাদ্দুর্লবাকৃতিঃ ।
ব্যায়ামবিরসঃ কায়প্লক্ষোঽয়ং ন সুখায় মে ॥ ১৭॥

কলেবরমহঙ্কারগৃহস্থস্য মহাগৃহম্ ।
লুঠত্বভ্যেতু বা স্থৈর্যং কিমনেন মুনে মম ॥ ১৮॥

পঙ্ক্তিবদ্ধেন্দ্রিয়পশুং বলত্তৃষ্ণাগৃহাঙ্গনম্ ।
রাগরঞ্জিতসর্বাঙ্গং নেষ্ঠং দেহগৃহং মম ॥ ১৯॥

পৃষ্ঠাস্থিকাষ্ঠসঙ্ঘট্টপরিসঙ্কটকোটরম্ ।
আন্ত্ররজ্জুভিরাবদ্ধং নেষ্ঠং দেহগৃহং মম ॥ ২০॥

প্রসৃতস্নায়ুতন্ত্রীকং রক্তাম্বুকৃতকর্দমম্ ।
জরামঙ্কোলধবলং নেষ্ঠং দেহগৃহং মম ॥ ২১॥

চিত্তভৃত্যকৃতানন্তচেষ্টাবষ্টব্ধসংস্থিতি ।
মিথ্যামোহমহাস্থূণং নেষ্ঠং দেহগৃহং মম ॥ ২২॥

দুঃখার্ভককৃতাক্রন্দং সুখশয্যামনোরমম্ ।
দুরীহাদগ্ধদাসীকং নেষ্ঠং দেহগৃহং মম ॥ ২৩॥

মলাঢ্যবিষয়ব্যূহভাণ্ডোপস্করসঙ্কটম্ ।
অজ্ঞানক্ষারবলিতং নেষ্ঠং দেহগৃহং মম ॥ ২৪॥

গুল্ফগুগ্গুলুবিশ্রান্তজানূর্ধ্বস্তম্ভমস্তকম্ ।
দীর্ঘদোর্দারুসুদৃঢং নেষ্ঠং দেহগৃহং মম ॥ ২৫॥

প্রকটাক্ষগবাক্ষান্তঃ ক্রীডৎপ্রজ্ঞাগৃহাঙ্গনম্ ।
চিন্তাদুহিতৃকং ব্রহ্মন্নেষ্টং দেহগৃহং মম ॥ ২৬॥

মূর্ধজাচ্ছাদনচ্ছন্নকর্ণশ্রীচন্দ্রশালিকম্ ।
আদীর্ঘাঙ্গুলিনির্ব্যূহং নেষ্ঠং দেহগৃহং মম ॥ ২৭॥

সর্বাঙ্গকুড্যসঙ্ঘাতঘনরোময়বাঙ্কুরম্ ।
সংশূন্যপেটবিবরং নেষ্ঠং দেহগৃহং মম ॥ ২৮॥

নখোর্ণনাভিনিলয়ং সরমারণিতান্তরম্ ।
ভাঙ্কারকারিপবনং নেষ্ঠং দেহগৃহং মম ॥ ২৯॥

প্রবেশনির্গমব্যগ্রবাতবেগমনারতম্ ।
বিততাক্ষগবাক্ষং তন্নেষ্ঠং দেহগৃহং মম ॥ ৩০॥

জিহ্বামর্কটিকাক্রান্তবদনদ্বারভীষণম্ ।
দৃষ্টদন্তাস্থিশকলং নেষ্ঠং দেহগৃহং মম ॥ ৩১॥

ত্বক্সুধালেপমসৃণং যন্ত্রসঞ্চারচঞ্চলম্ ।
মনঃ সদারবুনোৎখাতং নেষ্ঠং দেহগৃহং মম ॥ ৩২॥

স্মিতদীপপ্রভোদ্ভাসি ক্ষণমানন্দসুন্দরম্ ।
ক্ষণং ব্যাপ্তং তমঃপূরৈর্নেষ্ঠং দেহগৃহং মম ॥ ৩৩॥

সমস্তরোগায়তনং বলীপলিতপত্তনম্ ।
সর্বাধিসারগহনং নেষ্ঠং দেহগৃহং মম ॥ ৩৪॥

অক্ষর্ক্ষক্ষোভবিষমা শূন্যা নিঃসারকোটরা ।
তমোগহনদিক্কুঞ্জা নেষ্টা দেহাটবী মম ॥ ৩৫॥

দেহালয়ং ধারয়িতুং ন শক্নোমি মুনীশ্বরঃ ।
পঙ্কমগ্নং সমুদ্ধর্তুং গজমল্লবলো যথা ॥ ৩৬॥

কিং শ্রিয়া কিং চ রাজ্যেন কিং কায়েন কিমীহিতৈঃ ।
দিনৈঃ কপিতয়েরেব কালঃ সর্ব নিকৃন্ততি ॥ ৩৭॥

রক্তমাংসময়স্যাস্য সবাহ্যাভ্যন্তরং মুনে ।
নাশৈকধর্মিণো ব্রুহি কৈব কায়স্য রম্যতা ॥ ৩৮॥

মরণাবসরে কায়া জীবং নানুসরন্তি যে ।
তেষু তাত কৃতঘ্নেষু কৈবাস্থা বদ ধীমতাম্ ॥ ৩৯॥

মত্তেভকর্ণাগ্রচলঃ কায়ো লম্বাম্বুভঙ্গুরঃ ।
ন সন্ত্যজতি মাং যাবত্তাবদেনং ত্যজাম্যহম্ ॥ ৪০॥

পবনস্পন্দতরলং পেলবঃ কায়পল্লবঃ ।
জর্জরস্তনুবৃত্তশ্চ নেষ্টো মে কটুনীরসঃ ॥ ৪১॥

ভুক্ত্বা পীত্বা চিরং কালং বালপল্লবপেলবাম্ ।
তনুতামেত্য যত্নেন বিনাশমনুধাবতি ॥ ৪২॥

তান্যেব সুখদুঃখানি ভাবাভাবময়ান্যসৌ ।
ভূয়োঽপ্যনুভবনকায়ঃ প্রাকৃতো হি ন লজ্জতে ॥ ৪৩॥

সুচিরং প্রভুতাং কৃত্বা সংসেব্য বিভবশ্রিয়ম্ ।
নোচ্ছ্রায়মেতি ন স্থৈর্যং কায়ঃ কিমিতি পাল্যতে ॥ ৪৪॥

জরাকালে জরামেতি মৃত্যুকালে তথা মৃতিম্ ।
সম এবাবিশেষজ্ঞঃ কায়ো ভোগিদরিদ্রয়োঃ ॥ ৪৫॥

সংসারাম্ভোধিজঠরে তৃষ্ণাকুহরকান্তরে ।
সুপ্তস্তিষ্ঠতি মুক্তেহো মূকোঽয়ং কায়কচ্ছপঃ ॥ ৪৬॥

দহনৈকার্থযোগ্যানি কায়কাষ্ঠানি ভূরিশঃ ।
সংসারাব্ধাবিহোহ্যন্তে কশ্চিত্তেষু নরং বিদুঃ ॥ ৪৭॥

দীর্ঘদৌরাত্ম্যবলয়া নিপাতফলপাতয়া ।
ন দেহলতয়া কার্যং কিঞ্চিদস্তি বিবেকিনঃ ॥ ৪৮॥

মজ্জনকর্দমকোশেষু ঝটিত্যেব জরাং গতঃ ।
ন জ্ঞায়তেয়াত্যচিরাৎকঃ কথং দেহদর্দুরঃ ॥ ৪৯॥

নিঃসারসকলারম্ভাঃ কায়াশ্চপলবায়বঃ ।
রজোমার্গেণ গচ্ছন্তো দৃশ্যন্তে নেহ কেনচিৎ ॥ ৫০॥

বায়োর্দীপস্য মনসো গচ্ছতো জ্ঞায়তে গতিঃ ।
আগচ্ছতশ্চ ভগবঞ্চরীরস্য কদাচন ॥ ৫১॥

বদ্ধাস্থা যে শরীরেষু বদ্ধাস্থা যে জগৎস্থিতৌ ।
তান্মোহমদিরোন্মত্তান্ধিগ্ধিগস্তু পুনঃ পুনঃ ॥ ৫২॥

নাহং দেহস্য নো দেহো মম নায়মহং তথা ।
ইতি বিশ্রান্তচিত্তা যে তে মুনে পুরুষোত্তমাঃ ॥ ৫৩॥

মানাবমানবহুলা বহুলাভমনোরমাঃ ।
শরীরমাত্রবদ্ধাস্থং ঘ্নন্তি দোষদৃশো নরম্ ॥ ৫৪॥

শরীরশ্বভ্রশায়িন্যা পিশাচ্যা পশলাঙ্গয়া ।
অহঙ্কারচমৎকৃত্যা ছলেন ছলিতা বয়ম্ ॥ ৫৫॥

প্রজ্ঞা বরাকী সর্বৈব কায়বদ্ধাস্থয়ানয়া ।
মিথ্যাদ্যানকুরাক্ষস্যা ছলিতা কষ্টমেকিকা ॥ ৫৬॥

ন কিঞ্চিদপি দৃশ্যেঽস্মিন্সত্যং তেন হতাত্মনা ।
চিত্রং দগ্ধশরীরেণ জনতা বিপ্রলভ্যতে ॥ ৫৭॥

দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব নির্ঝরাম্বুকণো যথা ।
পতত্যযময়ত্নেন জরঠঃ কায়পল্লবঃ ॥ ৫৮॥

কায়োঽয়মচিরাপায়ো বুদ্বুদোঽম্বুনিধাবিব ।
ব্যর্থং কার্যপরাবর্তে পরিস্ফুরতি নিষ্ফলঃ ॥ ৫৯॥

মিথ্যাজ্ঞানবিকারেঽস্মিন্স্বপ্নসম্ভ্রমপত্তনে ।
কায়ে স্ফুটতরাপায়ে ক্ষণমাস্থা ন মে দ্বিজ ॥ ৬০॥

তডিৎসু শরদভ্রেষু গন্ধর্বনগরেষু চ
স্থৈর্যং যেন বিনির্ণীতং স বিশ্বসিতু বিগ্রহে ॥ ৬১॥

সততভঙ্গুরকার্যপরম্পরা
বিজয়িজাতজয়ং হঠবৃত্তিষু ।
প্রবলদোষমিদং তু কলেবরম্
তৃণমিবাহমপোহ্য সুখং স্থিতঃ ॥ ৬২॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্বাসিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে
বৈরাগ্যপ্রকরণে কায়জুগুপ্সা নামাষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮॥

বৈরাগ্যের সূচনা (প্রথম অধ্যায়)

শ্রদ্ধেয় মহাগণপতির চরণে প্রণাম জানাই।

যে চেতনার থেকে সকল জীবের উদ্ভব হয়, যেখানে তারা অবস্থান করে এবং যার মধ্যেই তারা লীন হয়ে যায়—আমি সেই পরমসত্ত্বাকে প্রণাম জানাই। (১)

যে আত্মা জ্ঞানী, জ্ঞানের মাধ্যম এবং জ্ঞেয় বস্তু—যিনি দ্রষ্টা, দর্শন এবং দৃশ্যমান জগতেরও অতীত—আমি সেই জ্ঞানাত্মাকে প্রণাম জানাই। (২)

যে ব্রহ্মানন্দের সাগরের তরঙ্গরূপে আনন্দ প্রবাহিত হয়, যার কারণে সমস্ত জীবের অস্তিত্ব বিদ্যমান—আমি সেই ব্রহ্মানন্দময় চৈতন্যকে প্রণাম জানাই। (৩)

সুতীক্ষ্ণ মুনির জিজ্ঞাসা

একদিন সুতীক্ষ্ণ নামে এক ব্রাহ্মণ, যিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, সংশয়বশত মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং বিনম্রভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। (৪)

সুতীক্ষ্ণ বললেন—

"ভগবান, আপনি জ্ঞানের তত্ত্ববিদ, সকল শাস্ত্র পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করেছেন। আমার মনে এক মহান সন্দেহ জাগ্রত হয়েছে, দয়া করে তার সমাধান করুন। (৫)

মুক্তির মূল কারণ কী? কর্ম, না জ্ঞান? নাকি উভয়ই মুক্তির উপায়? আপনি দয়া করে নিশ্চিতভাবে এর উত্তর দিন।" (৬)

অগস্ত্য মুনির উত্তর

অগস্ত্য মুনি বললেন—

"যেমন একটি পাখি তার দুই ডানা ছাড়া উড়তে পারে না, তেমনি কর্ম ও জ্ঞান—এই দুইয়ের মাধ্যমে পরমপদ (মুক্তি) অর্জিত হয়। (৭)

শুধুমাত্র কর্ম দ্বারা মুক্তি সম্ভব নয়, আবার শুধুমাত্র জ্ঞান দ্বারাও নয়। বরং উভয়ের সংমিশ্রণই মুক্তির প্রকৃত পথ।" (৮)

একটি পুরানো কাহিনি

অতীতে, এক করুণ নামক ব্রাহ্মণ ছিলেন, যিনি বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন। (৯)

তিনি অগ্নিবেশ নামক ঋষির পুত্র ছিলেন এবং বেদ ও উপনিষদে পারদর্শী ছিলেন। গুরুগৃহে শিক্ষা শেষ করে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। (১০)

কিন্তু তখন তিনি কর্ম সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়লেন এবং কর্ম করার আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। (১১)

তাকে দেখে তার পিতা অগ্নিবেশ বললেন—

"পুত্র, তুমি কেন নিজের ধর্মীয় কর্ম পরিত্যাগ করছো? কর্ম ত্যাগ করলে তুমি সিদ্ধি লাভ করবে কীভাবে?" (১২)

তখন করুণ উত্তর দিলেন—

"যতদিন জীবন আছে, ততদিন অগ্নিহোত্র, সন্ধ্যা উপাসনা ইত্যাদি ধর্মীয় আচরণ পালন করা উচিত। শাস্ত্র ও স্মৃতিতে এই বিধানই দেওয়া হয়েছে। (১৩)

কিন্তু কেবলমাত্র ধন দ্বারা, কর্ম দ্বারা বা সন্তান উৎপাদন দ্বারা মুক্তি সম্ভব নয়। মুক্তি অর্জনের জন্য একমাত্র ত্যাগই পথ বলে বলা হয়েছে।" (১৪)

“তাহলে আমি কী করবো? আমি কি কর্ম করবো, নাকি কর্ম ত্যাগ করবো?” (১৫)

এই সন্দেহের কারণে করুণ মৌন ধারণ করলেন এবং কর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। (১৬)

অগস্ত্য মুনির সিদ্ধান্ত

অগস্ত্য মুনি বললেন—

“এইভাবে করুণ মুনি এক গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন, কিন্তু তাও সন্দেহ দূর হলো না। তাই তার পিতা আবার তাকে ডাকলেন।” (১৭)

অগ্নিবেশ বললেন—

“পুত্র, শোনো। আমি তোমাকে একটি মহৎ কাহিনি বলবো, যা তোমার সমস্ত সন্দেহ দূর করবে। তুমি একাগ্রচিত্তে মনোযোগ দিয়ে শুনবে।” (১৮)

এক ঐশ্বরিক উপাখ্যান

হিমালয়ের শৃঙ্গে একসময় এক অপ্সরা, সুরুচি নামে এক দেবকন্যা, বসে ছিলেন। (১৯)

সেখানে অপ্সরারা কামপ্রবৃত্ত হয়ে আনন্দে নিমগ্ন ছিল, আর তারা এক প্রবল স্রোতের মতো কামতরঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছিলেন। (২০)

ঠিক সেই সময়ে এক দেবদূত সেই স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে দেখে অপ্সরাটি জিজ্ঞাসা করলেন—

“হে দেবদূত, তুমি কোথা থেকে এসেছো? আর এখন কোথায় যাও?” (২১)

দেবদূত উত্তর দিলেন—

“তুমি যথার্থই প্রশ্ন করেছো, আমি তোমাকে সব খুলে বলছি। একসময় এক মহান রাজর্ষি অরিষ্টনেমি ছিলেন, যিনি রাজ্য ত্যাগ করে বনবাসে গিয়েছিলেন।” (২২)

“তিনি পরম নিরাসক্ত হয়ে গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যায় লিপ্ত ছিলেন।” (২৩)

“রাজকাজ সম্পন্ন করার পর আমি এখন তার কাছে এক বিশেষ বার্তা নিয়ে যাচ্ছি।” (২৪)

এভাবে দেবদূত সেই রাজর্ষির কাহিনি বর্ণনা করলেন এবং অপ্সরা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। (২৫)

উপসংহার

এইভাবে অগস্ত্য মুনি করুণ মুনির কাছে জ্ঞানের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করলেন।

এটি বৈরাগ্যের প্রথম অধ্যায় যেখানে মুক্তির পথ, কর্ম ও জ্ঞানের সম্পর্ক এবং আত্মজিজ্ঞাসার গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে।

বৈরাগ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়

আমি সেই সর্বব্যাপী আত্মাকে প্রণাম জানাই, যিনি স্বর্গে, পৃথিবীতে ও আকাশে বিরাজমান। তিনি নিজে আলোকিত এবং অন্য সকল কিছুকে আলোকিত করেন। (১)

বাল্মীকি মুনির বাণী

যদি কেউ বলে, “আমি আবদ্ধ, আমি মুক্ত হবো”—এমন চিন্তা যার মনে আছে, সে ব্যক্তি একেবারে মূর্খও নয়, আবার সম্পূর্ণ জ্ঞানীও নয়। সে ব্যক্তি শাস্ত্র অধ্যয়নের যোগ্য। (২)

যে ব্যক্তি মোক্ষ (মুক্তি) লাভের উপায় সম্পর্কে গভীর চিন্তা ও বিচার করে, সে পুনরায় এই মায়াজালে আবদ্ধ হয় না। (৩)

এই রামায়ণে আমি রামের জীবন এবং মুক্তির উপায় বর্ণনা করেছি। অতীতে আমি প্রথমেই এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছি। (৪)

আমি ভরদ্বাজ নামক এক বিনীত ও মেধাবী শিষ্যের শিক্ষক ছিলাম। আমি তাকে সম্পূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে এই জ্ঞান দান করেছিলাম, যেন এক সমুদ্র তার সব রত্ন দান করে। (৫)

এ সকল উপদেশ একসময় ভরদ্বাজ মুনি ব্রহ্মার কাছে শুনেছিলেন, যখন তিনি এক নির্জন পর্বতের গুহায় অবস্থান করছিলেন। (৬)

সেই সময়, পরমেশ্বর ব্রহ্মা, যিনি সমস্ত লোকের পিতামহ, সন্তুষ্ট হয়ে ভরদ্বাজকে বর প্রদান করলেন এবং বললেন—(৭)

ভরদ্বাজ মুনির প্রশ্ন

ভরদ্বাজ বললেন—

“হে ভগবান! আজ আমি যে বর চাই, তা এই নয় যে আমি নিজে কোনো ধন-সম্পদ বা ক্ষমতা লাভ করবো। বরং এমন কিছু দিন, যাতে এই জগতে থাকা মানুষ দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে।” (৮)

ব্রহ্মার উপদেশ

ব্রহ্মা বললেন—

“হে মুনীশ্রেষ্ঠ! তুমি তৎক্ষণাৎ বাল্মীকির শরণ গ্রহণ করো। তিনি ইতিমধ্যে রামায়ণ রচনা শুরু করেছেন, যা এক অতুলনীয় মহাগ্রন্থ। (৯)

যে ব্যক্তি এই রামায়ণের শিক্ষাগুলি শুনবে, সে অবশ্যই মোহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ঠিক যেমন এক ব্যক্তি একটি নৌকার সাহায্যে বিশাল মহাসাগর পার হয়ে যায়। (১০)

বাল্মীকি মুনির প্রতিক্রিয়া

বাল্মীকি বললেন—

এই কথা বলে ব্রহ্মা ভরদ্বাজ মুনিকে পাঠিয়ে দিলেন এবং আমার আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তখন ভরদ্বাজও তাঁর সঙ্গে আমার আশ্রমে এলেন। (১১)

আমি তখন তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাকে যথাযথ পূজা করলাম, তাঁকে অর্ঘ্য ও পদ্য প্রদান করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন—

“হে মহামুনি! আমি সমস্ত জীবের কল্যাণে নিয়োজিত। তুমি রামের প্রকৃত স্বরূপ ও মুক্তির পথ ব্যাখ্যা করো। এতে কোনো সংকোচ কোরো না, বরং অবিচলচিত্তে এই কর্ম সম্পাদন করো।” (১২-১৩)

এই রামায়ণ নামক গ্রন্থের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ এই দুর্দশার সংসার-সাগর থেকে মুক্ত হতে পারবে। ঠিক যেমন এক শক্তিশালী নৌকা মানুষকে মহাসমুদ্র পার করে দেয়। (১৪)

আমি তোমার নিকট এই উদ্দেশ্যেই এসেছি। তুমি দয়াপরবশ হয়ে এই মহান গ্রন্থ রচনা করো এবং সকলের কল্যাণের জন্য এই জ্ঞান বিতরণ করো। (১৫)

এই কথা বলার পর, ব্রহ্মা আমার আশ্রম থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ঠিক যেন বিশাল সাগরের মধ্যে এক প্রবল তরঙ্গ মুহূর্তের জন্য জেগে ওঠে, তারপর মিলিয়ে যায়। (১৬)

ব্রহ্মার চলে যাওয়ার পর, আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম এবং পুনরায় ভরদ্বাজ মুনির কাছে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—(১৭)

“ভরদ্বাজ, ব্রহ্মা তোমাকে ঠিক কী বলেছিলেন? আমি শুনতে চাই।” (১৮)

ভরদ্বাজ মুনির উত্তরে ব্রহ্মার নির্দেশ

ভরদ্বাজ বললেন—

“ভগবান ব্রহ্মা বলেছেন, ‘তুমি রামায়ণ রচনা করো, যা সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য এবং যা এই সংসার সাগর থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়।’” (১৯)

“এখন, হে মুনি! আমাকেও বলুন—এই সংসারের ক্লেশ থেকে মুক্তি লাভের জন্য রাম কীভাবে জীবনযাপন করতেন? ভরত কীভাবে ছিলেন?” (২০)

“শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ এবং সতী সীতা কীভাবে তাঁদের জীবন কাটিয়েছিলেন? তাঁদের মন্ত্রিগণ ও অনুসারীরা কীভাবে ছিলেন?” (২১)

“তারা কীভাবে নির্বিঘ্ন জীবনযাপন করতেন? দয়া করে আমাকে স্পষ্টভাবে বলুন, যাতে আমি ও এই জনসাধারণও তাঁদের জীবন অনুসরণ করতে পারি।” (২২)

বাল্মীকি মুনির উত্তর

বাল্মীকি বললেন—

“ভরদ্বাজ, আমি তোমার অনুরোধের প্রতি সম্মান জানিয়ে রাজা দশরথের আদেশ অনুসারে এই জ্ঞান প্রদান করতে প্রস্তুত। আমি তোমাকে সমস্ত কথা বলবো।” (২৩)

“শুনো, হে বৎস! আমি তোমাকে সেই জ্ঞান প্রদান করবো, যা তোমার মোহ ও অজ্ঞতার সমস্ত আবরণ দূর করবে।” (২৪)

“প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সঠিক জীবনযাপন করে আনন্দ লাভ করেন, কারণ তিনি জানেন কীভাবে সংসারে থাকতেও আসক্তি ত্যাগ করা যায়। এইভাবে রাম, যিনি পদ্মনয়নের মতো সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট ছিলেন, সংসার জীবন যাপন করতেন।” (২৫)

“তাঁর অনুগামী ছিলেন লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। তাঁদের মা কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং সতী সীতা দেবীও সংসারে থেকে ধর্মের অনুসরণ করতেন।” (২৬)

“মুনি বসিষ্ঠ, বামদেব ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ তাঁদের সাথে ছিলেন, যারা শাস্ত্রজ্ঞ ও পরম জ্ঞানী ছিলেন।” (২৭)

“ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বাস, সত্য, বিজয়, বিভীষণ, সুষেণ, হনুমান এবং ইন্দ্রজিৎ—এই আটজন মন্ত্রি ছিলেন, যারা সংসারে থেকেও আসক্তিহীন ছিলেন।” (২৮)

“তাঁরা সকলে ছিলেন মুক্ত আত্মা এবং তাঁদের জীবন অনুসরণ করাই মুক্তির পথ।” (২৯)

উপসংহার

“যদি তুমি তাঁদের মতো জীবনযাপন করো, তবে তুমি সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।” (৩০)

“যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার গভীর সাগরে নিমজ্জিত, কিন্তু মুক্তির পথ জানে, সে কখনও দুঃখ ও দুর্দশায় পতিত হয় না। সে শোক মুক্ত হয়, দৈন্য থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং সর্বদা শান্ত ও তৃপ্ত থাকে।” (৩১)

এটি বৈরাগ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়, যেখানে বাল্মীকি মুনি ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে রাম ও তাঁর অনুগামীরা সংসারে থেকেও মুক্তির পথ অনুসরণ করেছিলেন।

বৈরাগ্যের তৃতীয় অধ্যায় - তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গ

ভরদ্বাজ মুনির প্রশ্ন

ভরদ্বাজ মুনি বললেন—
"হে ব্রহ্মজ্ঞ, আমি জানতে চাই যে কীভাবে রাম জীবন্মুক্ত (জীবিত অবস্থায় মুক্ত) অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করলেন। দয়া করে বিস্তারিত বলুন, যাতে আমিও সুখী হতে পারি।" (১)

বাল্মীকির উত্তর

বাল্মীকি মুনি বললেন—
"যে ব্যক্তি একবার সত্য জ্ঞান উপলব্ধি করেছে, তার আর কখনো পুনরায় ভুল ধারণায় আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই আমি মনে করি, বিস্মৃতিই উত্তম, কারণ সত্য উপলব্ধির পর পূর্বের বিভ্রম আর ফিরে আসে না।" (২)

“যে ব্যক্তি দৃশ্যমান বিশ্বের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে পারে, সেই প্রকৃত বোধ লাভ করে। কাজেই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যথাযথ বিচার-বিবেচনা করা উচিত।” (৩)

“এই উপলব্ধি সম্ভবপর; এজন্যই আমি এই শাস্ত্র রচনা করেছি। যদি তুমি একাগ্র মনে এই শাস্ত্রের জ্ঞান গ্রহণ করো, তবে মুক্তিলাভ করবে। অন্য কোনো পথ নেই।” (৪)

“এই জগত্ মায়াময়, দৃশ্যমান হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অস্তিত্বশূন্য। যেমন শূন্য আকাশ রঙিন মনে হলেও তা আসলে নির্নির্মল। ঠিক তেমনি মায়া আমাদের বিভ্রান্ত করে।” (৫)

“যখন কেউ অনুভব করে যে ‘দৃশ্যমান বিশ্ব অস্তিত্বহীন’, তখনই তার মন সকল মায়ার জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়। সেই অবস্থাই প্রকৃত নির্বাণ, চূড়ান্ত মুক্তি।” (৬)

“অন্যথায়, কেউ যদি কেবল শাস্ত্র পড়েই জ্ঞানী হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু আত্মোপলব্ধি না করে, তবে সে অসংখ্য জন্ম নিয়েও মুক্তি লাভ করতে পারবে না।” (৭)

“বাসনা বা ইচ্ছার সম্পূর্ণ ত্যাগই প্রকৃত মোক্ষ (মুক্তি)। হে ব্রহ্মন, এটিই সর্বোচ্চ শুদ্ধ অবস্থা।” (৮)

“যখন বাসনা ক্ষীণ হয়ে যায়, তখন মন মুহূর্তের মধ্যেই শুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন, যখন হিমবাহ ক্ষীণ হয়, তখন শীতের তীব্রতাও কমে যায়।” (৯)

“এই দেহ বাসনার দ্বারা টিকে আছে, যেমন একটি কাপড় সূতোর বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। যদি সেই বন্ধন কেটে দেওয়া হয়, তবে দেহও মুক্ত হয়।” (১০)

“বাসনা দুই প্রকার—একটি পবিত্র ও অন্যটি অপবিত্র। অপবিত্র বাসনা জন্ম ও বন্ধনের কারণ, কিন্তু শুদ্ধ বাসনা জন্ম ও বন্ধনের অবসান ঘটায়।” (১১)

“অজ্ঞানতা থেকে উৎপন্ন বাসনা ঘন ও অহংকারপূর্ণ হয় এবং তা পুনর্জন্মের কারণ হয়। এই বাসনাই সকল আবদ্ধতার মূল।” (১২)

“কিন্তু যে ব্যক্তি পুনর্জন্মের মূল বাসনাকে পরিত্যাগ করে, সে তার পূর্বসংস্কার থেকে মুক্ত হয় এবং জীবন্মুক্ত (জীবিত অবস্থায় মুক্ত) হয়ে যায়।” (১৩)

“যে ব্যক্তি পুনর্জন্ম-নিরসনকারী শুদ্ধ বাসনায় অবস্থান করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী, এবং তাঁর শরীর থাকা না-থাকা সমান।” (১৪)

“যাদের শুদ্ধ বাসনা থাকে, তারা আর পুনর্জন্মে প্রবৃত্ত হয় না। তাঁরা প্রকৃত জীবন্মুক্ত মহাজ্ঞানী।” (১৫)

“যেভাবে মহাজ্ঞানী রাম চিরমুক্তির অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন, সেই বিষয়টি আমি তোমাকে বলছি, যাতে তুমি জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারো।” (১৬)

রামের তীর্থযাত্রা

“হে মহাবুদ্ধিমান ভরদ্বাজ, রামের জীবন ও কর্মের শুভতর ক্রম আমি তোমাকে বলছি। এই জ্ঞান দ্বারা তুমি সর্বদা সবকিছু জানতে পারবে।” (১৭)

“বিদ্যাগৃহ থেকে বের হয়ে রাম আনন্দময় ক্রীড়ার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করছিলেন, তাঁর অন্তরে কোনো ভয় ছিল না।” (১৮)

“সময়ের প্রবাহে, রাজা দশরথ সুশাসনের মাধ্যমে রাজ্যকে শোক ও দুঃখমুক্ত করলেন এবং জনগণ সুখী ও নির্ভার হয়ে জীবনযাপন করছিল।” (১৯)

“সেই সময়ে, মহাগুণী রামের মনে তীর্থ ও পবিত্র আশ্রম দর্শনের গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলো।” (২০)

“এই চিন্তা করে, তিনি পিতার চরণে গিয়ে সস্নেহে প্রণত হলেন, ঠিক যেমন পদ্মের উপর এক রাজহংস তার নখ ও পালক বিস্তার করে।” (২১)

রামের নিবেদন

রাম বললেন—
"পিতা, আমি দেবতাদের মন্দির, আশ্রম ও তীর্থ দর্শন করতে চাই। এই ইচ্ছা আমার অন্তরে গভীরভাবে উত্থিত হয়েছে।" (২২)

"এই পূর্বের মনোবাঞ্ছাকে আপনি আজ সফল করুন। এই পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যিনি আপনার কাছে কিছু চেয়ে পাননি।" (২৩)

রাজা দশরথের অনুমোদন

"রাজা, বসিষ্ঠ মুনির পরামর্শ নিয়ে, প্রথমেই এই ভ্রমণের অনুমতি দিলেন এবং রামের ইচ্ছা পূরণ করলেন।" (২৪)

"শুভ নক্ষত্রযোগে, রাম তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে এক পবিত্র তীর্থযাত্রায় বের হলেন। তাঁর শরীরে মঙ্গলচিহ্ন, দ্বিজগণ কর্তৃক সম্পন্ন শুভ কার্য ও আশীর্বাদ ছিল।" (২৫)

"বসিষ্ঠ মুনি ও অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞ মুনিরা তাঁকে সঙ্গ দিলেন, আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন স্নেহশীল রাজপুত্র।" (২৬)

"মাতারা স্নেহ ও আশীর্বাদ প্রদান করে, আলিঙ্গন করে তাঁকে অলংকৃত করলেন, আর তিনি নিজ গৃহ থেকে তীর্থযাত্রার জন্য যাত্রা করলেন।" (২৭)

"যাত্রার সময় রাজপুরুষরা তাঁকে সম্মান জানালো, নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজতে লাগলো, আর নগরনারীরা শ্রদ্ধাভরে তাঁকে দেখছিলেন।" (২৮)

"গ্রামের নারীরা হাসিমুখে তাঁকে কুসুম বৃষ্টি দ্বারা অভ্যর্থনা জানালেন। সেই দৃশ্য ছিল বরফাচ্ছাদিত হিমালয়ের মতো শুভ্র ও পবিত্র।" (২৯)

"তিনি বেদপাঠরত ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা জানালেন, প্রজাদের শুভকামনা শুনলেন, আর দিগন্ত বিস্তৃত স্থানসমূহ পরিদর্শন করলেন।" (৩০)

"ক্রমে, তিনি কোশল রাজ্যের সমস্ত তীর্থ ও পূণ্যস্থান দর্শন করলেন, স্নান, দান, তপস্যা ও ধ্যান করলেন।" (৩১)

"তিনি নদীতীর, গভীর বন, পবিত্র অরণ্য, ও বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিদর্শন করলেন।" (৩২)

"মন্দাকিনী, কালিন্দী, সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা ও অন্যান্য মহাপবিত্র নদীগুলো দর্শন করলেন।" (৩৩)

"তিনি বেণী, কৃষ্ণবেণী, সরযূ, চর্মণ্বতী, বিতস্তা, বিপাশা ও বাহুদা নদী দর্শন করলেন।" (৩৪)

"তিনি প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, গয়া, বারাণসী, শ্রীগিরি, কেদার ও পুষ্কর দর্শন করলেন।" (৩৫)

"এছাড়াও, মানস সরোবর, উত্তরমানস, বডবাবদন ও অসংখ্য তীর্থস্থান পরিদর্শন করলেন।" (৩৬)

"তিনি অগ্নিতীর্থ, মহাতীর্থ, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, বহু নদী ও হ্রদ পরিদর্শন করলেন।" (৩৭)

"স্বামীনাথ, কার্তিকেয়, শালগ্রাম ও বিষ্ণুর চতুষ্পাঠীস্থল দর্শন করলেন।" (৩৮)

"তিনি বিন্ধ্য, মন্দার ও অন্যান্য মহান পাহাড়-পর্বত, ব্রহ্মর্ষিদের আশ্রম, দেবতাদের তীর্থ দর্শন করলেন।" (৩৯-৪০)

"অবশেষে, চারদিকে পরিভ্রমণ শেষে, রাম মহিমময় পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি যেন দিক-বিদিকে পরিভ্রমণ শেষে শিবলোকে ফিরে আসা ঈশ্বর!" (৪২)

এই অধ্যায়ে রামের তীর্থযাত্রার বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে তিনি বিভিন্ন পবিত্র স্থান দর্শন করেন এবং নিজেকে আত্মশুদ্ধির পথে পরিচালিত করেন।

বৈরাগ্যের চতুর্থ অধ্যায় – দৈনন্দিন জীবনের নীতিবিচার

রামের গৃহপ্রত্যাবর্তন

বাল্মীকি মুনি বললেন—

“যেমন দেবলোকে জয়ন্ত দেবগণকে অভ্যর্থনা জানিয়ে স্বাগত জানান, তেমনই রামের গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় নগরবাসীরা তাঁকে ফুলের অঞ্জলি দিয়ে সাদরে বরণ করলেন।” (১)

“রাম প্রথমেই তাঁর পিতা রাজা দশরথ, গুরু বসিষ্ঠ, ভ্রাতাগণ, আত্মীয়স্বজন, ব্রাহ্মণ ও কুলপণ্ডিতদের শ্রদ্ধাভরে প্রণাম জানালেন।” (২)

“ভ্রাতা, সুহৃদ ও ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে বারবার আলিঙ্গন করে তিনি তাঁদের আনন্দে ভাসিয়ে দিলেন। রাঘব তাঁর প্রিয়জনদের সান্নিধ্যে সুখময় সময় কাটালেন।” (৩)

“রাজগৃহে প্রিয় কথোপকথন, হাস্য-পরিহাস ও স্নেহভরা আলোচনায় সকলে আনন্দময় হয়ে উঠল। যেন কোমল বাঁশির সুরের মৃদু অনুরণন।” (৪)

“অষ্টদিন ধরে রামের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে এক মহা উৎসব পালিত হলো। নগরবাসী হাস্য-কোলাহলে মাতোয়ারা হয়ে গেলেন।” (৫)

“এরপর থেকে রাম সুখে গৃহে অবস্থান করলেন, বিভিন্ন স্থানের প্রকৃতি, রীতি-নীতি ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগলেন।” (৬)

রাজসভায় রামের উপস্থিতি

“রাম প্রত্যহ প্রভাতে উঠে যথানিয়মে স্নান ও সন্ধ্যা উপাসনা সম্পন্ন করে রাজসভায় প্রবেশ করতেন। সেখানে তিনি স্বপিতা রাজা দশরথকে দেখতে পেতেন, যিনি স্বয়ং দেবেন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।” (৭)

“গুরু বসিষ্ঠ ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে নানা জ্ঞানগর্ভ কথোপকথনে তিনি চার ভাগের এক ভাগ দিন অতিবাহিত করতেন।” (৮)

“পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে বের হতেন। বনে নানা বন্যশূকর ও মহিষ দ্বারা পূর্ণ শিকারভূমি ছিল।” (৯)

“এরপর রাজপ্রাসাদে ফিরে যথানিয়মে স্নান, আহার ও বিশ্রাম গ্রহণ করে তিনি সুহৃদদের সঙ্গে আনন্দে রাত্রি যাপন করতেন।” (১০)

“এইভাবে তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে তীর্থযাত্রার পর পিতার গৃহে অবস্থান করলেন এবং নিয়মমাফিক জীবন যাপন করতে লাগলেন।” (১১)

রামের দিনযাপন ও রাজধর্ম

“তিনি রাজধর্ম, ন্যায়বিচার ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় নিপুণতার সঙ্গে সময় কাটালেন। তাঁর নম্রতা, জ্ঞান ও চন্দ্রকিরণের মতো কোমল ব্যবহারে মহাজনের হৃদয় প্রশান্ত হলো।” (১২)

উপসংহার

এই অধ্যায়ে রামের গৃহপ্রত্যাবর্তন, রাজসভায় অবস্থান, নীতি ও ধর্মচর্চার বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি কেবল রাজকীয় জীবনযাপন করেননি, বরং জ্ঞান, বিনয় ও ধর্মচর্চার মাধ্যমে তাঁর জীবনকে মহৎ করে তুলেছিলেন।

বৈরাগ্যের পঞ্চম অধ্যায় – রামের বৈরাগ্যের সূচনা (বাংলা অনুবাদ)

রামের বয়স ষোলো হলে...

বাল্মীকি মুনি বললেন—

“যখন রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রামের বয়স ষোলো বছর হলো, তখন তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নও তাঁর মতোই আচরণ করতে লাগলেন।” (১)

“ভরত তখন তাঁর মাতামহের গৃহে সুখে অবস্থান করছিলেন, আর রাজা দশরথ যথাযথভাবে সমগ্র রাজ্য শাসন করছিলেন।” (২)

“তিনি প্রতিদিন মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে, পরিপক্ক বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সমস্ত নীতির সিদ্ধান্ত নিতেন।” (৩)

রামের পরিবর্তন

“তীর্থযাত্রা সম্পন্ন করে রাম যখন নিজ গৃহে ফিরে এলেন, তখন ধীরে ধীরে তিনি পরিবর্তিত হতে লাগলেন, যেন শরতের বিশুদ্ধ সরোবর শুকিয়ে যাচ্ছে।” (৪)

“বিশাল নয়নবিশিষ্ট রামের মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠল, যেমন একটি ধবধবে শ্বেতপদ্ম বিবর্ণ হতে থাকে।” (৫)

“তিনি পদ্মাসনে বসে রইলেন, এক হাত গালের কাছে রেখে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেন, যেন কোনো কর্ম করার ইচ্ছাই নেই।” (৬)

“তাঁর দেহ কৃশ হয়ে গেল, চিন্তার ভারে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়লেন, চরম বিমর্ষ মনে একেবারেই নির্বাক হয়ে গেলেন। যেন তিনি কোনো পাথরে খোদাই করা লিপির মতো নির্জীব!” (৭)

“দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ করতেও তিনি অনাগ্রহী হয়ে গেলেন। পরিচারকেরা বারবার অনুরোধ করলেও তিনি অনিচ্ছাসহকারে কেবল প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতেন। তাঁর মুখশ্রী ম্লান হয়ে গিয়েছিল।” (৮)

রামের এই অবস্থায় সকলেই উদ্বিগ্ন

“গুণের আধার রামের এই পরিবর্তন দেখে তাঁর ভ্রাতারা একইভাবে মনমরা হয়ে পড়লেন, তাঁদের মনেও একই ধরনের অবসাদ দেখা দিল।” (৯)

“পুত্রদের এমন অবস্থা দেখে, রাজা দশরথও চরম চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। রানি-অন্তঃপুরের সঙ্গেই তিনিও দুঃখে নিমজ্জিত হলেন।” (১০)

“তিনি রামকে বারবার প্রশ্ন করতে লাগলেন—‘পুত্র, তুমি কিসের জন্য এত চিন্তিত?’ কিন্তু রাম কোনো উত্তর দিলেন না।” (১১)

“অবশেষে তিনি শুধু বললেন, ‘তাত! আমার কোনো দুঃখ নেই।’ তারপর তিনি পিতার কোলে গিয়েও নির্বাক হয়ে রইলেন।” (১২)

দশরথের উদ্বেগ ও বসিষ্ঠের পরামর্শ

“এই পরিস্থিতিতে রাজা দশরথ চরম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি বসিষ্ঠ মুনিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘হে মহামুনি! রামের এই দুঃখের কারণ কী?’” (১৩)

“বসিষ্ঠ মুনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—‘হে রাজন! নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। তবে এতে আপনি দুঃখিত হবেন না।’” (১৪)

“বৃহৎ আত্মারা কখনোই সামান্য কারণে খুশি বা বিষণ্ণ হন না। যেমন, মহাসৃষ্টি বা মহাপ্রলয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়া বৃহৎ পরিবর্তন ঘটে না।” (১৫)

উপসংহার

এই অধ্যায়ে রামের গভীর বৈরাগ্যের সূচনা, তাঁর ক্রমশ নীরবতা ও জীবন থেকে আগ্রহ হারানোর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রাজা দশরথ ও পরিবারের সবাই এতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং বসিষ্ঠ মুনি তাঁর পরিস্থিতির কারণ জানার চেষ্টা করেন।

বৈরাগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায় – বিশ্বামিত্রের আগমন

বিশ্বামিত্রের আগমনের পূর্ব মুহূর্ত

বাল্মীকি মুনি বললেন—

“বসিষ্ঠ মুনি এইভাবে রাজা দশরথকে সান্ত্বনা দেওয়ার পরেও, রাজা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রইলেন। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করলেন।” (১)

“রাজপ্রাসাদের সমস্ত রানিরাও দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সকলে রামের অস্বাভাবিক আচরণের দিকে গভীরভাবে নজর রাখছিলেন।” (২)

“ঠিক সেই সময়, মহান ঋষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যার রাজসভায় প্রবেশ করলেন। তিনি রাজা দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন।” (৩)

বিশ্বামিত্রের অভিপ্রায়

“বিশ্বামিত্রের একটি মহাযজ্ঞ চলছিল, কিন্তু দুর্ধর্ষ রাক্ষসেরা তা বারবার বিঘ্নিত করছিল। এই অসুররা মায়া ও শক্তিতে পরাক্রান্ত ছিল এবং তাঁর ধর্মকর্ম নষ্ট করছিল।” (৪)

“সেই যজ্ঞের রক্ষা করার জন্য তিনি রাজা দশরথের কাছে এসেছিলেন। কারণ তিনি একা সেই যজ্ঞ নিরবিচারে সম্পন্ন করতে পারছিলেন না।” (৫)

“তপস্যার মহান ভাণ্ডার এই বিশ্বামিত্র, মহাতেজস্বী ঋষি, এই উদ্দেশ্যেই অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন।” (৬)

বিশ্বামিত্রের রাজদরবারে প্রবেশ

“রাজসভায় প্রবেশের আগে, তিনি দরবারের দ্বাররক্ষীদের বললেন—
 ‘আমি কৌশিক বিশ্বামিত্র, গাধির পুত্র। আমাকে দ্রুত রাজাধিরাজের কাছে যাওয়ার অনুমতি দাও।’” (৭)

“এই বার্তা শুনে রাজপ্রাসাদের প্রহরীরা দ্রুত সভার দিকে ছুটে গেল। তাঁরা সকলে মহর্ষির আগমনের কথা জানিয়ে দিলেন।” (৮)

“তাঁরা রাজার কাছে গিয়ে বিনীতভাবে বললেন—
 ‘হে রাজন! মহামুনি বিশ্বামিত্র দরবারের বাইরে অপেক্ষা করছেন। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।’” (৯)

“এই কথা শুনে, দশরথ সোনার আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর মন্ত্রী, রাজপরিষদ ও সামন্তদের নিয়ে বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা জানাতে দ্রুত এগিয়ে গেলেন।” (১০-১১)

“রাজা, বসিষ্ঠ ও বামদেবের সঙ্গে দরবার থেকে বেরিয়ে আসলেন। তিনি বিশ্বামিত্রকে দেখতে পেলেন, যিনি প্রাসাদের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে আছেন।” (১২)

বিশ্বামিত্রের মহিমা

“বিশ্বামিত্র ঋষি সূর্যের মতো দীপ্তিমান, তাঁর শরীরে কঠোর তপস্যার প্রভাব স্পষ্ট। জটাজুট থেকে অগ্নিশিখার মতো দীপ্তি বিকীর্ণ হচ্ছিল।” (১৩)

“তিনি একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানের মহাশক্তিধর এবং ক্ষত্রশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর দেহ ছিল তপস্যার কারণে শুষ্ক, কিন্তু তাঁর অবস্থান ছিল অটল।” (১৪)

“তাঁর দৃষ্টিতে ছিল শান্তি, তাঁর কন্ঠ ছিল দৃঢ়, এবং তাঁর তেজস্বিতা অপরিসীম ছিল।” (১৫)

“তিনি হাতে একটি পবিত্র কুন্ডী ধারণ করেছিলেন, যা অম্লান চেতনার প্রতীক। তাঁর দৃষ্টিতে ছিল অপার দয়া ও করুণা।” (১৬)

“বিশ্বামিত্র এমনই এক মহান ঋষি ছিলেন, যাঁর দর্শন মাত্রই মানুষের হৃদয় আনন্দ ও বিস্ময়ে ভরে উঠত।” (১৭)

রাজা দশরথের সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা

“রাজা দশরথ তাঁকে দূর থেকেই প্রণাম জানালেন। মাথার মুকুট মাটিতে স্পর্শ করিয়ে, বিনম্রভাবে নত হয়ে নমস্কার করলেন।” (১৮)

“মহামুনি বিশ্বামিত্রও রাজাকে অভিবাদন জানালেন, যেমন সূর্য স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্রকে অভিবাদন করে।” (১৯)

“বসিষ্ঠ মুনি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণরা যথাযথভাবে বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা জানালেন, তাঁকে সম্মান ও পূজা করলেন।” (২০)

“রাজা দশরথ বললেন—

‘হে মুনি! আপনার আগমন আমাদের পরম সৌভাগ্য। যেভাবে সূর্যের কিরণ পদ্মফুলকে বিকশিত করে, তেমনি আপনার দর্শন আমাদের পবিত্র করেছে।’” (২১)

“‘আপনার উপস্থিতিতে আমি পরম আনন্দ অনুভব করছি, কারণ আপনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ। আপনার আগমনে আমাদের এই জীবন ধন্য হয়ে উঠেছে।’” (২২)

“‘হে মহামুনি! আপনি আমাদের রাজ্যে এসেছেন, এটি আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। বলুন, আপনার কী প্রয়োজন? আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?’” (২৩)

“‘আপনি অতীতে রাজর্ষি ছিলেন, কিন্তু কঠোর তপস্যার দ্বারা এখন ব্রহ্মর্ষির পদ লাভ করেছেন। আপনাকে আমি পরম শ্রদ্ধা জানাই।’” (২৪)

“‘যেমন গঙ্গার জল শীতলতা প্রদান করে, তেমনি আপনার দর্শনে আমার অন্তর শান্তি অনুভব করছে।’” (২৫)

“‘আপনার আগমনে আমি আমার সকল দুঃখ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করেছি। এটি আমার জীবনের এক অলৌকিক মুহূর্ত।’” (২৬)

“‘আপনার উপস্থিতি যেন স্বয়ং ব্রহ্মার উপস্থিতি। আমি পবিত্র ও কৃতার্থ বোধ করছি।’” (২৭)

“‘আপনার শুভাগমনের ফলে আমার জন্ম ও জীবন সার্থক হয়েছে। আমি আপনাকে দেখে অন্তর থেকে নিজেকে নমস্কার করছি, যেমন সাগর চাঁদের প্রতিফলন দেখে আনন্দিত হয়।’” (২৮)

“‘হে মহর্ষি! আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? আপনি যা ইচ্ছা করেন, তা পূরণ হবে। আপনার কোনো ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থাকবে না।’” (২৯)

"'আপনার জন্য কিছু দেওয়া অসম্ভব নয়। অনুগ্রহ করে নির্দ্বিধায় বলুন, আপনার প্রয়োজনীয় বিষয়টি।'" (৩০)

বিশ্বামিত্রের সন্তুষ্টি

"রাজা দশরথের এই বিনম্র ও হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য শুনে, বিশ্বামিত্র অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি তাঁর প্রশংসা করে হর্ষ প্রকাশ করলেন।" (৩১)

উপসংহার

এই অধ্যায়ে বিশ্বামিত্রের মহিমা, তাঁর রাজসভায় প্রবেশ, রাজা দশরথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং দশরথের বিনীত অভ্যর্থনা বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বামিত্র এখানে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে এসেছেন, যা পরবর্তী অধ্যায়ে প্রকাশিত হবে।

বৈরাগ্যের সপ্তম অধ্যায় – বিশ্বামিত্রের অনুরোধ

বিশ্বামিত্রের সন্তুষ্টি ও অনুরোধ

বাল্মীকি মুনি বললেন—

"রাজসিংহ দশরথের অনুপম ও বিস্তৃত বাক্য শুনে মহাতেজস্বী ঋষি বিশ্বামিত্র অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং বললেন—" (১)

"হে মহারাজ! আপনার বাক্য সত্যই রাজধর্মের অনুকূল এবং আপনার মহান বংশের মর্যাদার উপযুক্ত। কারণ, আপনি বসিষ্ঠ মুনির নির্দেশ অনুসারে রাজ্য পরিচালনা করেন।" (২)

"তবে এখন আমি যে উদ্দেশ্যে এসেছি, সেই বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। হে রাজশার্দূল! ধর্ম রক্ষা করুন ও আমার অনুরোধ রাখুন।" (৩)

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ ও রাক্ষসদের উপদ্রব

"আমি ধর্মাচরণ করছি, কিন্তু আমার যজ্ঞ বারবার রাক্ষসদের দ্বারা বিঘ্নিত হচ্ছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই কারণে আমি অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করছি।" (৪)

"যখনই আমি দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ শুরু করি, তখনই দুষ্ট রাক্ষসেরা তা নষ্ট করে। তারা ভয়ংকর, মায়াবী এবং প্রবল শক্তিধর।" (৫)

"আমি বহুবার তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা আমার যজ্ঞস্থলে মাংস ও রক্ত ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত আয়োজন কলুষিত করে।" (৬)

"এই কারণে আমি কঠোর তপস্যার পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে, নিরুৎসাহ হয়ে, আমার আশ্রম থেকে আপনার কাছে এসেছি।" (৭)

"আমি ক্রোধ প্রকাশ করতে পারি না, কারণ আমার কঠোর ব্রত ও যজ্ঞদীক্ষা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমি তাদের অভিশাপও দিতে পারি না।" (৮)

"আমার এই মহাযজ্ঞ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য আপনার সাহায্য প্রয়োজন। হে রাজন! আপনি আমার এই ব্রত রক্ষা করুন, যেন আমি নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারি।" (৯)

"আমি দুঃখে আপনার কাছে আশ্রয় নিয়েছি। আমাকে রক্ষা করুন। কারণ, যারা আশ্রয়প্রার্থীকে নিরাশ করে, তারা সত্যিকারের মহান ব্যক্তি হতে পারে না।" (১০)

রামের প্রয়োজনীয়তা

"আপনার পুত্র রাম, যিনি সিংহের মতো পরাক্রান্ত, তাঁর শক্তি ও বীর্যে তিনি মহেন্দ্রের মতো। রাক্ষস বিনাশে তাঁর তুলনা নেই।" (১১)

“তাই, হে মহারাজ! আমি চাই যে, আপনি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সত্যপরাক্রমী ও কাকপক্ষধর (তরুণ) বীর রামকে আমার সঙ্গে পাঠান।” (১২)

“আমি তাঁকে আমার ব্রহ্মতেজ দ্বারা রক্ষা করব এবং তিনিই রাক্ষসদের দমন করবেন। তিনি এই কাজে সর্বাধিক উপযুক্ত।” (১৩)

“আমি তাঁকে এমন মহাশক্তিধর করে গড়ে তুলবো, যাতে তিনি ভবিষ্যতে সমগ্র তিনটি লোকের মধ্যে পূজনীয় হয়ে উঠবেন।” (১৪)

“এই নিশাচররা (রাক্ষসেরা) রামের সামনে টিকতে পারবে না। যেমন হরিণ সিংহকে দেখে ভয় পায়, তেমনি তারা রামের সান্নিধ্যে দাঁড়াতেও পারবে না।” (১৫)

“এই ভয়ংকর রাক্ষসদের দমন করতে রাম ছাড়া অন্য কেউ সক্ষম নয়। যেমন উন্মত্ত হাতির দলকে একমাত্র সিংহই পরাস্ত করতে পারে।” (১৬)

“তারা ভয়ংকর শক্তিধর, বিষের মতো মারাত্মক এবং খর ও দুষণ নামক দানবদের অনুগত। তারা যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রলয় ঘটায়।” (১৭)

“তবে, রামের ধনুর্বাণের সামনে তারা ধুলোর মতো উড়ে যাবে, যেমন মেঘের ধারাবর্ষণে বালুকণা বিলীন হয়ে যায়।” (১৮)

রাজা দশরথের স্নেহ ও ধর্মের পরীক্ষা

“তাই, হে রাজন! আপনার পুত্রবৎ স্নেহ যেন ধর্মপথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। মহাত্মারা কখনোই কিছু দানের অযোগ্য মনে করেন না।” (১৯)

“আমি জানি, রাক্ষসরা নিশ্চিহ্ন হবে। কারণ, জ্ঞানীরা কখনোই সন্দেহযুক্ত অবস্থায় কোনো কাজে প্রবৃত্ত হন না।” (২০)

“আমি জানি, রাম একজন মহাত্মা এবং সর্বশক্তিমান। বসিষ্ঠ এবং অন্যান্য দীর্ঘদর্শী মুনিরাও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে সম্যক অবগত।” (২১)

“যদি আপনার মনে ধর্ম, মহত্ব এবং যশ প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে, তবে আপনার পুত্র রামকে আমাকে দান করুন।” (২২)

“আমার যজ্ঞ দশ দিন ধরে চলবে, যেখানে রাম এই ভয়ংকর রাক্ষসদের হত্যা করবেন এবং যজ্ঞের রক্ষাকর্তা হবেন।” (২৩)

“এ বিষয়ে আপনার মন্ত্রীদের সঙ্গেও পরামর্শ করুন। বসিষ্ঠ মুনি এবং অন্যান্য জ্ঞানীগণ যদি অনুমতি দেন, তবে রামকে আমার সঙ্গে পাঠান।” (২৪)

“হে রাঘব! সময় অতিক্রম করছে না, তবে যথাসময়ে কর্ম সম্পন্ন করাই ধর্ম। তাই, অনুগ্রহ করে শোক ত্যাগ করুন এবং আমার অনুরোধ মেনে নিন।” (২৫)

“যথাসময়ে করা ছোট কাজও বৃহৎ কল্যাণ বয়ে আনে। আবার, সময়মতো না হলে বড়ো কাজও নিষ্ফল হয়ে যায়।” (২৬)

“এই কথা বলে ধর্মনিষ্ঠ মহর্ষি বিশ্বামিত্র নীরব হলেন।” (২৭)

রাজা দশরথের চিন্তান্বিত নীরবতা

“মহর্ষির এই অনুরোধ শুনে মহানুভব রাজা দশরথ চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে নীরব রইলেন। তিনি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না।” (২৮)

“বিশ্বামিত্রের যুক্তিসম্মত ও বিশুদ্ধ বাণী শুনেও রাজা নিশ্চুপ রইলেন, কারণ তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।”

উপসংহার

এই অধ্যায়ে বিশ্বামিত্র মহর্ষি রাজা দশরথের কাছে তাঁর যজ্ঞরক্ষা এবং রাক্ষসবিনাশের জন্য রামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝান যে রামই এই দানবদের পরাস্ত করতে সক্ষম। কিন্তু পুত্রস্নেহে আবদ্ধ রাজা দশরথ তখনো দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

বৈরাগ্যের অষ্টম অধ্যায় – দশরথের স্নেহদীর্ণ সংকট

বিশ্বামিত্রের অনুরোধ শুনে দশরথের প্রতিক্রিয়া

বাল্মীকি মুনি বললেন—

“রাজসিংহ দশরথ যখন বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনলেন, তখন তিনি কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ স্থবির হয়ে গেলেন। এরপর তিনি গভীরভাবে চিন্তা করে বললেন—” (১)

“রাম এখনো ষোলো বছর পূর্ণ করেননি, তিনি এখনো শিশু। আমি তাঁকে যুদ্ধের উপযুক্ত মনে করি না, বিশেষ করে ভয়ংকর রাক্ষসদের বিরুদ্ধে।” (২)

“আমার অধীনে একটি বিশাল অক্ষৌহিণী সেনা রয়েছে, যার আমি সেনাপতি। এই বিশাল বাহিনী নিয়ে আমি নিজেই রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো।” (৩)

“আমার এই পরাক্রান্ত যোদ্ধারা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং আমিও তাঁদের সঙ্গে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত।” (৪)

“আমি এই মহাশক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত, যেমন সিংহ উন্মত্ত হাতির দলের সঙ্গে যুদ্ধ করে।” (৫)

রামের কুমারজীবন ও শারীরিক অবস্থা

“রাম এখনো যুদ্ধের কৌশল জানে না। তিনি কেবল অন্তঃপুরের মধ্যে বড় হয়েছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা তাঁর নেই।” (৬)

“তিনি এখনো অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত করেননি, যুদ্ধবিদ্যায়ও তিনি অনভিজ্ঞ। তিনি লক্ষ লক্ষ অস্ত্রের ব্যবহারের দক্ষতাও অর্জন করেননি।” (৭)

“তিনি কেবল নগরের উপবনে, উদ্যান-কুঞ্জে ও ফুলের বাগানে বিচরণ করে সময় কাটান। যুদ্ধের কঠোর বাস্তবতা তিনি জানেন না।” (৮)

“তিনি শুধু অন্যান্য রাজপুত্রদের সঙ্গে উদ্যানের ফুলবৃষ্টির মাঝে আনন্দ করেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রের ধুলাবালি তাঁকে স্পর্শ করেনি।” (৯)

রামের দুর্বলতা ও দশরথের অসহায়তা

“এখন ভাগ্যের প্রতিকূলতায় তিনি আরও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। যেমন হিমে পদ্মের পাপড়ি শুকিয়ে যায়, তেমনই তিনি কৃশ হয়ে গেছেন।” (১০)

“তিনি ভালোভাবে খেতেও পারেন না, বাইরে বেরিয়ে আনন্দ করতেও পারেন না। তিনি চরম মানসিক ক্লেশে নিমজ্জিত হয়ে নীরবে বসে থাকেন।” (১১)

“আমি ও আমার স্ত্রীরা এবং আমার সমস্ত অনুচর এই কারণে দুঃখিত। শরতের শুষ্ক জলধারার মতো যেন আমি সম্পূর্ণ নিঃসার হয়ে গেছি।” (১২)

“আমার এই রাম এখনো শিশু এবং মানসিক কষ্টে ক্লিষ্ট। আমি কীভাবে তাঁকে ভয়ংকর রাক্ষসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাবো?” (১৩)

পুত্রস্নেহের তীব্রতা

“মুনিনায়ক! পুত্রস্নেহ রাজ্যের সুখ থেকেও গভীর, অমৃতের চেয়েও মধুর, এবং রাজ্যভোগের চেয়েও প্রিয়তর।” (১৪)

“এই তিনটি লোকের মধ্যে অনেক দুর্দম ও দুঃখদায়ক কর্ম রয়েছে, কিন্তু পুত্রস্নেহের জন্য সাধুরাও সেইসব কঠিন কর্মে লিপ্ত হন।” (১৫)

“মানুষ ধন ও স্ত্রী ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু পুত্র ত্যাগ করতে পারে না। এটি জীবের স্বাভাবিক প্রকৃতি।” (১৬)

রামের পক্ষে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অসম্ভব

“এই ভয়ংকর রাক্ষসেরা নৃশংস ও বিশ্বাসঘাতক। তাঁরা গুপ্ত কৌশলে যুদ্ধ করতে দক্ষ। কীভাবে রাম তাঁদের বিরুদ্ধে লড়বেন?” (১৭)

“আমি মুহূর্তের জন্যও রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবো না। আমি জীবন ভালোবাসি, তাই আপনি রামকে সঙ্গে নিতে পারবেন না।” (১৮)

“কৌশিক মুনি! আমি প্রায় দশ হাজার বছর বেঁচে আছি, চতুর্থ সন্তান রামকে অনেক দুঃখ ও তপস্যার পর পেয়েছি।” (১৯)

“এই চার পুত্রের মধ্যে রাম আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। যদি তিনি না থাকেন, তবে অন্য তিনজনও বেঁচে থাকতে চাইবে না।” (২০)

“এমন অবস্থায় আপনি যদি রামকে নিয়ে যান, তবে আমাকে মৃত মনে করবেন, কারণ পুত্রবিচ্ছেদ আমার জন্য মৃত্যুর সমান।” (২১)

“আমার চার পুত্রের প্রতি সমান ভালোবাসা, তবে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ন্যায়ের মূর্তি। তাই, আমি তাঁকে পাঠাতে পারবো না।” (২২)

যুদ্ধে দশরথের বিকল্প প্রস্তাব

“যদি নিশাচরদের বিনাশই আপনার লক্ষ্য হয়, তাহলে আমার বিশাল চার শাখার সেনাবাহিনী নিয়ে চলুন।” (২৩)

“এই রাক্ষসেরা কী শক্তিশালী? তারা কার পুত্র? তাদের প্রকৃতি কী? দয়া করে আমাকে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।” (২৪)

“কীভাবে রাম তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? আমি বা আমার সেনাপতি ও বীর যোদ্ধারাই বা কীভাবে তাঁদের পরাস্ত করবো?” (২৫)

“হে মুনি! দয়া করে সমস্ত কিছু খুলে বলুন, যাতে আমি বুঝতে পারি যে এই মহাযুদ্ধে আমাদের অবস্থান কী হবে।” (২৬)

রাবণের প্রসঙ্গ ও দশরথের আতঙ্ক

“শোনা যায়, রাক্ষসদের মধ্যে এক মহাবীর রাবণ নামে পরিচিত। তিনি কুবেরের ভাই এবং মুনি বিশ্রবাসের পুত্র।” (২৭)

“যদি তিনিই আপনার যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটিয়ে থাকেন, তবে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করা আমাদের জন্য সম্ভব নয়।” (২৮)

“হে মহাব্রাহ্মণ! বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শক্তিশালী শক্তির আবির্ভাব ঘটে এবং আবার সময়ের সাথে তারা লুপ্ত হয়।” (২৯)

“কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা রাবণ এবং তাঁর মতো শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সক্ষম নই। এটি নিশ্চিত সত্য।” (৩০)

“তাই, হে ধর্মজ্ঞ! আমার পুত্রকে পাঠানো থেকে বিরত থাকুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন। আমি দুর্ভাগা, আর আপনি আমার একমাত্র আশ্রয়।” (৩১)

“দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, পাখি ও সাপ—এরা কেউই রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারেনি, তাহলে মানুষ কীভাবে পারবে?” (৩২)

“এই রাক্ষসেরা যুদ্ধে প্রতিপক্ষের শক্তি শোষণ করে নিজেদের শক্তিশালী করে তোলে। তাই, রামের মতো বালক তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে না।” (৩৩)

“আমরা এখন দুর্বল সময়ের মধ্যে আছি, আমাদের শক্তি ক্ষীণ। এমনকি রাঘব (রাম) নিজেও এখন মানসিকভাবে দুর্বল।” (৩৪)

দশরথের শেষ আপত্তি

“যদি আপনি সত্যিই আমার সাহায্য চান, তাহলে আমাকে সেই লবণাসুরের কথা বলুন, যিনি এক সময় যজ্ঞ বিনষ্ট করেছিলেন। আমি রামকে পাঠাবো না।” (৩৫)

“সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই দানবও ছিল, যারা যজ্ঞ নষ্ট করত। আপনি যদি তাঁদের কাহিনি বলেন, তাহলেও আমি রামকে পাঠাবো না।” (৩৬)

“আপনি যদি রামকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে জেনে রাখুন, আমি তখনই মৃত্যুবরণ করবো। অন্যথায়, আমি কোনো উপায়ে আপনার জয় নিশ্চিত দেখতে পাচ্ছি না।” (৩৭)

দশরথের দোটানায় পড়া

“এই কথা বলে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ দশরথ মৃদুস্বরে নীরব হয়ে গেলেন। তিনি মুনির অনুরোধ ও পুত্রস্নেহের মধ্যে দোলাচলে পড়লেন।”

“তিনি এক মুহূর্তের জন্যও সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। তিনি যেন বিশাল সাগরে পড়ে গিয়েছেন এবং দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে গিয়েছেন।” (৩৮)

উপসংহার

এই অধ্যায়ে রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁর পুত্রস্নেহের তীব্রতা ব্যক্ত করেন। তিনি রামের বয়স, যুদ্ধের অনভিজ্ঞতা এবং রাবণের শক্তির কথা তুলে ধরে রামকে পাঠাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

এই দ্বিধার পরিস্থিতিতে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্বামিত্র কী সিদ্ধান্ত নেন, তা জানতে হলে নবম অধ্যায়ের প্রয়োজন।

বৈরাগ্যের নবম অধ্যায় – বসিষ্ঠের আশ্বাস

বিশ্বামিত্রের ক্রোধ ও দশরথের সংকট

বাল্মীকি মুনি বললেন—

“বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনে রাজা দশরথ স্নেহে অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁর চক্ষু জলে ভরে উঠল। তিনি দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে বললেন—” (১)

“আপনার অনুরোধ রাখতে চেয়ে আমি যদি কথা দিয়ে থাকি, তবে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা উচিত নয়। কিন্তু আমি একদিকে সিংহের মতো হতে চাই, অন্যদিকে মৃগশিশুর মতো ভয় পাচ্ছি।” (২)

"রাঘব বংশে কখনো এমন বিপর্যয় ঘটেনি, যেমনটি আজ ঘটছে। যেমন চাঁদের শীতল কিরণ কখনো প্রখর রশ্মি হয়ে ওঠে না, তেমনি আমাদের বংশে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের নজির নেই।" (৩)

"তবে, হে মুনি! আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, তবে আমি ফিরে যাচ্ছি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী হয়ে আপনি সুখে থাকুন, আমি নিঃস্ব হয়ে পড়লাম।" (৪)

বিশ্বামিত্রের ক্রোধ ও বসিষ্ঠের হস্তক্ষেপ

"এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র মহর্ষি তীব্র ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তখন সমগ্র পৃথিবী কাঁপতে লাগল, আর দেবতারা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।" (৫)

"বিশ্বামিত্রের ক্রোধ দেখে বসিষ্ঠ মুনি, যিনি সর্বজ্ঞ ও ধীরবুদ্ধি সম্পন্ন, শান্তভাবে রাজা দশরথকে পরামর্শ দিলেন।" (৬)

বসিষ্ঠের উপদেশ

বসিষ্ঠ বললেন—

"হে দশরথ! আপনি ইক্ষাকু বংশে জন্মেছেন, যিনি স্বয়ং ধর্মের প্রতিমূর্তি। আপনি ত্রৈলোক্যের গুণে ভূষিত মহারাজ।" (৭)

"আপনি ধৈর্যশীল, ধর্মপরায়ণ এবং শুভকর্মে নিষ্ঠাবান। আপনাকে ধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ আপনি ত্রিভুবনে ধর্ম ও যশের জন্য প্রসিদ্ধ।" (৮)

"আপনার স্বধর্ম রক্ষা করুন, ধর্মত্যাগ করবেন না। বিশ্বামিত্র মুনি হলেন ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ মুনি। তাঁর কথামতো কাজ করা উচিত।" (৯)

"আপনি 'করবো' বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু এখন তা পালন না করলে আপনার সমস্ত পূর্ব সঞ্চিত পূণ্যনাশ হবে। তাই, রামকে পাঠান।" (১০)

"আপনি ইক্ষাকু বংশজাত হয়েও যদি রাজধর্ম রক্ষা না করেন, তবে আর কে তা রক্ষা করবে?" (১১)

"আপনার পূর্বপুরুষরা যে ধর্ম ও নীতি স্থাপন করেছেন, তা অনুসরণ করাই আপনার কর্তব্য। সেই পথ থেকে বিচ্যুত হবেন না।" (১২)

বিশ্বামিত্রের শক্তি ও রামের অনন্যতা

"রাম এক সিংহের মতো পরাক্রান্ত এবং তিনি অগ্নির মতো জ্বলন্ত। তিনি অস্ত্রচর্চায় দক্ষ হন বা না হন, রাক্ষসেরা তাঁকে পরাজিত করতে পারবে না।" (১৩)

"তিনি ধর্মের সাকার মূর্তি, বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং তপস্যার মাধ্যমে সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্জন করেছেন।" (১৪)

"ত্রিভুবনে যত অস্ত্রবিদ্যা আছে, রাম সমস্তই জানেন। এই জ্ঞান অন্য কেউ জানে না এবং ভবিষ্যতেও কেউ তা জানবে না।" (১৫)

"দেবতা, ঋষি, অসুর, রাক্ষস, নাগ, যক্ষ বা গন্ধর্ব—কেউই বিশ্বামিত্র মুনির সমতুল্য নয়।" (১৬)

"একসময় কৌশিক মুনি রাজ্যত্যাগ করার পর কৃশাশ্ব ঋষির দ্বারা তাঁকে পরম অস্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত করা হয়েছিল।" (১৭)

"কৃশাশ্বর পুত্রগণ প্রজাপতির মতো শক্তিধর হয়ে বিশ্বামিত্রকে অনুসরণ করতেন এবং তাঁর অনুগামী ছিলেন।" (১৮)

"দাক্ষায়ণী (দক্ষপ্রজাপতির কন্যা) জয়া ও সুপ্রভা নামক দুই নারী শতাধিক শক্তিশালী পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, যারা পরাক্রমশালী ছিলেন।" (১৯)

"জয়া একসময় স্বর্গীয় সৈন্যদের বধ করার জন্য পঞ্চাশটি পরাক্রমশালী পুত্র জন্ম দিয়েছিলেন, যাঁরা কৃপাণ ও মায়াবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।" (২০)

"অন্যদিকে, সুপ্রভাও পঞ্চাশজন অসাধারণ শক্তিশালী ও দুর্জেয় পুত্র জন্ম দিয়েছিলেন, যারা দানবীয় শক্তির অধিকারী ছিলেন।" (২১)

"এই রকম মহাশক্তিধর বিশ্বামিত্র মুনি যখন রামের জন্য অনুরোধ করেছেন, তখন আপনার মনে সংশয় থাকা উচিত নয়।" (২২)

বসিষ্ঠের শেষ আশ্বাস

“হে রাজন! বিশ্বামিত্রের মতো মহাশক্তিধর মুনি যখন আপনার কাছে আছেন, তখন আপনি মৃত্যু ভয় থেকেও অমরত্ব লাভ করতে পারেন। তাই, মূঢ়ের মতো দুঃখিত হবেন না।” (২৩)

উপসংহার

এই অধ্যায়ে বিশ্বামিত্রের ক্রোধ, দশরথের ভয় ও বসিষ্ঠ মুনির আশ্বাসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বসিষ্ঠ বোঝান যে বিশ্বামিত্র অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং রামের মধ্যে অতুলনীয় শক্তি রয়েছে। তাই দশরথের উচিত রামকে পাঠিয়ে প্রতিজ্ঞা পূরণ করা।

বৈরাগ্যের দশম অধ্যায় – রামের বিষাদ

দশরথের রামকে আহ্বান

বাল্মীকি মুনি বললেন—

“বসিষ্ঠ মুনি এইভাবে পরামর্শ দেওয়ার পর রাজা দশরথ আনন্দিত মনে রাম ও লক্ষ্মণকে ডাকলেন।” (১)

দশরথ বললেন—

“প্রতিহার! তুমি আমার শক্তিশালী পুত্র সত্যপরাক্রান্ত রামকে, লক্ষ্মণসহ, অবিলম্বে ও নির্বিঘ্নে এখানে নিয়ে এসো। তিনি পুণ্যকর্মের জন্য প্রয়োজনীয়।” (২)

“রাজা এই নির্দেশ দেওয়ার পর, দূত দ্রুত রাজপুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। অল্প সময়ের মধ্যেই সে ফিরে এসে রাজাকে সংবাদ দিল।” (৩)

“হে রাজন! আপনার শত্রুদলনকারী পুত্র রাম তাঁর কক্ষে বিমর্ষ হয়ে আছেন। যেন একটি ভ্রমর পদ্মের মাঝে থেকেও বিমনা।” (৪)

"তিনি বলছেন, 'আমি এখনই আসছি।' কিন্তু গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছেন। কারও সঙ্গেও কথা বলছেন না, কারও নিকটেও যেতে চাইছেন না।" (৫)

রাজকর্মচারীদের উদ্বেগ

"এই কথা শুনে রাজা দশরথ তাঁর অনুচরদের আশ্বস্ত করলেন এবং রামের অবস্থার বিস্তারিত জানতে চাইলেন।" (৬)

"রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'রামের বর্তমান অবস্থা কেমন?' তখন রাজপরিবারের অনুগত কর্মচারীরা বিমর্ষ মনে উত্তর দিল।" (৭)

"হে রাজন! আমরা কেবলমাত্র দেহমাত্র ধারণ করছি। আমরা ক্লান্ত ও কষ্টে জর্জরিত, কারণ আপনার পুত্র রাম গভীর বিষাদে নিমজ্জিত।" (৮)

"তীর্থযাত্রা থেকে ফেরার পর থেকেই তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠেছে, তিনি প্রতিনিয়ত বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হচ্ছেন।" (৯)

"আমরা বহু চেষ্টায় তাঁকে দৈনন্দিন কাজের প্রতি আগ্রহী করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তিনি নীরব থাকেন, বা কোনো কাজ অনিচ্ছায় করেন।" (১০)

"স্নান, পূজা, দান, ভোজন—সবকিছুতেই তাঁর অনাগ্রহ। তিনি অনুরোধ করলেও সন্তুষ্ট হন না, যেন অন্ন গ্রহণের ইচ্ছা নেই।" (১১)

"অন্তঃপুরের নারীরা যখন দোলনায় দোল দেন, তখনও তিনি আনন্দিত হন না। যেন চাতকপাখি মেঘ দেখে তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে।" (১২)

রামের বৈরাগ্যের চিহ্ন

"দামি দামি রত্নখচিত অলংকার ও পোশাক পরিয়ে দিলেও তিনি আনন্দ পান না, যেমন আকাশের গায়ে বৃষ্টিবিন্দু স্থায়ী হয় না।" (১৩)

"রাজবধূদের হাসি, ফুলের বৃষ্টির মাঝে ক্রীড়া, লতা-বাগানের সৌন্দর্য—কোনো কিছুতেই তিনি খুশি হন না, বরং আরও বিষণ্ণ হয়ে পড়েন।" (১৪)

"যে সুস্বাদু ও মনোরম খাবার তাঁকে দেওয়া হয়, তিনি তা গ্রহণ করেন, কিন্তু চোখে জল নিয়ে বিষাদের মধ্যে থাকেন।" (১৫)

"নৃত্যরত সুন্দরীদের দেখে তিনি বলেন, 'এরা দুঃখের কারণ, কেন এরা এমন আনন্দ করছে?'—এইভাবে তিনি তাঁদের নিন্দা করেন।" (১৬)

"ভোজন, শয়ন, যানবাহন, বিলাস, স্নান—এসব কিছুতেই তিনি আগ্রহ দেখান না, যেন উন্মাদ ব্যক্তি কোনো কিছুর আনন্দ উপভোগ করতে পারে না।" (১৭)

"তিনি বলেন, 'সম্পদ কী? দুঃখ কী? গৃহ কী? সংসারের মায়া কী?'—এইসব বলে তিনি একা চুপচাপ বসে থাকেন।" (১৮)

"তিনি কৌতুকের মধ্যে হাসেন না, ভোগে নিমজ্জিত হন না, কোনো কাজেও ব্যস্ত হন না, কেবল নিরবতা অবলম্বন করেন।" (১৯)

"নানারকম চঞ্চল দৃষ্টি ও হাস্যোজ্জ্বল নারীরাও তাঁকে আনন্দ দিতে পারে না, যেমন হরিণ বনে বৃক্ষের ছায়া খোঁজে।" (২০)

"তিনি নির্জন অরণ্যে, নদীর তীরে, দূর-দিগন্তে—একরকম মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় সময় কাটান, যেন তিনি মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন।" (২১)

"তিনি পোশাক, পানীয়, আহার—সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তিনি যেন এক তপস্বীর মতো হয়ে গেছেন।" (২২)

"তিনি একা এক নির্জন স্থানে পদ্মাসনে বসে থাকেন, নিজের বাঁ হাতের উপর কপোল রেখে শূন্য দৃষ্টিতে সময় কাটান।" (২৩-২৪)

"তিনি অহংকার বর্জন করেছেন, রাজত্বের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছেন। সুখ ও দুঃখের পরিবর্তনে তিনি অবিচল, যেন কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না।" (২৫)

রামের বৈরাগ্যের তীব্রতা

"আমরা জানি না, তিনি কোথায় যাচ্ছেন, কী করছেন, কী চিন্তা করছেন, কোন দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন, কী অনুসরণ করছেন।" (২৬)

"তিনি প্রতিদিন ক্রমশ শীর্ণ হচ্ছেন, রঙ বিবর্ণ হচ্ছে, শরৎকালের বৃক্ষের মতো বৈরাগ্যে ডুবে যাচ্ছেন।" (২৭)

“লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নও একইভাবে তাঁর অনুগামী হয়ে গেছেন, যেন তাঁরা তাঁর প্রতিবিম্ব।” (২৮)

“রাজপরিবারের অনুগত কর্মচারীরা যখন তাঁকে বারবার কিছু জিজ্ঞাসা করে, তিনি শুধু বলেন, ‘কিছু না’—এর বেশি কিছু বলেন না।” (২৯)

“তিনি পার্শ্ববর্তী সুহৃদদের উপদেশ দেন—‘এই ভোগসমূহ শুধু অস্থায়ী, এগুলোর প্রতি আকর্ষণ রেখো না।’” (৩০)

“তিনি রাজসভায় বসেও নারীদের প্রতি আকর্ষণহীন দৃষ্টিতে তাকান, যেন সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে গেছেন।” (৩১)

“তিনি বারবার বলেন—‘এই জীবন ক্ষণস্থায়ী, কেবল ক্লান্তির মধ্যে দিয়েই আমাদের আয়ু কেটে যায়।’” (৩২)

“যখন কেউ তাঁকে বলেন—‘আপনি ভবিষ্যতে সম্রাট হবেন’—তখন তিনি হাসেন, কিন্তু অন্য কিছু ভাবতে থাকেন, যেন উন্মাদ ব্যক্তি।” (৩৩)

“তাঁকে কিছু বলা হলে তিনি শোনেন না, সামনে থাকা ব্যক্তির দিকে তাকান না, সবকিছুকে উপেক্ষা করেন।” (৩৪)

“তিনি বলেন—‘এই দৃশ্যমান বিশ্ব, যা আমরা বাস্তব মনে করি, আসলে তা কিছুই নয়। আমিও কিছু নই।’—এই উপলব্ধিতে তিনি স্থিত হয়েছেন।” (৩৫)

“তিনি আত্মা, বন্ধু, রাজ্য, পিতা-মাতা, সম্পদ, দুঃখ, সুখ—কোনো কিছুর মধ্যেই আসক্ত নন। তিনি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সবকিছু থেকে মুক্ত।” (৩৬)

“তিনি সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছেন, সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি অজ্ঞানের সীমায়িত গণ্ডিতেও নয়, মুক্তির অসীম আকাশেও নয় - এই অবস্থায় আমাদের কষ্ট হচ্ছে।” (৩৭)

“তিনি চিন্তা করেন—‘ধন, রাজ্য, আহার, সম্পদ, ইচ্ছা—এসব দিয়ে কী হবে?’—এইভাবে তিনি আত্মত্যাগের ভাবনায় মগ্ন।” (৩৮)

“তিনি রাজ্য, জীবন, ভোগ, পিতা-মাতা, মিত্রদের কথা চিন্তা করেও চরম উত্কণ্ঠিত হন, যেন চাতকপাখি বৃষ্টির জন্য ব্যাকুল।” (৩৯)

“এমনই গভীর বিষাদগ্রস্ত রামের পরিস্থিতি দেখে আমরা দুঃখে নিমজ্জিত।” (৪০)

“হে মহাবাহু রাজা! আমরা জানি না, এই চেতনার অবস্থায় পৌঁছানো রামের জন্য আমাদের কী করা উচিত?” (৪১)

“যখন রাজা বা পুরোহিত তাঁকে পরামর্শ দেন, তখন তিনি নির্বিকার থাকেন, যেন কোনো কিছুতেই তিনি অভিভূত হন না।” (৪২)

“তিনি বলেন—‘এই বিশ্ব, যা দৃশ্যমান, তা কিছুই নয়। আমিও কিছু নই।’—এই উপলব্ধির মধ্যে তিনি স্থিত হয়েছেন।” (৪৩)

উপসংহার

এই অধ্যায়ে রামের গভীর বৈরাগ্যের প্রকাশ ঘটেছে। তিনি সংসার, রাজ্য, ভোগ—সবকিছু থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছেন এবং আত্মজিজ্ঞাসায় নিমগ্ন। রাজা দশরথ ও অন্যান্য অনুগামীরা দুঃখিত, কিন্তু তাঁর পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারছেন না।

বৈরাগ্যের একাদশ অধ্যায় – রামের আশ্বাস

বিশ্বামিত্রের আহ্বান

বিশ্বামিত্র বললেন—

“হে মহাবুদ্ধিমানগণ! যদি তোমরা সত্যই রঘুনন্দন রামের কল্যাণ চাও, তাহলে শীঘ্রই তাঁকে এখানে আনো, যেমন হরিণেরা দ্রুত অন্য হরিণকে ডেকে আনে।” (১)

“রামের এই মোহ আসলে কোনো বিপদের কারণে বা আসক্তি থেকে সৃষ্ট নয়। এটি বিবেক ও বৈরাগ্যযুক্ত মহাজ্ঞানের উদয়।” (২)

“তিনি এখানে আসুন, আমরা মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর মোহ দূর করবো, যেমন বাতাস মেঘকে সরিয়ে দেয়।” (৩)

“যখন যুক্তির দ্বারা রামের এই মোহ দূর হবে, তখন তিনি পরম সত্যে বিশ্রাম লাভ করবেন, যেমন আমরা শুদ্ধ চেতনার শান্তিতে বিশ্রাম পাই।” (৪)

“তিনি সত্য, আনন্দ ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ হবেন এবং ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে অমৃতের মতো শুদ্ধতায় পরিণত হবেন।” (৫)

“তিনি তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারবেন এবং সম্পূর্ণ পূর্ণতা সহকারে নিরবিচারে জীবনযাপন করবেন।” (৬)

“তিনি মহাসত্ত্বশালী হবেন, জগতের তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করবেন, সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে থাকবেন এবং ধূলা ও স্বর্ণকে সমানভাবে দেখবেন।” (৭)

দশরথের পুনরায় রামকে ডাকা

“এই কথা শুনে রাজা দশরথ নিশ্চিত হলেন এবং পুনরায় দূতদের রামকে দ্রুত আনার জন্য পাঠালেন।” (৮)

“অল্প সময়ের মধ্যেই রাম তাঁর নিজের প্রাসাদ থেকে উঠে দাঁড়ালেন, যেমন সূর্য পর্বতের কন্দর থেকে উদিত হয়।” (৯)

“তিনি কেবলমাত্র কিছু অনুচর ও ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিতার কাছে আসতে লাগলেন, যেন দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গলোকে যাচ্ছেন।” (১০)

রামের আগমন

“দূর থেকেই রাম তাঁর পিতা দশরথকে দেখলেন, যিনি রাজগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত, যেমন দেবতারা ইন্দ্রকে পরিবেষ্টিত করেন।” (১১)

“রাজা বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁর পাশে অবস্থান করছিলেন।” (১২)

“চম্পার কুঞ্চিত চামর হাতে রাজকান্তারগণ তাঁকে পরিবেষ্টিত করেছিল, যেন দেবীরূপী কাকুত্স্থ রাজাকে সেবা করছে।” (১৩)

“বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও রাজগণের সঙ্গে দশরথ যখন উপবিষ্ট ছিলেন, তখন রাম ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলেন।” (১৪)

“রাম ছিলেন স্থিরচিত্ত, পরম গম্ভীর, শুদ্ধ এবং মহাশক্তির অধিকারী। তিনি পরিপূর্ণ সৌম্য, বিনীত, এবং পরার্থসেবায় রত ছিলেন।” (১৫-১৬)

“তিনি যুবত্বের সূচনাবস্থায় ছিলেন, তবে তাঁর বুদ্ধিতে প্রাচীন ঋষিদের গভীরতা ছিল। তিনি উদ্বিগ্ন বা আনন্দিত না হয়ে এক নিরপেক্ষ শান্তিতে অবস্থান করছিলেন।” (১৭)

“তিনি জগতের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করেছেন, এবং গুণ ও ধর্মের গভীর উপলব্ধি লাভ করেছেন। এই মহাসত্ত্বশালী রাম যথার্থ গুণের ধারক ছিলেন।” (১৮)

“তিনি ছিলেন মহানুভব, শুদ্ধ চিত্ত ও প্রখর অন্তঃদৃষ্টি সম্পন্ন। তাঁর প্রতিটি ক্রিয়া ধীর, স্থির ও অত্যন্ত গভীরতার বহিঃপ্রকাশ।” (১৯)

রামের পিতাকে প্রণাম

“এই সকল মহৎ গুণে সমৃদ্ধ রাম দূর থেকে এগিয়ে এসে বিনীতভাবে মৃদু হাসলেন, যেন বসন্তের নবপল্লব স্নিগ্ধতা বিকিরণ করে।” (২০)

“তিনি তাঁর মণিমুক্তা-শোভিত মুকুটের দীপ্তি সহকারে মাথা নিচু করে বসুধাকে প্রণাম করলেন, যেন দেবশ্রেষ্ঠ পর্বতরাজ হেলে পড়েছে।” (২১)

“তিনি প্রথমে মুনিদের প্রণাম জানালেন, তারপর পিতার চরণে অবনত হলেন। তখন কমলনয়ন রাম তাঁর পিতার সামনে উপস্থিত হলেন।” (২২)

“প্রথমে পিতাকে, তারপর মহর্ষিদের, এরপর ব্রাহ্মণদের, বন্ধুদের, গুরুদের এবং সকল সুহৃদদের প্রণাম করলেন।” (২৩)

“তিনি দৃষ্টির দ্বারা, মনের দ্বারা, মাথা নত করে এবং বাক্যের দ্বারা সভার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সবার প্রতি প্রণাম নিবেদন করলেন।” (২৪)

“বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র আশীর্বাদ প্রদান করলে রাম পরিপূর্ণ চিত্তে পিতার পবিত্র সান্নিধ্যে উপবিষ্ট হলেন।” (২৫)

দশরথের স্নেহ ও পরামর্শ

“রাম তাঁর পিতার চরণে প্রণাম করলে, দশরথ তাঁকে মাথায় তুলে নিলেন এবং বারবার স্নেহচুম্বন করলেন।” (২৬)

“তিনি লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকেও গভীর স্নেহে আলিঙ্গন করলেন, যেন রাজহংস পদ্মের মধ্যে আশ্রয় নেয়।” (২৭)

“রাজা বললেন—‘পুত্র, তুমি বিবেকবান ও কল্যাণের আধার, তাহলে কেন এই জড়বুদ্ধি নিয়ে নিজেকে ক্লেশ দিচ্ছ?’” (২৯)

“‘বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, গুরুজন ও বিজ্ঞজনেরা যা বলেছেন, তা অনুসরণ করো। এভাবেই পুণ্য অর্জিত হয়, মোহ দ্বারা নয়।’” (৩০)

“‘যতক্ষণ মোহ তোমার মনে প্রবেশ করতে না পারে, ততক্ষণ সমস্ত বিপদই দূরে থাকবে। তাই, পুত্র, মোহ থেকে নিজেকে দূরে রাখো।’” (৩১)

বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের উপদেশ

বসিষ্ঠ বললেন—

“হে মহাবাহু রাজপুত্র! তুমি অতীব বীর ও শক্তিশালী, তুমি এমন এক যোদ্ধা, যিনি বিজয়ী হয়েছেন এমন কিছুর বিরুদ্ধে যা দূরারোহ ও দূরুচ্ছেদ্য।” (৩২)

“তবে, কেন তুমি মূঢ়দের মতো অজ্ঞানতার সাগরে নিমজ্জিত হলে? কেন এই জড়তাপূর্ণ মোহের তরঙ্গে তুমি ভেসে চলেছ?” (৩৩)

বিশ্বামিত্র বললেন—

“তোমার সুন্দর, নীলপদ্মের মতো নয়ন বারবার চঞ্চল হয়ে উঠছে। বলো, এই মোহের কারণ কী? কেন তুমি বিভ্রান্ত?” (৩৪)

“কী তোমার বিশ্বাস? কাদের তুমি নিজের মনে করো? কী কারণে তুমি বিষণ্ণ? কোন দুঃখ তোমার মনে ঝড় তুলেছে?” (৩৫)

“আমি মনে করি, তোমার চিন্তাগুলো অপ্রাসঙ্গিক এবং তারা তোমার প্রকৃত অবস্থানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। দুঃখগুলো তোমার জন্য উপযুক্ত নয়।” (৩৬)

“যা কিছু তুমি চাও, তা অবিলম্বে জানাও। আমি নিশ্চয়ই তোমার সমস্ত সন্দেহ দূর করবো এবং মোহ তোমাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না।” (৩৭)

রামের বিষাদ দূরীভূত হওয়া

“এই উপদেশ শুনে রঘুবংশশ্রেষ্ঠ রাম গভীর মনোযোগ সহকারে বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনলেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে নতুন উপলব্ধির আলো জ্বলে উঠল।”

“যেমন প্রবল বৃষ্টিতে ময়ূর উল্লাসে গর্জন করে, তেমনই রাম তাঁর বিষাদ ত্যাগ করলেন এবং তাঁর অন্তরের বাঞ্ছিত জ্ঞান উপলব্ধি করলেন।” (৩৮)

উপসংহার

এই অধ্যায়ে বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠ রামের প্রতি আশ্বাস প্রদান করেন। তাঁরা বোঝান যে রামের এই বিষাদ কোনো সাধারণ দুঃখ নয়, বরং এটি উচ্চতর জ্ঞানের লক্ষণ। তাঁরা রামকে তাঁর মোহ ও দ্বিধা পরিত্যাগ করতে বলেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে রাম তাঁর ভাবনার কারণ ব্যাখ্যা করবেন।

বৈরাগ্যের দ্বাদশ অধ্যায় – প্রথম পরিতাপ

রামের আত্মজিজ্ঞাসা ও বৈরাগ্য

বাল্মীকি মুনি বললেন:

"মুনিশ্রেষ্ঠের প্রশ্ন শুনে, এবং তাঁর দ্বারা আশ্বাস পেয়ে, রাম ধীরে ধীরে মধুর ভাষায় গভীর অর্থপূর্ণ বাক্যে কথা বলতে শুরু করলেন।" (১)

শ্রীরাম বললেন:

"ভগবান! আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন, আমি সেই সব বিষয়ের উত্তর বলব। যদিও আমি নিজেকে অজ্ঞ জানি, তথাপি সত্য বাক্য লঙ্ঘন করা উচিত নয়।" (২)

"আমি আমার পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেছি, ধীরে ধীরে বড় হয়েছি এবং যথাযথ বিদ্যা অর্জন করেছি।" (৩)

"এরপর, আমি সাধুচরিত্র লাভ করে তীর্থযাত্রার জন্য সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করেছি।" (৪)

"এই যাত্রার সময় আমি সংসারের প্রকৃতি নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলাম, যা আজ আমার মনে গভীর ভাবনার সৃষ্টি করেছে।" (৫)

"এই চিন্তা দ্বারা, আমি বিবেক ও বৈরাগ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছি এবং আমার মন স্বয়ং ভোগ-বিরাগী বুদ্ধিতে নিমগ্ন হয়েছে।" (৬)

সংসারের অনিত্যতা ও দুঃখময়তা

"এই সুখ কী? সংসারের এই প্রবাহ আসলে কী? মানুষ জন্ম নেয় মৃত্যুর জন্য, আর মারা যায় নতুন জন্মের জন্য!" (৭)

"এই জগতের সব কিছুই অস্থায়ী। সব কিছুই চলমান, কিন্তু আপদ-বিপদের ঝুঁকি সর্বদা লেগে থাকে।" (৮)

"এগুলো যেন কাঠির মতো একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবাই বিচ্ছিন্ন। আমরা কেবল মনের কল্পনার দ্বারা একে অপরকে আঁকড়ে ধরেছি।" (৯)

"এই জগৎ কেবলমাত্র আমাদের মনে বিদ্যমান। মনই এটিকে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কেন আমাদের মন এত মোহগ্রস্ত?" (১০)

"আমরা এমন এক বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত, যেন মরীচিকাকে জল মনে করে হরিণের মতো ছুটছি।" (১১)

"আমরা বিক্রি হইনি, অথচ বিক্রিত হয়েছি। আমরা আমাদের মুক্তির পথ জানি, তবুও শাম্বর (মোহ) আমাদের গ্রাস করেছে।" (১২)

"এত বড় বিশাল ভোগের মধ্যে সত্যিকারের সুখ কোথায়? আমরা কেবল মূর্খের মতো মোহের দ্বারা বদ্ধ হয়ে আছি।" (১৩)

"দীর্ঘকাল ধরে এই মিথ্যা মোহ আমাদের ঘিরে রেখেছে, আমরা বুঝতে পারছি না, ঠিক যেন শ্বেতসারভ্রান্ত হরিণের মতো।" (১৪)

"আমার রাজ্য দিয়ে কী হবে? ভোগেরই বা কী প্রয়োজন? আমি কে? এই জগৎই বা কী?" (১৫)

"যা মিথ্যা, তা সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাহলে এটি কাদের জন্য, কীভাবে এলো?" (১৬)

সংসারের পরিবর্তনশীলতা ও অনিত্যতা

"ভগবান, বলুন তো, এই জগৎ কেন ধ্বংস হয়ে যায়? কেন আবার সৃষ্টি হয়? কেন এটি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়?" (১৭)

"জরা, মৃত্যু, কষ্ট, সম্পদ—এগুলো বারবার আবির্ভূত ও লুপ্ত হয়।" (১৮)

"আমরা বারবার এই ক্ষণস্থায়ী বস্তুগুলোর পেছনে ছুটছি, অথচ এগুলো আমাদের ক্রমশ জীর্ণ করে ফেলছে, যেমন প্রবল বাতাসে গাছ শুষ্ক হয়ে যায়।" (১৯)

"মানুষ যেন কাষ্ঠের বাঁশির মতো, যা বাতাস দ্বারা শুধু বেজে ওঠে, কিন্তু নিজে কিছু বোঝে না।" (২০)

"এই দুঃখের কীভাবে শেষ হবে? আমি চিন্তায় দগ্ধ হচ্ছি, যেন বৃক্ষের কোটরে লুকিয়ে থাকা অগ্নিশিখা তাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে।" (২১)

রামের গভীর বৈরাগ্য

"সংসারের দুঃখের ভারে আমার হৃদয় পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেছে। আমি কেবল নিজস্ব অবস্থান দেখে দুঃখিত, কিন্তু কান্নাও আসে না।" (২২)

"আমার মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখের জল শুকিয়ে গেছে, শুধু বিবেকের দীপ্তি আমার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়ে আছে।" (২৩)

"আমি সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করলেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি, যেমন কোনো সৌভাগ্যবান ব্যক্তি দরিদ্র হয়ে পড়ে।" (২৪)

"ধন-সম্পদ আমাদের মনকে মোহাচ্ছন্ন করে, গুণাবলীকে বিনষ্ট করে, কেবল দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।" (২৫)

"আমি বুঝতে পেরেছি যে—পরিবার, ধন, বিলাসিতা—এসব আসলে দুঃখের উৎস, সুখের নয়।" (২৬)

"যেমন বনহস্তী শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনি আমার মন এই সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ক্লেশ পাচ্ছে।" (২৭)

সংসার এক চোরের মতো—যা জ্ঞান লুট করে নেয়

"এই সংসার হলো এক অন্ধকার রাত্রির মতো, যেখানে চতুর চোরেরা (বিষয়-আসক্তি) প্রবেশ করে এবং আমাদের জ্ঞান লুট করে নেয়।" (২৮)

"এই সংসারে কেবল সেই ব্যক্তিই মুক্তি পেতে পারে, যে সাহসী যোদ্ধার মতো এই চোরদের পরাস্ত করতে পারে।"

উপসংহার

এই অধ্যায়ে রাম তাঁর গভীর আত্মজিজ্ঞাসা প্রকাশ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে সংসার মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী। ধন, ক্ষমতা, সম্পর্ক—এসব কিছুই দুঃখের মূল।

পরবর্তী অধ্যায়ে রাম তাঁর এই ভাবনার গভীরতা আরও ব্যাখ্যা করবেন।

বৈরাগ্যের ত্রয়োদশ অধ্যায় – লক্ষ্মীর নিন্দা

শ্রীরাম বললেন:

“হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সংসারে যে ঐশ্বর্যকে এত মূল্যবান মনে করা হয়, সে আসলে এক পরম মোহ। বাস্তবে, এটি এক দুর্দশার কারণ মাত্র।” (১)

“এটি এক উত্তাল নদীর মতো, যার তরঙ্গগুলো আনন্দের মতো মনে হয়, কিন্তু তা আসলে সীমাহীন উচ্ছ্বাস ও অনলের দ্বারা গঠিত।” (২)

“এই নদীর ঢেউয়ের মতো বহু দুঃখের চিন্তা উত্থিত হয়, যা একে আরও অস্থির করে তোলে।” (৩)

“এই ঐশ্বর্য কখনো কোথাও স্থির থাকে না। এটি কখনো শান্ত হয় না, বরং মানুষের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করে তোলে।” (৪)

“এটি দেহকে উত্তপ্ত করে, মনকে ব্যাকুল করে এবং পরিণামে ধ্বংস ডেকে আনে, যেমন দীপশিখা ধীরে ধীরে কাজল হয়ে যায়।” (৫)

“এটি গুণ ও দোষের বিচার না করেই মানুষকে আকর্ষণ করে, যেমন কোনো অজ্ঞ রাজা তার প্রকৃতিকে না বুঝেই ক্ষমতা গ্রহণ করে।” (৬)

“যেমন একটি সাপের বিষ দূর থেকে দেখতে নিরীহ মনে হয়, কিন্তু কাছে গেলে প্রাণঘাতী, তেমনি এই ঐশ্বর্যও একই রকম।” (৭)

“যতক্ষণ ঐশ্বর্য আছে, ততক্ষণ মানুষ কোমল ও স্নেহপরায়ণ থাকে, কিন্তু যখন এটি দূরে সরে যায়, তখন সে নির্মম ও কঠোর হয়ে যায়।” (৮)

“যারা জ্ঞানী, বীর, কৃতজ্ঞ ও মৃদুভাষী—তারা সকলেই ঐশ্বর্যের সংস্পর্শে এসে কলুষিত হয়ে যায়, যেমন মণি ধুলায় পড়ে কলঙ্কিত হয়।” (৯)

“ঐশ্বর্য কখনো প্রকৃত সুখের কারণ হতে পারে না। বরং এটি সর্বদা দুঃখকেই প্রসারিত করে, যেমন বিষলতা শরীরে প্রবেশ করলে ধ্বংস অনিবার্য।” (১০)

“এই তিন প্রকারের মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর—(১) যে সম্পদশালী হয়েও অহংকারহীন, (২) যে বীর হয়েও আত্মপ্রশংসায় লিপ্ত নয়, (৩) যে শক্তিশালী হয়েও সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখে।” (১১)

ঐশ্বর্যের বিপদ

“ঐশ্বর্য হলো দুঃখের এক অন্ধকার গুহা, যেখানে প্রবেশ করলে ফেরার পথ দুরূহ হয়ে যায়। এটি মোহ নামক গজেন্দ্রদের জন্য বিন্ধ্যপর্বতের মতো অবিচল এক শৃঙ্গ।” (১২)

“এটি সৎকর্মের জন্য রাতের অন্ধকার, দুঃখের জন্য চন্দ্রিকা, বিভ্রান্তির জন্য বাতাস, আর উত্তাল নদীর মতো চঞ্চল।” (১৩)

“এটি মেঘের ছায়ার মতো প্রবল, বিষাদকে বাড়িয়ে তোলে, পরিবর্তনের মাধ্যমে কষ্ট দেয়, ভয়কে লালন করে এবং সর্বদা দুঃখ প্রদান করে।” (১৪)

“বৈরাগ্যের লতা শীতলতা লাভ করলে যেমন বিকশিত হয়, তেমনি বিবেক-জ্ঞান যখন উদিত হয়, তখন ঐশ্বর্য রাহুর মতো গ্রাস করে।” (১৫)

“ঐশ্বর্য রঙিন রামধনুর মতো—যা দেখতে আকর্ষণীয়, কিন্তু যার কোনো স্থিতি নেই। এটি বিজলি চমকের মতো উজ্জ্বল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসাত্মক।” (১৬)

“এটি এক গভীর অরণ্যের মতো, যেখানে প্রবেশ করলে মুক্তি পাওয়া কঠিন। এটি মরীচিকার মতো, যা পথিককে প্রতারিত করে।” (১৭)

“এটি এমন এক তরঙ্গ যা মুহূর্তের জন্যও স্থির থাকে না, এবং যার গতি বোঝা অসম্ভব, যেমন বাতাসে দুলতে থাকা দীপশিখা।” (১৮)

“এটি সিংহীর মতো ভয়ঙ্কর, যা বাঘের মতো সাহসীদেরও কাঁপিয়ে দেয়। এটি ধারালো তলোয়ারের মতো—যা যেমন শীতল, তেমনি ভয়ংকর।” (১৯)

ঐশ্বর্য শুধু দুঃখ দেয়

“ঐশ্বর্য কেবল অযোগ্য ও দুর্জনদের দিকে ঝুঁকে থাকে, এবং যোগ্য ব্যক্তিদের থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে।” (২০)

“দারিদ্র্য দূরে ঠেলে দেওয়া হয়, কিন্তু দুর্জনরা সর্বদা এই লক্ষ্মীর দ্বারা আলিঙ্গিত হয়। কী আশ্চর্য, এদের কোনো লজ্জা নেই!” (২১)

“এটি মনের মোহ সৃষ্টি করে, কিন্তু এক মুহূর্তেই তা বিলীন হয়ে যায়। এটি যেমন কামনার আকর্ষণ সৃষ্টি করে, তেমনি এক দুঃখের কারণও।” (২২)

উপসংহার

এই অধ্যায়ে রাম বুঝিয়েছেন যে ঐশ্বর্য আসলে এক মিথ্যা মোহ, যা মানুষের মনকে অধঃপতিত করে এবং প্রকৃত সুখ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ঐশ্বর্য ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনশীল এবং সর্বদা দুঃখ ও বিভ্রান্তির কারণ।

পরবর্তী অধ্যায়ে রাম তাঁর বৈরাগ্যের অনুভূতি আরও গভীরভাবে প্রকাশ করবেন।

বৈরাগ্যের চতুর্দশ অধ্যায় – জীবন ত্যাগের অনুশোচনা

শ্রীরাম বললেন:

"জীবন হলো একটি কচি পল্লবের প্রান্তে ঝুলে থাকা শিশির বিন্দুর মতো। এটি ক্ষণস্থায়ী, এবং মূর্খেরা উন্মাদের মতো এতে আসক্ত হয়। কিন্তু অবশেষে, এটি শরীরকে ফেলে চলে যায়।" (১)

"যারা বিষয়ের আসক্তিতে জর্জরিত এবং আত্মজ্ঞান অর্জন করতে ব্যর্থ, তাদের জন্য জীবন কেবল দুঃখ ও ক্লান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।" (২)

"কিন্তু যারা প্রকৃত সত্য বুঝতে পেরেছে, যারা চিরন্তন বিশ্রামের (মোক্ষের) পথ পেয়েছে, তাদের জন্য জীবন আনন্দের বস্তু হয়ে ওঠে।" (৩)

"এই সংসারে আমাদের আয়ুষ্কাল খুবই সীমিত। আমরা জরা-মৃত্যুর ঝড়ে বারবার আক্রান্ত হচ্ছি, তাই এই জীবনে শান্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন।" (৪)

জীবনের অনিশ্চয়তা

"বাতাসকে বাঁধা যেমন অসম্ভব, আকাশকে খণ্ডিত করা যেমন অবাস্তব, অথবা তরঙ্গকে গ্রন্থিত করা যেমন অকল্পনীয়—তেমনি এই জীবনের উপর ভরসা করা যায় না।" (৫)

"জীবন হলো শরতের মেঘের মতো। এটি মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়, তারপর হঠাৎ মিলিয়ে যায়।" (৬)

"আমার কাছে জীবনকে স্থায়ী ভাবা আর পানির মধ্যে প্রতিফলিত চাঁদকে ধরতে চাওয়া, বিদ্যুতের আলোকে আটকে রাখার প্রচেষ্টার মতোই অসম্ভব।" (৭)

"মূর্খরা জীবন নিয়ে অকারণে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু এটি শেষ পর্যন্ত শুধু দুঃখই দেয়, যেমন এক গর্ভবতী অশ্বতরী (খচ্চর) জন্ম দিয়ে কষ্ট পায়।" (৮)

"এই সংসার হলো এক বিশাল সাগর, আর জীবন তার উপর ভাসমান ক্ষণস্থায়ী ফেনার মতো। তাই হে ব্রাহ্মণ, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে আমার কোনো আগ্রহ নেই।" (৯)

কীভাবে প্রকৃত জীবন লাভ করা যায়**?**

"শুধু সেই জীবনই মূল্যবান, যেখানে প্রকৃত জ্ঞান ও শান্তি অর্জিত হয়। কিন্তু যদি বারবার দুঃখের কারণ হয়, তাহলে সেই জীবন শুধু বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।" (১০)

"গাছেরাও তো জীবন ধারণ করে, পশু-পাখিরাও বেঁচে থাকে। কিন্তু প্রকৃত জীবন সেই, যেখানে চিন্তা ও জ্ঞান বিদ্যমান।" (১১)

"শুধু তারাই প্রকৃত জীবিত, যারা পুনর্জন্ম থেকে মুক্ত। বাকি সবাই বৃদ্ধ হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত এক নির্বোধ গর্দভের মতো।" (১২)

জীবনের ভার ও দুঃখ

"অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য শাস্ত্র বোঝা, কামনাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য জ্ঞান বোঝা, অশান্ত মানুষের জন্য মন বোঝা এবং আত্মা না বোঝা ব্যক্তির জন্য শরীর—এসবই কেবল ভারস্বরূপ।" (১৩)

"রূপ, আয়ু, মন, বুদ্ধি, অহংকার—সবকিছু এক মূর্খ ব্যক্তির জন্য শুধু দুঃখ ও ক্লেশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।" (১৪)

"জীবন হলো এক বিশৃঙ্খল ও ক্লান্তিকর প্রবাহ, যেখানে রোগ ও ক্লেশ পাখির মতো আশ্রয় নেয় এবং যেখানে সকল বিপদ ধীরে ধীরে জমা হয়।" (১৫)

"প্রতিদিন জীবনের ক্ষয় ঘটে, ধীরে ধীরে তা বিলীন হয়ে যায়, যেমন শরৎকালে মেঘ ধীরে ধীরে আকাশ থেকে অন্তর্ধান হয়।" (১৬)

"শরীর এক বিশাল গুহার মতো, যেখানে রোগ এক বিষাক্ত সাপের মতো লুকিয়ে থাকে এবং ধীরে ধীরে আমাদের নিঃশেষ করে দেয়।" (১৭)

"এটি এক শুষ্ক বৃক্ষের মতো, যা নিরন্তর কষ্টে জর্জরিত হয় এবং অবশেষে ধ্বংস হয়ে যায়।" (১৮)

জীবনের অবধারিত ধ্বংস

"জীবন এক মরণশীল পাখির মতো, যা ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে গিলে ফেলা হয়, যেমন এক নিরীহ ইঁদুর ধীরে ধীরে বাঘের হাতে পড়ে।" (১৯)

"জরা (বৃদ্ধাবস্থা) হলো এক কঠিন শত্রু, যা জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য ও শক্তি গ্রাস করে, যেমন প্রবল ক্ষুধায় কেউ খাবার চিবিয়ে খায়।" (২০)

"শুধু কয়েকটি দিনের ব্যবধানে যৌবন আমাদের পরিত্যাগ করে, যেমন এক সৎ ব্যক্তি দুর্জনের সঙ্গ ত্যাগ করে।" (২১)

"জরা ও মৃত্যু সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকে, এবং এক অনিবার্য ভবিতব্যের মতো আমাদের রূপ ও সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে।" (২২)

"এ জগতে অনেক কষ্টের বস্তু থাকতে পারে, কিন্তু এর চেয়ে বড় কষ্টের কিছু নেই যে জীবন একদিন মৃত্যুর খাদে পতিত হবে।" (২৩)

উপসংহার

এই অধ্যায়ে শ্রীরাম দেখিয়েছেন যে জীবন কেবল দুঃখ, ক্লান্তি ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলে। এটি এতটাই অনিশ্চিত ও ক্ষণস্থায়ী যে, এটিকে ধ্রুব সত্য বলে বিশ্বাস করা মূর্খতা। তিনি বলেন, প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া জীবন শুধু এক বোঝা, যা প্রতিদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে মৃত্যুর দ্বারা বিলীন হয়ে যায়।

পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি আরও গভীরভাবে জীবন ও মৃত্যুর সত্যতা নিয়ে আলোচনা করবেন।

বৈরাগ্যের পঞ্চদশ অধ্যায় – অহংকারের নিন্দা

শ্রীরাম বললেন:

"মূর্খতা থেকে জন্ম নেওয়া মোহ যেমন মূর্খতাকেই বৃদ্ধি করে, তেমনি মিথ্যা অহংকারও এক ভয়ংকর শত্রুর মতো আমাকে আতঙ্কিত করে তুলেছে।" (১)

"এই অহংকারই সমস্ত দোষের আধার, যা দুর্বল মানুষদের দুর্দশার দিকে ঠেলে দেয় এবং অসংখ্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।" (২)

"অহংকারের কারণেই দুর্যোগ আসে, কষ্ট জন্ম নেয়, এবং সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আমার সমস্ত দুঃখের মূল কারণ হলো এই অহংকার।" (৩)

"আমি এই চিরশত্রু অহংকারকে ধরে রেখেছি, তাই আমি খাবারও খেতে পারি না, জলও পান করতে পারি না—তাহলে আমি কীভাবে ভোগ-সম্ভোগ উপভোগ করব, হে মুনীশ্রেষ্ঠ?" (৪)

"সংসারের রাত দীর্ঘ, এবং মায়া সর্বদা মনের উপর মোহ বিস্তার করে। এই অহংকার হলো সেই কিরাতের (শিকারির) ফাঁদের মতো, যা আমাকে বন্দী করে রেখেছে।" (৫)

"যত দীর্ঘ ও বিষাক্ত দুঃখের স্রোত আছে, সবই এই অহংকারের কারণে জন্ম নেয়, যেমন আগুন থেকে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়।" (৬)

"আমি এখন এই অহংকারকে পরিত্যাগ করব, যা একদিক থেকে রাহুর মতো, যা মন ও জ্ঞানকে গ্রাস করে, এবং অন্যদিকে বর্ষাকালের দুর্যোগপূর্ণ মেঘের মতো, যা শান্ত ও স্বচ্ছ চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।" (৭)

অহংকারের বিনাশই শান্তির পথ

"আমি রাম নই, আমার কোনো কামনা নেই, এবং আমার মন কোনো বস্তুতেও আসক্ত নয়। আমি কেবল আত্মার প্রকৃত স্বরূপে স্থিত হতে চাই, যেমন একজিন বুদ্ধ (জ্ঞানী ব্যক্তি) চিরশান্তিতে থাকেন।" (৮)

"আমি এখন উপলব্ধি করছি যে, অহংকারের বশবর্তী হয়ে যা কিছু ভোগ করেছি, যা কিছু দান করেছি, যা কিছু ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করেছি—সবই অর্থহীন। কারণ, যা অহংকারশূন্য নয়, তা কেবল শূন্যতা মাত্র।" (৯)

"যদি অহংকার থাকে, তবে দুঃখ অনিবার্য। কিন্তু যদি অহংকার না থাকে, তবে সুখ নিশ্চিত। তাই অহংকার থেকে মুক্তিই পরম কল্যাণের পথ।" (১০)

"আমি এই অহংকার পরিত্যাগ করে এখন সম্পূর্ণ শুদ্ধচিত্ত ও শান্তমনা হয়ে অবস্থান করতে চাই। কেননা সমস্ত ভোগসমূহ ক্ষণস্থায়ী ও অস্থিরতার আধার।" (১১)

অহংকারের দাহ ও তার বিনাশের পথ

"যতক্ষণ অহংকারের মেঘ আকাশে বিস্তৃত থাকে, ততক্ষণ তৃষ্ণার লতা সতেজ হয়ে ওঠে, যেমন বর্ষার জলে নতুন লতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।" (১২)

"কিন্তু যখন এই অহংকারমেঘ দূরীভূত হয়, তখন তৃষ্ণার লতা শুকিয়ে যায় এবং শান্তির দীপশিখা স্থিতিশীল হয়ে ওঠে।" (১৩)

"অহংকারের বিশাল পর্বতে মনের পাগল হাতি দৌড়ে বেড়ায়, এবং সেই হাতি প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করে, যেমন বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘের বজ্রধ্বনি শোনা যায়।" (১৪)

"এই দেহ নামক অরণ্যে অহংকার হলো এক প্রবল সিংহ, যার গর্জনেই সমগ্র জগত কাঁপতে থাকে।" (১৫)

"আমাদের জন্ম থেকে জন্মান্তর পর্যন্ত, অহংকার আমাদের গলায় তৃষ্ণার মুক্তমালার মতো জড়িয়ে থাকে এবং আমাদের কামনা-বাসনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে।" (১৬)

"এই অহংকারই আমাদের পুত্র, বন্ধু, স্ত্রী, পরিবার এবং সমস্ত পার্থিব সম্পর্কের জালে আটকে রাখে।" (১৭)

"কিন্তু একবার যদি 'আমি' এই অহংকারকে মুছে ফেলতে পারি, তাহলে সমস্ত দুর্দশা এবং কষ্ট নিজে থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে।" (১৮)

"যখন অহংকারের সমুদ্র শান্ত হয়, তখন চিন্তার আকাশে বিভ্রান্তির কুয়াশা অদৃশ্য হয়ে যায়।" (১৯)

উপদেশের আবেদন

"হে ব্রাহ্মণ! আমি এখন অহংকারশূন্য হয়ে গিয়েছি, কিন্তু মূর্খতা ও শোকের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই এখন আপনিই আমাকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য উপদেশ দিন।" (২০)

"সমস্ত দুঃখের মূল হলো অহংকার, যা এক অস্থায়ী ও ভঙ্গুর ধারণা মাত্র। তাই দয়া করে আমাকে সঠিক পথনির্দেশ দিন, যাতে আমি চিরশান্তিতে থাকতে পারি।" (২১)

উপসংহার

এই অধ্যায়ে শ্রীরাম স্পষ্ট করেছেন যে অহংকারই সব দুঃখ ও ভ্রান্তির মূল কারণ। এটি মনকে বিষিয়ে তোলে, আমাদের মায়ার জালে আবদ্ধ রাখে এবং পুনর্জন্মের চক্রে ফেলে দেয়। কিন্তু যখন কেউ অহংকার পরিত্যাগ করে, তখন সমস্ত দুঃখ ও সংকট বিলীন হয়ে যায় এবং প্রকৃত মুক্তি লাভ করা যায়।

পরবর্তী অধ্যায়ে শ্রীরাম আরও গভীরভাবে জীবন, মৃত্যু এবং মুক্তির পথ সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

ষোড়শঃ সর্গঃ – মন ও বৈরাগ্যের দৌর্বল্য

শ্রীরাম বললেন:

"পুণ্যকর্ম ও মহাত্মাদের সেবার মাধ্যমে মন ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ হয়। কিন্তু যদি দোষ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে তা বাতাসে নিক্ষিপ্ত তুলার মতো চঞ্চল ও অস্থির হয়ে পড়ে।" (১)

"এই মন দিকবিদিক ছুটে বেড়ায়, যেমন একটি নিরাশ্রয় পাখি জনশূন্য গ্রামে দিশাহীন হয়ে উড়ে বেড়ায়।" (২)

"অসংখ্য ধন-সম্পত্তি অর্জন করেও এটি কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না, যেমন একটি বাঁধাহীন পাত্র কখনো পূর্ণ হয় না।" (৩)

"মন সর্বদা শূন্যতায় আবৃত থাকে, ঠিক যেমন একটি হতভাগ্য পাখি তার ঝাঁক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে বিশ্রাম পায় না।" (৪)

"এটি এক মুহূর্তের জন্যও স্থির থাকতে পারে না, বরং সবসময় তরঙ্গায়িত থাকে, যেন বাতাসে উড়তে থাকা একটি শুকনো পাতা।" (৫)

মনের চঞ্চলতা ও অস্থিরতা

"মন একটি উচ্ছৃঙ্খল ঘোড়ার মতো, যা সব দিকেই দৌড়ায়, যেন সমুদ্র-মন্থনে উত্তাল হয়ে ওঠা দুধের সাগরের জলধারা।" (৬)

"এটি এক বিশাল সমুদ্রের মতো, যার মধ্যে মায়ার কুমির এবং তরঙ্গময় ঘূর্ণাবর্ত বিরাজমান। আমি এই মনকে বশীভূত করতে সক্ষম নই।" (৭)

"ভোগের আকাঙ্ক্ষায়, এটি ছুটতে থাকে, বিপদের কথা চিন্তা না করেই, যেমন মরু-হরিণ মরীচিকার দিকে ধাবিত হয়।" (৮)

"কখনোই আমার মন প্রশান্ত হয় না; এটি সর্বদা উত্তেজিত হয়ে থাকে, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ কখনো শান্ত হয় না।" (৯)

"এটি বিশৃঙ্খলভাবে উন্মাদ হয়ে চিন্তাসমূহের জালে বন্দী থাকে, যেমন একটি খাঁচাবন্দী সিংহ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।" (১০)

"মন মোহের রথে আরোহণ করে, এবং শরীরের মতো স্বাভাবিক সুখ-দুঃখকে নিয়ে যেভাবে এটি চালিত হয়, তাতে যেন স্বচ্ছ জল থেকে রাজহংস শুধু দুধটুকুই গ্রহণ করছে।" (১১)

মন এক প্রবল শত্রু

"অসংখ্য কল্পনার জালে এটি এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, কোনোভাবেই এটি প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। এই কারণেই আমি ব্যথিত হয়ে আছি, হে মুনিশ্রেষ্ঠ!" (১২)

"তৃষ্ণার সুদৃঢ় বন্ধনে এটি আবদ্ধ হয়ে আছে, যেমন একটি পাখি শিকারির জালে বন্দী হয়ে পড়ে।" (১৩)

"উত্তপ্ত রাগের ধোঁয়া এবং দুঃখের অগ্নিশিখায় এটি সর্বদা জ্বলতে থাকে, যেন শুকনো কাঠের একটি গুঁড়ো দগ্ধ হচ্ছে।" (১৪)

"এই নিষ্ঠুর মন, যা তৃষ্ণারূপী স্ত্রীলোকের অনুসরণে চলে, এটি এক মৃত শকুনের মতো আমাকে ভোগ করছে।" (১৫)

"এর চঞ্চল প্রকৃতি এবং শক্তিশালী তরঙ্গায়িত গতিবিধি আমাকে যেন এক প্রবল স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যেমন নদীর তীরে অবস্থিত গাছের শিকড় ক্ষয়ে যায়।" (১৬)

"এটি আমাকে নিচে নামিয়ে আনে, কখনোই শান্তভাবে স্থির থাকতে দেয় না, যেমন বাতাসে ভেসে থাকা এক খড়কুটো দণ্ডের মতো।" (১৭)

মন এক ভয়ংকর কারাগার

"এই সংসারসাগর থেকে মুক্তি পেতে চাইলেও, মনের বশবর্তী হয়ে আমি আটকে গেছি, যেন এক প্রবল জলোচ্ছ্বাস একটি বাধা পেয়ে স্থির হয়ে গেছে।" (১৮)

"এটি আমাকে পাতালের গভীরতম স্তরে নিয়ে যেতে পারে, আবার পৃথিবীর উপরেও নিক্ষেপ করতে পারে, যেমন এক কূপের কাঠ একটি জলপ্রবাহে ভাসতে ভাসতে নিচে পড়ে যায়।" (১৯)

"মনের বিভ্রমের কারণে এটি কেবল রক্ত-রঞ্জিত বিশাল এক দৈত্যের মতো মনে হয়, যা আমাকে এক বিভ্রান্ত শিশুর মতো বন্দী করে রেখেছে।" (২০)

"এটি আগুনের চেয়েও উত্তপ্ত, পর্বতের চেয়েও কঠিন, বজ্রের চেয়েও শক্তিশালী। এটি সংযত করা প্রায় অসম্ভব!" (২১)

"এটি একটি পাখির মতো, যা খাদ্যের সন্ধানে প্রতিটি দিকে উড়ে বেড়ায়; কিন্তু যখন খাদ্য পেয়ে যায়, তখন হঠাৎই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, যেমন শিশুরা খেলনা পেয়ে কিছুক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে যায়।" (২২)

"এই মন অস্থির, চঞ্চল, এবং বিশাল তরঙ্গায়িত এক সমুদ্রের মতো, যা আমাকে এক অন্ধকার গভীর অতলে টেনে নিয়ে যেতে চায়।" (২৩)

"সমুদ্রের সমস্ত জল পান করাও সম্ভব, হিমালয় পর্বত উপড়ে ফেলা সম্ভব, এমনকি আগুন খেয়েও বেঁচে থাকা সম্ভব, কিন্তু মনের সংযম করা তার চেয়েও কঠিন!" (২৪)

মুক্তির পথ কী**?**

"মন হলো সমস্ত কিছুর জন্মদাতা এবং সমস্ত কিছুর সংহারক। যদি এটি বিদ্যমান থাকে, তবে তিনটি জগতও বিদ্যমান থাকে; কিন্তু যখন এটি ধ্বংস হয়, তখন পুরো সংসারও বিলীন হয়ে যায়। তাই এই মনকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি।" (২৫)

"অসংখ্য সুখ-দুঃখের ঝড় আমার মধ্যে এসে আঘাত হানছে, যেমন এক গভীর অরণ্যে শাখা-প্রশাখাগুলি বাতাসের ধাক্কায় দুলতে থাকে। কিন্তু হে মুনি, যদি মন বিবেক দ্বারা সংযত হয়, তাহলে এই সকল দুর্ভোগ নিজে থেকেই বিলীন হয়ে যাবে।" (২৬)

"সমস্ত গুণাবলী অর্জনের জন্য জ্ঞানীরা সর্বদা চেষ্টা করেন, এবং সেই লক্ষ্যে আমিও মনকে জয়ের জন্য উঠেপড়ে লেগেছি। আমি মোহের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে চাই, যেমন চাঁদ মেঘমুক্ত নীলাকাশে স্বচ্ছভাবে উদ্ভাসিত হয়।" (২৭)

উপসংহার

এই অধ্যায়ে শ্রীরাম ব্যাখ্যা করেছেন যে, মন কিভাবে এক অস্থির এবং প্রতারণামূলক শক্তি, যা মানুষকে সমস্ত দুঃখের মূল উৎসের দিকে ঠেলে দেয়। তিনি মনের দুর্বলতা ও তার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষার কারণে সৃষ্ট কষ্ট সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি মুক্তির পথ সম্পর্কে জানতে চাইবেন এবং গভীর দার্শনিক আলোচনা শুরু করবেন।

সপ্তদশঃ সর্গঃ – তৃষ্ণার শৃঙ্খল

শ্রীরাম বললেন:

"হৃদয়ের অন্ধকারময় রাত্রিতে, তৃষ্ণার দুর্বার অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে। চেতনাকাশে বিকশিত হয় একের পর এক কুসংস্কার, যা দোষের কৌশলে বিন্যস্ত হয়ে থাকে।" (১)

"এটি এক অন্তর্দাহ সৃষ্টি করে, যার ফলে মনের কোমলতা হারিয়ে যায়। সূর্যের প্রখর তাপে শুকিয়ে যাওয়া কাদা যেমন শক্ত হয়ে যায়, আমিও চিন্তার অতিরিক্ত ভারে শুষ্ক ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" (২)

"আমার চিত্ত এক গহন অরণ্যের মতো, যেখানে মোহের তিমির সবদিকে ছড়িয়ে আছে। এই অন্ধকারের মধ্যে, আকাঙ্ক্ষার পিশাচী প্রবলভাবে নৃত্যরত।" (৩)

"ভাষার দ্বারা নির্মিত নানান কল্পনা এখন আমার মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে, যেমন স্বর্ণের আলোয় বিকশিত ফুল ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়।" (৪)

"এই অবাস্তব কল্পনাগুলি আমার অন্তরে প্রবল ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, ঠিক যেমন প্রবল সমুদ্রের তরঙ্গ ক্রমাগত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।" (৫)

তৃষ্ণার অশান্ত প্রকৃতি

"প্রবল তরঙ্গময় তৃষ্ণার স্রোত আমার দেহের উপর বয়ে যাচ্ছে, যেন উচ্ছ্বাসিত বন্যার জল।" (৬)

"আমি এই প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করতে চাই, কিন্তু এটি শুষ্ক তৃণকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ঝড়ের মতো আমাকে দূরে নিক্ষেপ করছে।" (৭)

"যে কোনো পুণ্যময় গুণ আমি অর্জন করতে চাই, সেটিকেই এই তৃষ্ণা নষ্ট করে দেয়, যেন কোনো মূষিক বীণার তার ছিঁড়ে ফেলছে।" (৮)

"একবার এই সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাই, আবার ভেসে যাই চিন্তার জটিল প্রবাহে, যেমন বৃদ্ধ গাছ ঝড়ে কেঁপে ওঠে।" (৯)

"আমরা নিজের আত্মাকে চিনতে অপারগ, বরং চিন্তার জালে বন্দী হয়ে যাই, যেমন শিকারি পাখিদের ফাঁদে ফেলে ধরে।" (১০)

তৃষ্ণার ভয়াবহতা

"তৃষ্ণা আমাকে এতটাই দগ্ধ করছে যে, আমি এমনকি অমৃত পেলেও এটিকে নিভিয়ে ফেলার আশা করতে পারছি না।" (১১)

"তৃষ্ণারত এই মন একটি বন্য অশ্বের মতো, যা দিগন্তের এক সীমা থেকে আরেক সীমায় ছুটতে থাকে।" (১২)

"এটি ক্রমাগত আমাকে ওপরে ও নিচে নিয়ে যায়, যেন এটি এক ঘূর্ণায়মান জলচক্র, যা কখনো স্থির হয় না।" (১৩)

"এই তৃষ্ণা অন্তরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে আছে, এবং এটি কেটে ফেলার কোনো উপায় নেই, যেমন গরুর গলায় বাঁধা দড়ি তাকে বশীভূত রাখে।" (১৪)

"এই পুত্র, বন্ধু ও পরিবারগত আকাঙ্ক্ষার শৃঙ্খলে মানুষ সর্বদা আবদ্ধ থাকে, যেমন শিকারি তার ফাঁদে পাখিদের আটকে রাখে।" (১৫)

তৃষ্ণার প্রতারণামূলক প্রকৃতি

"এই তৃষ্ণা বীরকেও ভীত করে, অন্ধকেও অন্ধত্বে তলিয়ে দেয়। এটি আনন্দের সাথে কষ্টও দেয়, যেমন কৃষ্ণপক্ষের রাতের মতো অন্ধকারময় ও ভয়ংকর।" (১৬)

"এটি কোমল মনে হয়, কিন্তু বিষাক্ত। এটি এমনভাবে আক্রমণ করে, যেন একটি বিষধর সাপ, যা সামান্য স্পর্শেই দংশন করতে সক্ষম।" (১৭)

"তৃষ্ণা হৃদয় ভেঙে ফেলে, মোহ সৃষ্টি করে এবং দুর্ভাগ্যের কারণ হয়। এটি এক নিষ্ঠুর দানবীর মতো, যা মানুষকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়।" (১৮)

"এটি মানুষের জীবনের সম্পূর্ণ কাঠামোকে দুর্বল করে দেয়, যেমন অসংখ্য লতার জাল একটি বৃক্ষকে দুর্বল করে দেয়।" (১৯)

"এই আকাঙ্ক্ষা কখনো স্থির হয় না, এটি অস্থিরতা ও নিরর্থক প্রচেষ্টার এক প্রতীক, যা একটি বয়স্ক নর্তকীর মতো অনবরত আন্দোলিত হয়।" (২০-২৫)

তৃষ্ণার অমঙ্গলজনক ফলাফল

"এই তৃষ্ণা বিশাল এক বিষবৃক্ষের মতো, যা জন্ম-মৃত্যুর ভয়াবহ চক্রের ফল জন্ম দেয়।" (২৬)

"এটি আকাশের মেঘের মতো এক মুহূর্তে উজ্জ্বল, আবার এক মুহূর্তেই অন্ধকার।" (২৭)

"এটি সবকিছুর মাঝে প্রবাহিত হয়, কোনো কিছুকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে না, বরং সর্বদা পরিবর্তনশীল।" (২৮)

"তৃষ্ণা স্থিতিশীল নয়, এটি কখনো নিম্নগামী হয়, কখনো ঊর্ধ্বগামী হয়, কখনো আকাশে উড়ে যায়, আবার কখনো পাতালে নেমে যায়।" (২৯-৩১)

তৃষ্ণার বন্ধন এবং তার থেকে মুক্তি

"এই তৃষ্ণাই মানুষের সর্বনাশের কারণ, এটি দুঃখের উৎপত্তিস্থল এবং এটি জীবনকে অসহ্য করে তোলে।" (৩২)

"এটি জীবনের প্রকৃত আনন্দকে ঢেকে ফেলে, যেমন মেঘ সূর্যালোককে ঢেকে দেয়।" (৩৩)

"যতক্ষণ তৃষ্ণা বিদ্যমান, ততক্ষণ মানুষ তার মোহের জালে আবদ্ধ থাকে, এমনকি যদি সে রাজপ্রাসাদেও বসবাস করে।" (৩৪)

"এই তৃষ্ণা অদ্ভুত, রঙিন, পরিবর্তনশীল এবং সর্বদা অস্থির। এটি মানুষের জীবনকে জটিল এবং অসংখ্য প্রতারণার ফাঁদে ফেলে দেয়।" (৩৫-৩৬)

"এটি মানুষের চিন্তাকে শৃঙ্খলিত করে রাখে, দুঃখকে চন্দ্রের মতো আলোকিত করে তোলে এবং মৃত্যুর বিষ পান করায়।" (৩৭-৩৯)

"যখন এটি বিদ্যমান থাকে, তখন মনে হয় যেন কোনো বিশাল পাহাড় আমাদের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে।" (৪০)

"কিন্তু যখন এটি সংযত হয়, তখন মনে হয় যেন সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গেছে।" (৪১)

তৃষ্ণা থেকে মুক্তির পথ

"যতদিন এই তৃষ্ণার বিষ বিদ্যমান থাকবে, ততদিন মানুষ অন্ধের মতো বিভ্রান্ত থাকবে।" (৪২)

"কিন্তু যখন মানুষ তার আকাঙ্ক্ষাগুলো পরিত্যাগ করে, তখন সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটে।" (৪৩)

"এই আকাঙ্ক্ষা, যা ঘাসের মতো পাথর ও কাঠের মধ্যেও খাদ্য অনুসন্ধান করে, সেটিই সকল ব্যথার মূল।" (৪৪)

"এটি এমন একটি রোগ, যা গম্ভীর ব্যক্তিকেও দুর্বল করে দেয়, যেমন সূর্যের কিরণ একটি শাপলা ফুলকে শুকিয়ে দেয়।" (৪৫)

"তৃষ্ণা এক বিশাল লতার মতো, যা মানুষের হৃদয়ে শিকড় গেঁথে বসে।" (৪৬)

"কিন্তু হে মুনি, আশ্চর্যের বিষয় যে, জ্ঞানীরা এই কঠিন তৃষ্ণাকেও বিবেকের অস্ত্র দ্বারা ছেদন করতে সক্ষম হন!" (৪৭)

"এটি বজ্রের মতো কঠিন, তলোয়ারের মতো ধারালো এবং অগ্নির মতো প্রজ্বলিত।" (৪৮)

"তৃষ্ণা যেন এক দীপশিখা। এর অগ্রভাগ উজ্জ্বল, কালো এবং তীক্ষ্ণ। এর দশা যেন স্নেহের মতো দীর্ঘস্থায়ী। এটি প্রকাশিত, দাহ্য এবং স্পর্শ করা দুঃসাধ্য।" (৪৯)

"তৃষ্ণা এক নিমেষেই মেরু পর্বতের মতো জ্ঞানী, বীর এবং স্থির নরোত্তমকেও তৃণসম তুচ্ছ করে দিতে পারে।"(৫০)

"তৃষ্ণা এক বিস্তীর্ণ, গভীর, ভয়ঙ্কর এবং ঘন ধূলিজালে আবৃত বিন্ধ্য পর্বতের বিশাল প্রান্তরের মতো। এর মধ্যে অন্ধকার এবং তীব্র কুয়াশা বিরাজ করে।"(৫১)

"তৃষ্ণা এমন এক শক্তি, যা এককভাবে সমগ্র জগতের মধ্যে লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম। এটি দুর্লক্ষ্য হলেও দেহের মধ্যে সর্বদা বিদ্যমান থাকে। চঞ্চল তরঙ্গযুক্ত জগতে, ক্ষীরসাগরের অস্থির জলের মধ্যে, এটি এক মধুর শক্তির মতো বিরাজ করে।"

"তবুও, একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি এটি পরিত্যাগ করতে পারেন, এবং সেই মুহূর্তেই তিনি মুক্ত হন।" (৫২)

উপসংহার

এই অধ্যায়ে শ্রীরাম তৃষ্ণার ভয়াবহ প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন এবং এটি কিভাবে মানুষকে বন্দী করে রাখে তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি এটাও ব্যাখ্যা করেছেন যে, কেবলমাত্র জ্ঞান এবং বিবেকের সাহায্যে এই তৃষ্ণাকে সংযত করা সম্ভব।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ – দেহের নশ্বরতা

শ্রীরাম বললেন:

"এই দেহ, যা ভেতরে অন্ত্রের তন্তুতে আবৃত, অবিরাম পরিবর্তনশীল, অবশেষে পতনশীল—এটি কেবল দুঃখের কারণ।" (১)

"অজ্ঞ হয়েও কেউ নিজেকে বিজ্ঞ বলে মনে করে, জড় ও চেতনাকে একত্রে ধারণ করে, এবং যুক্তিযুক্ত হয়েও মূঢ়তার পথে এগিয়ে যায়।" (২)

"এই অজ্ঞানী ব্যক্তি, জড় ও চেতনার মধ্যে দোদুল্যমান হয়ে, মোহকেই আশ্রয় করে।" (৩)

"এক মুহূর্তে সামান্য সুখ অনুভব করে, আবার পরের মুহূর্তেই দুঃখে পতিত হয়। এই দেহের চেয়ে নিকৃষ্ট কিছু নেই—এটি গুণবর্জিত এবং শোচনীয়।" (৪)

দেহের অস্থায়িত্ব

"এই দেহ সর্বদা পরিবর্তনশীল, কখনো বিকাশ লাভ করে, আবার কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।" (৫)

"এই দেহ একটি বৃক্ষের মতো, যার শাখা হাত ও পা, গুঁড়ি হলো শরীর, এবং মাথা হলো এর ফল।" (৬)

"এই বৃক্ষের শিকড় হলো ইন্দ্রিয়সমূহ, যা পাখির মতো চঞ্চল।" (৭)

"এই দেহ, যা ক্ষণস্থায়ী, কাকে নিজের বলা যায়? এখানে কে আত্মীয়, আর কে পর? এখানে কেবল মায়াই বিদ্যমান।" (৮)

দেহের অমঙ্গল

"এই দেহ এক নশ্বর বৃক্ষের মতো, যা সর্বদা ক্ষয়ে যেতে থাকে, কিন্তু লোকে একে রক্ষা করতে চায়।" (৯)

"এটি হাড়, মাংস, এবং রক্ত দিয়ে গঠিত এক ক্ষণস্থায়ী কাঠামো মাত্র।" (১০)

"এই দেহ কেবল রোগের আশ্রয়স্থল, এটি পাপ ও দুঃখের ভিত্তি।" (১১)

"সংসারের এই বৃহৎ অরণ্যে, দেহ একটি ভগ্ন বৃক্ষের মতো, যার গায়ে চিন্তার পোকা বাসা বেঁধেছে।" (১২)

"তৃষ্ণা এই দেহের মধ্যে বাস করে, ক্রোধের কাক এখানে আশ্রয় নেয়, আর এই দেহের ফল হলো পুণ্য ও পাপের মিশ্রণ।" (১৩)

দেহের কদর্যতা

"এই দেহ এক দুর্গন্ধময় বস্তু, যা বিভিন্ন অসুখ ও পাপের বাহক।" (১৪)

"এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রোগ ও কষ্টের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর শেষ পর্যন্ত এটি ধ্বংস হয়ে যায়।" (১৫)

"এই দেহ শুধুমাত্র তৃষ্ণা ও মোহের বাসস্থান, এটি শান্তি প্রদান করতে অক্ষম।" (১৬)

"এটি এক শূন্য অট্টালিকা, যার ভিতরে কিছুই নেই।" (১৭)

"এই দেহ যদি অনন্তকালের জন্য স্থায়ী হতো, তাহলে হয়তো এটাকে মূল্যবান মনে করা যেত। কিন্তু এটি তো একদিন ধ্বংস হবেই।" (১৮)

দেহের মূল্যহীনতা

"এই দেহ, যা ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত, তৃষ্ণা ও কামনার দ্বারা আবৃত, এক শূন্য বস্তু।" (১৯)

"এটি হাড়ের খাঁচা, যেখানে অন্ত্রের লতা ও মাংসের স্তূপ আছে।" (২০)

"রক্ত ও মল দ্বারা সিক্ত, এটি একটি দূষিত পাত্র, যা শেষ পর্যন্ত জরার দ্বারা বিবর্ণ হয়ে যায়।" (২১)

"এটি দুঃখ ও ভ্রান্তির আকর, যা অসংখ্য মোহের স্তম্ভ দিয়ে গঠিত।" (২২)

"এই দেহ রোগ ও ক্লেশের আবাস, যা মিথ্যা সুখের ছদ্মবেশ ধারণ করে।" (২৩)

দেহের অন্তিম পরিণতি

"দিন কেটে যায়, বয়স বেড়ে যায়, কিন্তু এই দেহ একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়।" (২৪)

"এই দেহ অস্থির, এটি একবার রোগে আক্রান্ত হয়, আবার একবার স্বাস্থ্যে ফিরে আসে, কিন্তু অবশেষে এটি মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়।" (২৫)

"একদিন এই দেহ ভেঙে পড়বে, এর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পৃথক হয়ে যাবে।" (২৬)

"এই দেহ এক ঘরের মতো, যা একদিন ভেঙে ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবে।" (২৭)

"এটি শূন্যতার দিকে ধাবিত হচ্ছে, এবং একদিন একেবারেই বিলীন হয়ে যাবে।" (২৮)

দেহের প্রতি মায়া ত্যাগ করা উচিত

"এটি নশ্বর, এটি আমাদের সঙ্গী নয়, এটি কেবল ক্ষণস্থায়ী এক আবরণ।" (২৯)

"এই দেহ তুচ্ছ, এটি পানির বুদ্বুদের মতো।" (৩০)

"এটি আকাশের বিদ্যুৎ বা মেঘের মতো, যা মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়, কিন্তু দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়।" (৩১)

"এটি সারাক্ষণ পরিবর্তনশীল, কখনো শক্তিশালী, কখনো দুর্বল, কখনো স্বাস্থ্যবান, কখনো রুগ্ন।" (৩২)

"এই দেহের মধ্যে যে থাকে, সে কেবল মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে।" (৩৩)

"এই দেহ এক অন্ধকূপের মতো, যেখানে অজ্ঞানতা ও মোহের অন্ধকার রাজত্ব করে।" (৩৪)

"এই দেহ পরিত্যাজ্য, এটি কোনোমতেই সুরক্ষিত থাকার যোগ্য নয়।" (৩৫)

উপসংহার

"এই দেহের আকর্ষণে যারা আবদ্ধ, তারা আসলেই মূঢ়।" (৩৬)

"যারা জানে যে এই দেহ নশ্বর, তারা প্রকৃত জ্ঞানী।" (৩৭)

"এই দেহ আমাদের নয়, আমরাও এর অন্তর্ভুক্ত নই—যারা এ সত্য বুঝতে পারে, তারাই প্রকৃত মুনি।" (৩৮)

"এই দেহ মোহের দ্বারা চালিত, এটি কেবল অজ্ঞতা বৃদ্ধি করে।" (৩৯)

"এই দেহকে রক্ষা করা বৃথা, কারণ এটি একদিন নিশ্চিহ্ন হবেই।" (৪০)

"যে ব্যক্তি দেহের মোহ ত্যাগ করে, সে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে।" (৪১)

"এই দেহকে ভুলে গিয়ে আত্মজ্ঞানের পথে চলাই সর্বোৎকৃষ্ট।" (৪২)

"আমি এই দেহকে পরিত্যাগ করেছি, এটি আমার নয়, আমি এটির নই—এই সত্য উপলব্ধি করলেই মুক্তি সম্ভব।" (৪৩)

উপসংহার

এই অধ্যায়ে শ্রীরাম ব্যাখ্যা করেছেন যে দেহ এক নশ্বর বস্তু, এটি মোহের দ্বারা চালিত এবং কেবলমাত্র কষ্ট ও দুর্ভোগের কারণ। তিনি বলেছেন, দেহের প্রতি মায়া ত্যাগ করে প্রকৃত আত্মজ্ঞান অর্জন করাই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।